বৃন্দাবন-দৃশ্যাবলি।

আর্য্যদর্শন হইতে পুনর্মুদ্রিত

ও

পরিবর্দ্ধিত।

"অক্ষয় নিঠুর সংসার——
(তেথা) পা প্রণয়ের নাম বন প্রেমিকের ধাম"
বঙ্গদর্শন ১২৮৫ সালের পৌষের সংখ্যা ৪১১ পৃঃ।

"Had we never loved so kindly,
Had we never loved so blindly,
Never met or never parted,
We had ne'er been broken-hearted"—
BURNS

শ্রীরসিকলাল দত্ত কর্ত্তৃক প্রণীত।

অপ্রচলিত ব্রজভাষা প্রতিশব্দ সহকারে

শ্রীমতিলাল ভট্টাচার্য্য দ্বারা
প্রকাশিত।

কলিকাতা।

সি, বসু এণ্ড কোং কর্ত্তৃক বহুবাজার ষ্ট্রীট
৩০৯ নং ভবনে বসু প্রেসে মুদ্রিত।

১২৮৬ সাল।

মূল্য ১৷০ [illegible] টাকা চারি [illegible]।

বৃন্দাবন-দৃশ্যাবলি।

আর্য্যদর্শন হইতে পুনর্মুদ্রিত

ও

পরিবর্দ্ধিত।

" এযে নিষ্ঠুর সংসার———
(হেথা) পাপ প্রণয়ের নাম নব প্রেমিকের ধাম "
বঙ্গদর্শন, ১২৮৫ সালের পৌষের সংখ্যা, ৪১১ পৃঃ।

" Had we never loved so kindly,
Had we never loved so blindly,
Never met or never parted,
We had ne'er been broken-hearted."—
BURNS.

শ্রীরসিকলাল দত্ত কর্ত্তৃক প্রণীত।

অপ্রচলিত ব্রজভাষার প্রতিশব্দ সহকারে

শ্রীমতিলাল ভট্টাচার্য্য দ্বারা

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

জি, সি, বসু এণ্ড কোং কর্ত্তৃক বহুবাজার ষ্ট্রীট
৩০৯ নং ভবনে বসু প্রেসে মুদ্রিত।

১২৮৬ সাল।

পরম পূজনীয়

শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীলাল গোস্বামী, এম এ,

শ্রীশ্রীচরণ কমলেষু।

প্রণাম-পুরঃসর সবিনয় নিবেদনম্।

আর্য্য! পৃথিবীতে জন্মদাতার পরে যাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা-সূত্রে বদ্ধ আছি, আপনার মহানুভব পিতা ঠাকুর মহাশয়ই তাঁহাদিগের শীর্ষস্থানীয়। যখন "বৃন্দাবন-দৃশ্যাবলি" লিখিতে আরম্ভ করি তখন মনে করিয়াছিলাম যে পুস্তকখানি তাঁহারই পাদপদ্মে উৎসর্গ করিব, কিন্তু সমাপ্ত করিয়া বৃদ্ধ পিতা ঠাকুর মহাশয়ের চরণে অর্পণ করিতে লজ্জা বোধ হইল; সে জন্য আপনার হস্তে সমর্পণ করিলাম। ইহাতে আমার বিদ্যা বুদ্ধি কবিত্বের পরিচয়—যৎসামান্য যদি কিছু থাকে, সকলই আপনাদিগের অর্থে অর্জ্জিত এবং আপনার পিতাঠাকুর মহাশয়ের সদাশয়তার পরিচয় মাত্র;—সুতরাং বৃন্দাবনের দেব দৃশ্য গুলি আমার তুলিকায় সুরঞ্জিত হউকবা না হউক আপনাদিগের নিকট যে আদরণীয় হইবেক ইহা আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে।

ধরমতুল, আসাম।
১২ই চৈত্র, ১২৮৬ সাল।

সেবক
শ্রীরসিকলাল দত্ত।

বৃন্দাবন-দৃশ্যাবলি।

প্রথম স্তবক।

প্রথম দৃশ্য।

ব্রজ-বিপিন।

সময় সন্ধ্যা।

(শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীদাম, সুবল ইত্যাদি রাখালগণ আসীন।)

শ্রীকৃষ্ণ। সখে!—

অপরূপ পেখনু যমুনা-কিনারে
নীল-চল-সলিলে কনক-নলিনী!
যুগল পয়োধর মগন সলিলে,
রতি-পতি-বাঞ্ছিত রতনাবলি
গ্রীবা ঘেরই খেলত সুনীল সলিলে

পেখনু, ভেয়নু, কিয়নু বা পেখলু, ভেয়লু, কিয়লু ইত্যাদির অর্থ দেখিলাম, হইলাম, করিলাম ইত্যাদি।

ঘেরই, বাধই, মিলই, হাসই ইত্যাদি—ঘেরিয়া, বাধিয়া, মিলাইয়া, হাসিয়া ইত্যাদি।

খেলত, চলত ইত্যাদি—খেলিতেছে, চলিতেছে।

—থর থর কম্পিত অধীর সমীরে!
বাধই পয়োধরে মৃদু কল নাদে
চলল জল রাশি উজলি যমুনা
মুকুতা-ফলে ঘেরই কনক-প্রতিমা!—
যুগল ভুজ-লতা তুলল রাই
রাগ রাগিণী রুণ বাজল বলয়ে!
নখ-চন্দ্র দলে যতনে মিলই
কবরী এলায়ল নীরদ-সলিলে;—
শোভল ভানু বালা শ্যামল শৈবালে!
স্খলিত ফুল-দল চলল কাতারে—
নয়ন ভরিয়া হম্ পেখনু তাহারে!
সখা হে চারি আঁখি মিলল অমনি!—
ক্ষণ সৌদামিনী-সম হাসই
ঢাকল বিধুমুখ নীরদ দুকূলে!
আকুল ভেয়নু মদন-বিকারে!—

(দীর্ঘনিঃশ্বাস)

শ্রীদাম—(অন্যমনস্ক করিবার বাসনায়)

সখে!—নিরখও গিরি গোবর্দ্ধনে!
কিবা সুশোভিত কিসলয়ে মধু-সমাগমে!
দোলত তরু লতা মৃদু মধুরিমে!
ফুল-দল অধর লুটই ধীরে ধীরে

চলল, তুলল, শোভল ইত্যাদি—চলিল, তুলিল, শোভিল ইত্যাদি।

চলত রিমি ঝিমি মলয় অনিল!

কুহরত কোকিল নব অনুরাগে!—

গোবৰ্দ্ধন গিরি কিবা অপরূপ সাজে!

শ্রীকৃষ্ণ।—সখাহে!—

গোবৰ্দ্ধন নাহি মোর নয়নমে লাগে!

রাই-রূপ সদা হৃদয়মে জাগে!

—তেয়াজই যমুনা উঠল রাই

রুণ রুণ নূপুর বাজল সোপানে!—

গায়লপিককুল নাচল পাপিয়া,

কাঁদল ভানু বালা কল কল নাদে,

রূপ-মাধুরী ভাসল তরল সমীরে!—

নীরদাম্বর ত্যজই রজ-বিন্দু ছটা

গিরই রিমি ঝিমি তিতাল সোপান!

অম্বর ভেদই স্থির সৌদামিনী

খেলল!—মদনানল দহল হমারে!—

(দীর্ঘনিঃশ্বাস)

সুবল। (অন্যমনস্ক করিবার চেষ্টায় মুরলী লইয়া সাধিতে সাধিতে)——

কেশব তোহার মুরলী

পাকর!—ফুকার নিধুবন মোহি!

নয়নমে, হৃদয়মে, ইত্যাদি—নয়নে বা নয়নেতে হৃদয়ে বা হৃদয়েতে।

গিরই—পড়িয়া। তিতাল—ভিজাইল।

পাকর—ধর। ফুকার—বাজাও।

সবই নিরখব কদম্ব-শেখরে
কইসন ঠরবে কোকিল কোকিলা!—
তেয়াজই মঞ্জরী গুঞ্জরে বিরত
শুনবে মধুকর-সঙ্গীত-লহরী!
ব্রজকি গোয়ালিনী গেহ কাজ ত্যজই
উভ কাণে শুনবে দীরঘ নিশ্বাসি!

শ্রীদাম।—(কিঞ্চিৎ কৃত্রিম ক্রোধ ভরে)—

হট্ না ত্যজ বনয়ারী?—
করত কইসন?—ফুকার বাঁশরী!
ধায়ত দোঁহা মেলি ধবলী শামলী
নব দুর্ব্বাদলে ভুলই দূর পাথারে!
বিষাদিতা ক্ষীরদা করুণা-নয়নে
তৃণদল ত্যজই নিরখত মোহে!—
তুহ কি কিয়ত?—বাজাও মুরলী
আবাহি ফিরব ধবলী শামলী!—

শ্রীকৃষ্ণ। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করতঃ বংশীধ্বনি)—

নয়নাসারে ভিজল হমার মুরলী!—

সবই—সকলে।

নিরখব, চলব, করব, ইত্যাদি—নিরখিব, চলিব, করিব ইত্যাদি।

কইসন—কেমন। ঠরবে—থামিবেক।

চলবে, কহবে ইত্যাদি—চলিবেক, কহিবেক ইত্যাদি।

দীরঘ নিশ্বাসি—দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া।

হট্—আবদার। আবাহি—এখনই।

বাসনা ভেয়ল বাজাই তাহারে,
বাজল না সখে!—রাই রুণ চরণে
ঝঙ্কার শুনই গিরল ভূতলে!
দশ দিশ উজলি গজেন্দ্র-গমনে
কমল পরিমলে পূরই সমীরে—
সলাজ নয়নে ক্ষণে ক্ষণে তাকই
বিধঁল জ্বর জ্বর!—অরুণ কপোলে
তরুণ দিবাকরে ললিত নলিনে
সরস-কর-সম শোভল সুরাগ!—
নবীনানুরাগে নব নব ভাবে
মিলল প্রাণ-সখা!—দুরাশা-কাননে
ফুটল কলিকুল, যুটল ভ্রমরা,
গায়ল পিককুল, খেলল সমীর!—

সুবল।—সখা হেঁ!—

প্রণমই হামই রমণী-চরণে,—
পীরিতি-চরণে সহস্র বার!
ধন মান আহুতি পরাণ প্রদানে
মন নাহি কহি চরণ না পায়ও!
গরবমে অধীরা ধরায় না ধরে
সমুদ্র গোষ্পদ, গিরি তৃণ জ্ঞান।

পূরই—পূর্ণ করিয়া। প্রণমই—প্রণাম করি।
তাকই—দর্শন করিয়া। হামই—আমি।

সাম্রাজ্য যৌবন ইন্দ্রত্ব ছার—
লাবণ্য সম্পদ—কটক মাধুরী!
—অটল-দুর্গ অচল সদৃশ
পশুপতি-ত্রাস কটাক্ষ-বাণ
মদন-সেনাপতি বধয়ে পুরুখে
প্রণমই শতকোটী রমণী-চরণে!—

শ্রীকৃষ্ণ।—হামত চাহত বিসরিতে রাই
মন নাহি মানত ধেয়ায়ত তাই!
—অধর সুমধুর প্রবাল-রঞ্জিত
মনমথ-বাঞ্ছিত অমৃতাগার!—
নিতম্ব-বিম্বে বাসনা-তরঙ্গ
ইন্দু-বিনিন্দিত বদন-মাধুরী!
মদন-নিকেতন যুগল মলয়ে
সুললিত আবলি জলদ ধনুক!—
কবরী-কুণ্ডলিত ফণিনী আকারে
ফুলদল শোভত মণি হেন তায়!—
সখাহে! রাই মোর চন্দন-কলিকা
কোমল বায়ুভরে গিরত ধরায়!
সুধাংশুবদনী কোমল নবনী
কোমল প্রভাকর কিরণে গলত!
সখাহে!—রাই মোর শারদ চন্দ্রমা

বধয়ে, চলয়ে ইত্যাদি—বধকরে, চলে ইত্যাদি।
চাহত—চাই। বিসরিতে—ভুলিতে।

হৃদয়-সরোবরে মরীচি বিতরে !
রাই ভুবনময় আরাধনা, রাই
কষিত হেম-রেখা হৃদয় পাখাণে !

শ্রীদাম। অব আয়ত বলাই !
কদম্ব কলি ভরে বঙ্কিম ভই
রতন কিসলয়ে শোভিত সুন্দর
রজত গিরি যেন ভূতলে বিরাজে !
অস্তাচল-চূড়ে পুন পুন চাহই
আয়ত দ্রুত পদে !—বাজাও মুরলী !
নিরখও ধেনুদলে বিলোল নয়নে
আহার পরিহরি নেহালত তোয় !—
যামিনী আগত, যশোমতী রোয়ত,
ব্রজ রাজ ভাবত তোহার বিরহে;
চল সব মিলই ধেনু লই যাই
পায়ব রুরে চাঁদ যশোমতী মাই।—

(কদম্বফুল সহ বলরামের প্রবেশ।)

বলরাম। আওরে কানাই
কদম্ব দলে আজি তোঁহারে সাজাই !

(শ্রীকৃষ্ণের কর্ণমূলে কদম্ব পরাইয়া।)

দেখরে গোপাল, গোপাল রাজে
নীপ কলি কইসন অপরূপ সাজে !—

ভই—হইয়া। নেহালত—দেখিতেছে।
রোয়ত—কান্দিতেছে। নীপ—কদম্ব।

সুবল। (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপনে কটাক্ষপাত করতঃ)

অপরূপ যৈসন যমুনা কিনারে
নীল চল সলিলে কনক নলিনী !

শ্রীকৃষ্ণ। (লজ্জিত হইয়া)

অই হের নলিনী-মোহনে—
অস্তাচল-চূড়ে মধুরিমে হাসই
মোহই ত্রিভুবন মাঙত বিদায় !—
কন্দর ত্যজই ভীতান্ধকার
নিরখত ভাস্কর গমন প্রয়াসী !—
চল সব মিলই ধেনু লই যাই,
অব বংশী ফুকারব রোয়ত মাই।

(বংশী ধ্বনি ও ধেনু একত্র করণ।)

যবনিকা পতন।

যৈসন বা যইসন—যে প্রকার। মাঙত—চাহিতেছে।
অব্—এখন।

প্রথম স্তবক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাধিকা কুঞ্জ।

সময় প্রথম রাত্রি।

রাধিকা ও ললিতা, বিশাখা ইত্যাদি সখীগণ আসীনা;
কুসুম সজ্জিতা শিলায় রাধিকা অর্দ্ধশায়িতা
ও গাঢ় চিন্তায় নিমগ্না।

ললিতা—(ব্যজন করিতে করিতে)

সখিলো! আজ কাঁহে মলিন চন্দ্রমা?
আলু থালু ঘাঘরি খেলত মাধুরী
কাঁচলি কি ডোর কাঁহে খুলল স্বজনি!
নাহি প্রভাকর নাহিত নিদাঘ
শশিকরে সুশীতল বহত সমীর!
তবে কোন তাপ ভেল তোহার?
কোন পাপ রোগ আজি গরাসল তোয়?
হের হের বিশাখে! হের কিবা রঙমে
নাচি নাচি গুঞ্জরি আয়ত ভ্রমর!

কাঁহে—কেন, কি নিমিত্ত। তোয়—তোমাকে।
গরাসল—গ্রাসকরিল। রঙমে—রঙ্গে।

ফিরত ঘোমত বৈঠনে চাহত
মধুলোভে পাগল মধুময় অধরে!

বিশাখা।—কইসন কহব? মালুম না মোয়!
আজ নহে সই নিত নিত সবই
বিপিনমে আয়ি সমীর সেবনে!
চাঁদমুখে হাসি সতত নিরখই
শ্রবণমে শুনই সুস্বর লহরী!
আজ কোন ভাবে কিবা অনুরাগে
রাই কমল সই মলিন ভেয়ল!
হের সখি পয়োধর কাঁপত থরথর
নাসা মূলে বহত প্রবল সমীর!
কাঁহে গিরি অধীর? কইসন কহব
কোন ভূকম্পনে এই সন ভেয়ল?

বাসন্তিকা।—সখিলো! আজি কিবা নব রোগ ভেয়ল!
যমুনামে আজি কিবা হৃদয়মে বিঁধল!
ভীষণ হুতাশন পৈঠল হৃদয়ে
কি ফণী দংশল কহন না যায়!—
মরি মরি সখিলো সহন না যায়;
চরণমে গিরত কহলো উপায়!—

ঘোমত—ভ্রমিতেছে। আয়ি—আসি।
বৈঠনে—বসিতে। এই সন—এই প্রকার।
মালুম না মোয়—আমি বুঝিতে পারিতেছিনা।
বিঁধল—বিঁধিল। পৈঠল—প্রবেশ করিল।

ললিতা।—যমুনামে যাওয়া অব ভেয়ল বালাই!

কদম্ব তরুতটে রহত কানাই;

নিঠুর নটবর কঠিন কপঠ

কুটিল বিলোকনে বিঁধত দারুণ।

মদন শরাসন বঙ্কিম লোচন

খর তর সন্ধানে হৃদয় বিদরে!—

হৃদি-রোধ টুটই বাসনা তরগ

চলত অবিরত প্রবোধ না মানে!

বিসরি গুরুজন হেন মনে হোয়

চরণ কোকনদে যদি পাই ঠাই!

সখিলো!—

যমুনামে যাওয়া অব ভেয়ল বালাই!

রাধিকা।—সখিলো!

পুরুখ রতন শাম অতুল ভুবনে!

শাম মদন তরু হৃদয় কাননে!—

প্রেম-কিসলয়ে সুললিত শোভিত

দোলত অবিরত বাসনা হিলোলে!—

শাম-অমল-শশি প্রতি মধু মূরতি

হৃদিসরে নিতই নাচত হমারি!

সখিলো! শামরূপ ভেয়ল কাল হমারি!—

(দীর্ঘনিঃশ্বাস)

টুটই—ভাঙ্গিয়া। নিতই—নিত্য নিত্য।

কিবা সুঠাম সুন্দর রতি মন রঞ্জন
ত্রিভঙ্গে বঙ্কিম মোহন মূরতি !
কিবা শিখি-পুছে খচিত চিকুররঞ্জিত
অনিলে প্রতাড়িত দোলত মধুরে !—
নবীন গোপাবলি কোমল সুন্দর
সুরাগে রঞ্জিত ঘেরই অধরে !—
সখিলো ! রাই হৃদে হেন কয়,
শাম সুন্দর চারুমদন তরু বরে
প্রেম লতা ভেয়ই জড়াই তাহারে !
সুরনর দুর্লভ অধরে অধর
দাগই অমরতা লভই ভূতলে !—
উরস বিশাল ভৃগু-পদ-চিহ্নিত
চরচিত চন্দনে নয়ন নন্দন !—
সার্থক রে কদম্ব তরু বর
জীবন তোহার !—
তোম শিখাও হমারে,
গুরু পদে আজ হম বরনু তোহারে !—
কোন পুণ্য ফলে কিবা যাদু-বলে
লভলি দুর্লভ শাম-আলিঙ্গন ?
রাধা আরাধনা যোগ-তপ-ধন !—

(দীর্ঘনিঃশ্বাস)

লভলি, গিয়লি, করলি ইত্যাদি—লাভ করিলা, যাইলা, কবিলা ইত্যাদি।

বঙশী বঙশে রচিত
বঙশ তব বঙশ পবিত !
রাধা লভল না যায় পরাণ প্রদানে
তু' লভলি তাহারে বিনা আরাধনে !—
(দীর্ঘনিঃশ্বাস)
পীত বাস ! স্মরইলে তোয়
অযুত কাল ফণী দংশয়ে মোয় !
চিতে মোর হোয়ত, অনল মে ডারি
পীত বাস—ভসম ফেকই সাগরে !
বৃন্দাবন মাঝে নারাখ তাহারে !—
হম্ রতনাবতী রতন অম্বর
আবরব ভেয়ই শ্রীঅঙ্গ মোহনে !—
লাজ সতিনী এক সাপিনী ফণা হেন,
বৃন্দাবন মাঝে ডরাই তাহারে !
লোকালয় ত্যজই হিমাদ্রি শেখরে
পসব তম ময় কন্দর মাঝারে !
আঁধার না রহব, ভেয়ব দূর
শাম সূরয চারু মোহন কিরণে !
সখিলো !—মনে মোর হেন আশ হোয়,
সে নীল রতন ধনে দৃঢ় তর বাঁধই
নীল আচল মূলে রাখই যতনে !—

বঙশী—বংশী। বঙশ—বংশ, বাঁশ। ডারি—ফেলিয়া।
স্মরইলে—স্মরণ করিলে। ফেকই—ফেলিয়া দেই।

(তমাল শেখরে কোকিলধ্বনি)

অই হানত কুহু বাণ !—
পিকবর তমালে নিঠুর নিদারুণ,
রাধা হৃদয় ভেদি বরিখত বাণ !—
ললিতে, হাকাও তাহারে
যেন রাধা নিকুঞ্জে পুন পসইতে নারে !
বা কহ'ও তাহারে—
হম গজ মতি হার দিয়ব তাহারে,
পাকড়ি নটবরে, কুহু বাণে বিঁধই
নীল রতন ধনে আনি দেয় মোয় !—

বিশাখা !—পিকবর ! হম তোরে কহব বাট,
তু' গিয়বি নহে দূর যমুনা-কিনারে—
পেখবি নীপ বর কিসলয়ে শোভিত
প্রতি বিম্বে সুবিম্বিত যমুনা তরগ !
উঠই শেখরে বহবি গুমারে,
পেখবি এক
নীল রতন ময় ত্রিভঙ্গ নাগর !
তার শ্রীঅঙ্গ শোভিত সুভাগ চন্দনে
বন মালা লম্বিত উরস বিশালে !
শ্রবণ যুগলে যুগল কুণ্ডল,
যুগল কাম-কেতু খেলত তায়।

বরিখত—বরিষণ করিতেছে। বহবি—উপবেশন করিবা।
বাট—পথ।

যুগ করে পাকড়ি মোহন মুরলী
মদন দুন্দুভি অধর কিনারে !
তু' পেখবি নয়নে কালিন্দী জীবনে—
কালিন্দী জীবন বহবে উজান
বৃন্দাবন ভরবে মধুর আরবে !

পিকবর !

কুহু শরে বিঁধহ তাহারে !
ক্ষম ব্রজ-গোপিনী, গিরত চরণে !—

রাধিকা।—সখিলো।—(দীর্ঘনিঃশ্বাস)

সখিলো !—শামরূপ ভেয়ল কাল হমারি !
হম্ যায়ত যমুনা কিনারে ;
পেখই নীল নীর অন্তর জ্বর জ্বর
শাম সুন্দর রূপ হৃদয়মে জাগে !

যমুনা প্রতি তরগ

কাল ফণী ভই দংশয়ে হমারে !—
সখিলো !—শামরূপ ভেয়ল কাল হমারি।
হম্ গিয়ল যমুনা কিনারে,
কদম্ব তরুতটে পেখনু তাহারে !
লাজ সতিনী আয়ি সাধল বাদ,
পূরণ না ভেয়ল মোর মনঃসাধ !
কদম্ব তরু মূলে পলকে পলকে
নিরখই নটবরে নয়ন ফিরাই,

ডারনু যৌবন যমুনা সলিলে
রাখই মন প্রাণ নীপবর মূলে!—
যমুনা তেয়াজই উঠনু আবার;
বাসনা, পেখব মদন মোহনে!
চারি আঁখি মিলল!—ভেয়ল কাল
লাজ সতিনী পুনঃ—পূরল না আশ।
কুণ্ডল তেয়াজই চলনু আবার,
ছলে ফিরি পেখব বাসনা হৃদয়ে!
কুণ্ডল ছলে সই ফিরনু আবার
মৃদু-পদে তাকই মদন মোহনে!
সখিলো!—
পলক পেখনু, পলকে অমনি,
মিলল চারি আঁখি;---পলকে খেলল
অযুত তরগ হৃদয় সাগরে!
কুণ্ডল তেয়াজই ফিরণু আবার
শরমে থর থর মৃদু দর চরণে;
হের সখি (বাম কর্ণ দেখাইয়া)
কুণ্ডল হীন মোর বাম শ্রবণে!
(দীর্ঘনিঃশ্বাস)
কেশবে পেখব কেশব না মোয়
আশই পসনু গহন বিপিনে!—
রসাল তরু-রাজ আড়ে তনু ঢাকই

আশই—আশাকরিয়া

কামিনী সমীপে মানত দুরূহ!
যদি কহব 'না' মরব তখনি!
তার সমতুল নহে সহস্র অশনি!—

বৃন্দা।—

রে নবীন প্রেমিক! শুন মোর বাত
আঁখে আঁখে রহবি ডরবি মৎ!
যদি আরক্ত লোচনে বঙ্কিম বদনে
দোষব, হাসই উড়ায়বি তায়!
কামিনী অন্তরে যাহা বদনে না কয়!—
ছলে কলে চলবি সাথ নাহি ছোড়বি,
নিষেধ করব নিষেধ না মানবি!
পুরুখ চুম্বক সংসর্গে করষে
কামিনী কোমল আয়সী কি তার!
পুরুখ পরশ পরশে হেম
ভেয়ত কামিনী অন্তর পাখাণ!
ভানুর কিরণে মোমের কমল
তরল যইসন—হোয়ও!
চাঁদের কিরণে আঁধার কি রয়ও?

শ্রীকৃষ্ণ।—গুরু উপদেশ মানলু হম্,
সাধব বংশী—অব বংশী বাজত তোম্।

বৃন্দা।—(বনমালা উন্মোচন করিয়া)
ধর বনমালা, যতনে পরবি ইহারে;

করষে—আকর্ষণ করে। পরশ—স্পর্শমণি।

রতি-পতি-রতি বিরাজে এ হারে !
এর প্রতি এক কুসুম প্রতি এক বিন্দু
অমৃত নিহারে তিতই রচল !
এর প্রতি এক কুসুম নন্দন-সৌরভ
প্রতি এক হিলোলে শুখাই গাঁথল !
মদন-মন্ত্রময় ইহ হার,
যাদুকরী কই রচল ইহারে !
এর যতেক গুণ কহন না যায়ও,
পেখলে যোগিনী চঞ্চলা হোয়ও !
যতনমে রাখবি কণ্ঠমে ধারবি
গঙ্গা-নীরে ধুই পিয়বি নীর !

(শ্রীকৃষ্ণের গলায় পরাইয়া)

অব চলব হম তু' বংশী ফুকার।—

(প্রস্থান)

শ্রীকৃষ্ণ। (দাঁড়াইয়া)

বৃন্দে—বৃন্দে :—
ক্ষণঠরি শুন এঁহি বাত !—
বৃন্দে—বৃন্দে !—

নেপথ্যে।—বৃন্দা গয়িল বোলায়বি মৎ।

"এর প্রতি এক কুসুম অমৃত নিহারে তিতই রচল।"—গাথিবার সময় অশ্রুজলে ভিজিয়াছিল।

"এর প্রতি এক কুসুম…শুখাই গাঁথল।"—পরে দীর্ঘ নিশ্বাসে শুখাইয়া ছিল।

বোলায়বি মৎ—ডাকিবানা।

শ্রীকৃষ্ণ।—(অধীর হইয়া উপবেশন;—ক্ষণকাল পরে বনমালার প্রতি দৃষ্টি করিয়া)—

এর প্রতি এক কুসুম প্রতি একবিন্দু
অমৃত নিহারে তিতই রচল ?
এর প্রতি এক কুসুম নন্দন-সৌরভ
প্রতি এক হিলোলে শুখাই গাঁথল ?
মদন-মন্ত্রময় ইহ হার ?
যাদুকরী রচল ইহারে ?
এর যতেক গুণ কহন না যায়ও,
পেখলে যোগিনী চঞ্চলা হোয়ও ?
যতনমে রাখব, কণ্ঠমে ধারব,
গঙ্গা-নীরে ধুই পিয়ব নীর ?
রাধালাভ ইথে হব কি হমার ?

(ক্ষণকাল চিন্তা)

আও বংশী অব সাধব তোহারে।
বাজ দেখি আজি 'রাধা রাধা' স্বরে !—

(ক্ষণকাল চেষ্টার পর ক্ষণকাল 'রাধা রাধা' স্বরে বংশী ধ্বনি—পরে বিরক্ত হইয়া)

কই বংশী ?—তব সাধন বিফল !
কই তব সাধনে রাধিকা আয়ল ?

(বংশী ফেলিয়া প্রস্থান)

হিলোলে—হিল্লোলে। ইথে—ইহাতে।

নেপথ্যে।— গীত।

বেহাগ। একতালা।

বাঁশরী বাজতরে!
গভীর রজনী চাঁদের কিরণ
হুতাশন সম লাগত রে!

নীরব কোকিল তমাল শেখরে
সে রবে মোহিত বিরত কুহরে,
মলয় অনিল চলত মন্থরে,
মদন হানত রে।

স্খলিত ঘাঘরি গিরত ভূতলে,
উড়ু উড়ু প্রাণ চরণ না চলে,
হেলিয়ে পড়ত মেচুল অনিলে,
অনল নিশাসে বহত রে।

কাঁচলি কষণ এইত খুলল
কইসনে তায় কষব বল;
অন্তর মাঝারে কি যেন বিঁধল
ভূতলে গিরত রে।

হম্ আছলু শয়নে মুদিত নয়নে,
সেরূপ কাঁহেবা পেখলু স্বপনে
মদন-মোহনে মুরলী বদনে
'রাধা রাধা' স্বরে হাঁকত রে॥

(রাধিকার প্রবেশ)

রাধা।—কই যমুনা তীরে কই বনোয়ারি?
শ্মশান যমুনা—স্বপন ছললি হমারি!

নিশাসে—নিশ্বাসে। কষণ—বন্ধন।

হম আছলু শয়নে, বঙ্শী বদনে
মদনমোহনে পেখলুরে!
ইহ যমুনা-তটে নীপতরু নিকটে
ত্রিভঙ্গ ঠাটে হেলিয়েরে!
বংশী ফুকারে 'রাধা রাধা' স্বরে
নয়ন কি ঠারে বোলায়লরে!
উড়ু উড়ু অন্তর শরমে থরথর
জ্বর জ্বর জ্বর ভেয়লরে!
অন্তর টলল, পদ নাহি চলল,
পাপ শরম বাদ সাধলরে!
কাঁচলি কষণ পুনপুন বাঁধলু,
পুন পুন যেন খুললরে!
নয়ন-যুগল পুনপুন তুললু,
পুন পুন পুন মুদলুরে!
দুকূল অঞ্চল পুন পুন গিরল
পুন পুন ঝাড়ি তুললুরে!
ধীরে ধীরে ধীরে মধুর অধরে
হাসি হাসি শাম আয়লরে!
আজানুলম্বিত ভুজ প্রসারিয়া
হৃদয়মে মোয় বাঁধলরে!
সলাজে অন্তর করলু বদন,
ফিরায়ে অধরে দাগলরে!
সঞ্জীবনী সুধা রুধিরে মিশল

ধমনী ভিতরে খেললরে!
টলল চরণ, কাঁপল জঘন,
আমোদে নয়ন চাহলরে!
ভাঙ্গল স্বপন, আঁধার নয়ন
বাঁশরী শ্রবণে পসল্লরে!
আকুল অন্তরে বিপিন মাঝারে
একাকিনী হম পসলুরে!
শিশির সলিলে দুকূল তিতল,
কুশাঙ্কুরে পদ বিঁধলরে!
গভীর নিশীথে বেতসে বাধই
ভূতলে কতই গিরইরে!
আয়লু—এখন যমুনা শ্মশান
পেখতরে!
কুসুম-চাপ অব্ বিষম দাপে
হৃদয়মে মোর হানতরে!

(উপবেশন)

(ক্ষণকাল পরে বংশী দেখিয়া)

আঃ—বাঁশরী এহি মদন-দুন্দুভি—
অমূল্য নিধি লভলুরে!

(আগ্রহের সহিত বংশী গ্রহণ)

তোয় যতনে রাখব অধরে দাগব

(বংশী চুম্বন)

কুসুমচাপ—কামদেব। দাপে—দর্পে।

হৃদয় মাঝারে রাখবরে!

(বংশী হৃদয়ে স্থাপন)

নিত নিত তোয় পূজব রে!

শিরোমণি করি রাখবরে!

(বংশী মস্তকে স্থাপন)

(ললাট হইতে সিন্দূর ও চন্দন গ্রহণান্তর বংশীতে অভিষেক এবং বংশী সম্মুখে স্থাপন পূর্ব্বক)

বংশীবর হম নমত তোহারে

কবরী-কুসুমে পূজব তোহারে।

(কবরী হইতে কুসুম উন্মোচন পূর্ব্বক বংশীতে প্রদান এবং করপুটে জানু পাতিয়া ও নয়ন মুদিয়া)

নমতি বংশী ত্রিভুবন-মোহন

ব্রজাঙ্গনা-মন-মোহিত-কারী!

নমতি বংশী তব প্রতি রন্ধ্রে

সপত মোহন স্বর-নিসারী!

নমতি বংশী ত্রিভুবন-দুর্লভ

শ্যাম-সুন্দরাধর সরগ-নিবাসী!

নমতি বংশী মদন-দুন্দুভি

মদন-বিজয়-ঘোষণা-কারী!

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ এবং নিঃশব্দে বংশীর নিকট দণ্ডায়মান।)

নমতি বংশী—দেহ এহি বর

পাই যেন হম্ বংশীধর!—(প্রণিপাত)

সরগ—স্বর্গ।

(বৃন্দার পুনঃ প্রবেশ)

বৃন্দা।—উঠলো রাধে! পেখলো নয়ন মেলি
তু' বংশী পূজই বংশীধরে লভলি!

(রাধিকার বংশী গ্রহণ এবং হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া লজ্জায় সঙ্কোচ এবং মুখ ফিরাইয়া অধোমুখে স্থিতি)

শ্রীকৃষ্ণ।—আজ
সরগকি ছুয়ার খুলল হমারি!
রাধে!
বিনা পরশনে কাহে সঙ্কুচিতা
ললিত লাজবতী লতা ভেয়ল?
তব যুগ অধর—সরগ অরগল
পুনরপি খুলই কহত হমারে!—
ভকত তৃষিত দাঁড়াই ছুয়ারে!

(রাধিকার অধোবদনে গমন—শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাৎ পশ্চাৎগমন)

বৃন্দা।—(রাধিকার প্রতি)
ফাটবে বুক কহবে না মুখ,
ভীখণ হুতাশন জ্বলবে অন্তরে
মুখ ফুটি নাহি কহবে নাগরে!—

(শ্রীকৃষ্ণের প্রতি)

ছলে কলে চলবি সাথ নাহি ছোড়বি,
নিষেধ করব নিষেধ না মানবি!—

(অগ্রে রাধিকা পশ্চাৎ শ্রীকৃষ্ণ তৎপশ্চাৎ বৃন্দার প্রস্থান।)

যবনিকা পতন।

অরগল—অর্গল।

প্রথম স্তবক।

চতুর্থ দৃশ্য।

রাধিকার শয়ন-মন্দির।

সময় অপরাহ্ণ।

(রাধিকা একাকিনী,—গবাক্ষের উপর শরীরের ভার বিন্যস্ত করিয়া চিন্তায় নিমগ্না)

রাধিকা। অহ কি সুন্দর!—সুদূর পশ্চিমে
চঞ্চল তরল শত সুষম শেখর
ধবল কাঞ্চনসম রঞ্জিত সহস্র রাগে!—
রাজিত শেখরে মোহন তপন-রাজ!—
কিরীটে যইসন অতুল
অমরনাথ মোহন মস্তকে!—
অথবা চাঁদিমাখণ্ড রাজিত যৈসন
শিখিপুচ্ছে চূড়ায়মে তার!—
—রাধানাথ চূড়ায়মে!—এ মোহন নাম—
(রাধা-মনমোহন)—দিনু হম্ তায়!
এনামে অন্তরে হম্ নিত নিত তায়
(রাধানাথ নামে আহা)—জপব নীরবে!

প্রতিধ্বনি স্থির ভব!—না ধ্বনবি তুই!—
ধ্বনই কি লাভ ধনি লভবি গোকুলে
রাধাকি কলঙ্ক বিনা? সে কলঙ্কে তব
লো মধুর প্রতিধ্বনি কি ফল ফলব?—
সুমধুর কহি তোয় ওলো প্রতিধ্বনি—
সুমধুরই বট তোম্ রাধাকি শ্রবণে!
কাণে কাণে কহ যদি কহ তবে মোয়
নতুবা নীরব ভাল—হব বিপরীত!—
অনর্থ ঘটব হায় জাগব যদ্যপি
এধ্বনি!—সহস্র মুখে গাব গোকুলমে!
নহে দূরে ননদিনী ডাকিনী কি হেন—
তিলে গঠয়ত তাল, তৃণে মহীধর!
কঁদলে আনন্দ তার নারদ ডরায়
নিশ্বাসে লভত জন্ম আকাশ-কুসুম!
গাব এ কলঙ্ক গীতি কত বদনমে
এক বদন মে হম্ নারি কহইতে!—

(ক্ষণকাল চিন্তা)

কিন্তু এ কলঙ্ক কাঁহে?—কলঙ্ক কইসনে
ভেয়ব সাধনে মোর পরমেষ্ট ধনে?
মথই জলধি কিবা ভাগ মে হমার
উঠইবে হলাহল?—হা মোর কপাল!—

রাধাকি শ্রবণে—রাধার শ্রবণে। গঠয়ত—গঠনকরে।

মথই—মন্থন করিয়া।

কাঁহে কলঙ্কিনী রাধা ?—গোমুখী-নিঃসৃত
পবিত জাহ্নবী বারি সদৃশ হমার
অনুরাগ কৃষ্ণপদে !—বদ্ধা যদি-অপি
পরিণয়-পাশে পাপ পর পুরুখমে—
(পরই বটে নহে মোর)--নহে নিজ দোষে !
বাঁধয়ল পিতা মোর—নহি বাঁধা হম্ !—
সে বাঁধ রহব কাঁহে—সাগর গামিনী
রহব কি প্রবাহিনী বদ্ধা গহ্বরে ?
কৃষ্ণগত প্রাণ মোর—কৃষ্ণপদে মন,
কৃষ্ণধ্যানে রতা হম্ জনম অবধি !
কৃষ্ণ-প্রতিমূর্ত্তি মোর প্রতিলোমকূপে,
অসার সংসার হেরি কৃষ্ণপদ বিনা !—
তবে কলঙ্কিনী কাঁহে ?—নহি কলঙ্কিনী !
কলঙ্কিত হোয় সেই দুর্ব্বার নিয়ম
যার অনুরোধে পাপ—রাধা কলঙ্কিনী !
পার্থিব না হোয় প্রেম—স্বর্গীয় বিমল !
সে প্রেম সাধনে কাঁহে কলঙ্ক ভেয়ব ?
সুর-পুরী-প্রবাহিনী মন্দাকিনী-সম
চির-পূত প্রেম—তার নীর পরশিয়া
ভেয়ব কি কলঙ্কিনী ?—হা মোর কপাল !—

(ক্ষণকাল নিস্তব্ধ ও ক্ষণে ক্ষণে দীর্ঘ নিশ্বাস।)

যদি-অপি—যদ্যপি। কাঁহে—কেন।

(সম্মুখস্থ বকুলকুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।)

শ্রীকৃষ্ণ। (স্বগত)—

হিয়া মোর তিরপত ভেয়ও
নয়ন উনমলি স্বরগ নিরখও !
কিবা শ্যামল অলকা যুগলমঞ্জরী
দোলত মধুরিমে অনিল-হিলোলে !
আঃ !—ভেয়তু যদি হম মলয় অনিল
(তার জনম সফল !)—
চিরবাস মলয় যুগল মন্দর
নিচোল মাঝারে খেলতু রে !
ঋতুরাজ আগমে আগমনী তার
গায়তু সুধু হম্ দুকূল মাঝারে !—
বসন্ত-রূপিনী রাই—
নন্দন কানন মন্দার মই !

ঋতুরাজে সাধই—(সাধন না লাগে—
সেত নাহি ত্যজত নন্দন বাসরে !)
মলয় নিবাস মোর মলয় তেয়াজি
কদাচ গিয়তু হম্ বিদেশ বিহারে !—

রাধিকা। আও শ্যামা পাখি মোর হৃদয়পিঞ্জরে !
কাঁহে যমুনা মিনারে ?

তিরপত—তৃপ্ত। উনমলি—উন্মীলন করিয়া।

হিয়া-পিন্‌জর মোর মুকত নিয়ত
শ্যামারাজ তুয়া তরে!
চুমকি চুমকি তোয় নিত বোলয়ত
আও অন্তর-পিঞ্জরে!
এ যৌবন-কাননে কত অমৃতের তরু—
তার সুমধুর ফলে
লভে অমরতা মর—ওহে রাধানাথ
রাধা-পিঞ্জরকি পাখী
রাধা তুয়া তরে সুধু রাখা যতনমে!—
পূত প্রবাহিনী প্রেম-গঙ্গা অবিরত
বহতরে মৃদু নাদে এ কানন দিয়া!—
আও রাধানাথ—ইহ মহাতীর্থনীরে
—মহাযোগময়ী—লভ অবগাহি বপু
মহা ফল! মহা সাধে সাধে রাধা তোয়!—

শ্রীকৃষ্ণ। (প্রকাশে)—

তীর্থযাত্রী হম্ রাধে মহাতীর্থময়ি!
দুরাশাকি মহা মরু বহু আয়াসমে
উতরি আয়লু অব সরসীকি কূলে!—
বহুত পিয়াস মোর কৃতার্থ তৃষিতে!
(রাধিকা লজ্জিত হইয়া গবাক্ষ হইতে প্রস্থান)
অতিথি দাঁড়াই দ্বারে!—

তুয়া—তোমার।

কাহে নিরদয়া দয়াবতী ?
মরীচিকা ভই কিলো ছললি হমারে!—

(গবাক্ষে উঠনাভিলাষে বকুল বৃক্ষে আরোহণ ;—
রাধিকার সলজ্জ ভাবে গবাক্ষের নিকট পুনরাগমন)—

রাধিকা। শরমমে মরে মুরলীমোহন
ক্ষম তায়!—শরমমে সরত না তার
সে পোড়া রসনা!—পূর্ব্ব সুকৃতিকি ফলে
তব পদার্পণ আজি দাসিকুটীরমে!
আও নাথ!—রাধানাথ—রাধা বোলায়ত!
নয়ন কি নীর পাদ্য অর্ঘ্য এ যৌবন
সাজাই রাখল রাধা বহুদিন হতে
তুয়া হেতু হে অতিথি!
হৃদি-কুশাসন ছুঃখিনীর
প্রস্তুতর রে তুয়া লাগি বিশ্রাম বৈঠই!—

(শ্রীকৃষ্ণের গবাক্ষে আগমন; রাধিকা লজ্জাবনতা ও
বস্ত্রসম্বরণ)—

শ্রীকৃষ্ণ। সম্বর অম্বরে অরবিন্দমুখি—
কাঁহে সম্বর অম্বরে মুখ ?
কাঁচলি কয়ণ কাঁহে কয লো সঘন ?
আঁচলে কি ভেল—কাহে আঁচল
আছাড় রাধে ?

ভই—হইয়া। ভেল—হইল।

এরূপ সাগরে যুগল চটুলা
নয়ন তোর!
এ গভীর নীরে সে কাঁহে শিহরে
পরাণ সহিত মোর?

(লজ্জাবনতা রাধিকার চিবুক ধরিয়া)

এমুখকমল আঁচলে আবরি
ভানুক কাঁদালি কাঁহে?
নিরখ নয়নে অস্তাচল পানে
তার নয়নমে নীর বহে!
নিচোল মে ঠাঁই অনিল না পাই
দুলায় আঁচল ধীরে!
আঁচলে কি ভেল?—বুঝল বুঝল
আঁচলে লুকাই রহে!
শরম-কুম্ভীর এ রূপ-সাগরে
আলোড়ি তরগ খেলে!
নয়ন চটুলা সভয়ে চঞ্চলা
সাগর আলোড়ি ফিরে!
কাঁহা অরে স্মর হান ফুলশর
কুম্ভীর পলাব ডরে!
নয়ন চটুলা নারব উতলা
আবার খেলব ধীরে!—

ভানুক—ভানুকে।

রাধিকা। শরমমে মরি ক্ষম অবলায়—

(লজ্জায় নিস্তব্ধা)

শ্রীকৃষ্ণ। অতিথি ভিকারী তোহার দুয়ারে

কলপ অটবী রাই!

দুরাশা-মরুভূ, আয়লু উতরি

পিয়াসে পরাণ যায়!

বহুদিন হতে হিয়া-কাননমে

এ আশা যতনে পুষলু হম্!

রাধে কর দয়া ক্ষুধিত অতিথে

নতুবা বিদরে প্রাণ!—

ইহ বৃন্দাবনে অন্নদা তু'বিনে

কে তোষব মোরে রাই?

তুই লো অন্নদা প্রেমান্নে পূরিতা

প্রেমের পাগল মই!

কাঁহে কৃপণতা কর মৌনবতি

ক্ষুধার্ত্ত অতিথি দ্বারে?

কাঁহে মৌনবতী কহ রসবতি

বিষাদ গণত কাঁহে?

তব এ যৌবন নশ্বর নবীন

যক্ষক দ্রবিণ প্রায়!

অক্ষয় কি রব কাল নাহি ছোব?

তোহারে সুধাই তাই!

কলপ—কল্প। মই—আমি। যক্ষক—যক্ষের।

গরিমায় যদি রাধে মৌনবতী
গরিমাত রাধে উচিত নয়!
গরিমায় গিরি না রব উন্নত
হব ধরাগত জেন লো নিচয়!—

(রাধিকার অঞ্চলের কোণ ধারণ পূর্ব্বক নাসিকা পর্য্যন্ত উত্তোলন করতঃ ছাড়িয়া দেওন ও তৎপ্রতি দৃষ্টি)

শ্রীকৃষ্ণ। (রাধিকার বাম হস্ত বদন হইতে অপসৃত করিয়া)

মুখের কথাটী রাধে!
শুধু মুখের কথাটী রাধে!—
যদি কথাটী কহিলে এদাস সন্তোষ
সে কথা কহ না কাঁহে?
শ্রীমুখ-কমল আঁচলে ঝাঁপাই
রাহু কি গ্রাসল চাঁদে?
মুখের কথাটী রাধে!
শুধু মুখের কথাটী রাধে!
কথাত কহিলে আকাশ ধরব
অনিল নাচাব তায়!
কোকিল শুনব ভ্রমর মাতব
ঝঙ্কারি বৈঠব ফুলে!
শুধু মুখের কথাটী রাধে!—
ভুবন মোহিত সে রবে ভেয়ব

নীরব কাঁহে লো তবে!
শুধু মুখের কথাটী রাধে!—
পাপী বলি যদি নিরদয়া অতি
অধমক প্রতি রাধে!
পাপী নহি আর, এ দেহ পবিত
তব দরশনে ভেল।
মুক্তি দরশনে—পরশনু যদি
জীবন মুকতি মোর!
মাথা খাও রাধে মাথা খাও মোর মোর
কিরা লাগে তোয় ও!
কিছু নাহি চাই এক ভিক শুধু
মুখের কথাটী কও!

রাধিকা।—শরমমে মরি ক্ষম অবলায়
কি কব তুহায় ঠাকুরবর!
হিয়া মে না রহে, উছলনে চাহে
বাক্যক তরগ মোর!—
আমোদ-সমীরে নাচত তরগ
অধীর হিলোলে তার!
ভারত অম্বুধি হিয়ার ভিতরে
আলোড়ে পালড়ে মোর!
শরম-জাঙাল স্থমেরু বিশাল

তুহায়—তোমাকে।

রোধত তরগ তার!
বাহরিতে নারে আলড়ই ফিরে
বিদরে পরাণ মোর!
কিন্তু আমোদে ভুলিয়া যতন করিতে
রতনে ভুললু হায়!
ক্ষম রাধিকায় রাধিকা-জীবন
রাধিকা গিরত পায়!—

(শ্রীকৃষ্ণের রাধিকাকে গবাক্ষ হইতে লইয়া পালঙ্কে
উপবেশন ও তৎপার্শ্বে স্বয়ং উপবেশন)

ছিছি লাজে মরি ছোড় অবলায়,
কর দয়া ক্ষম কুল-বিহঙ্গিনী!
জীবন যাপন কুল-পিঁজরামে
কিয়নু কৈসন সংসার না জানি!
বৃন্দাবন মাঁঝে হমু উন্মাদিনী
কাঁহে উন্মাদিনী কহব কেমনে?
নাচি গাই হাসি যব দিল চায়?
প্রাণ ভরে রোই যব আসে মনে!—
যব আয়ে হাসি একলাই হাসি
কত হাসি হাসি কেহ নাহি জানে!
যমুনামে যাই একলাই রোই
জীবন মিলাই যমুনা-জীবনে!
একলাই নাচি একলাই গাই—

একলাই দেখি, একলাই শুনি!
মন-মাতঙ্গিনী যেই দিকে যায়
সেই দিকে যাই হয় পাগলিনী!
সধবা না হই, বিধবাও নই,
কুমারীও নই বিবাহিতা বটি!
সংসার পাথারে চিনিনা কাহারে
সুধু চিনি এই শ্রীচরণ দুটী!

(শ্রীকৃষ্ণের চরণমূলে উপবেশন)

বহুদিন হ'তে রখিলু গোপনে
এ সাধ যতনে হিয়ার মাঝে;
আজ ভাগ-বলে চাঁদ করতলে
নয়ন কি মূলে স্বরগ বিরাজে!
তুলসীর তলে প্রদীপ যৈসন
উজলি বৈঠই চরণক তলে!
নয়ন-আসারে দুকরে পাকরি
ধোয়য়ব সাধে চরণ-যুগলে!

(শ্রীকৃষ্ণের চরণধারণ, শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার হস্তধারণ)

আসেনাত আজি নয়ন মে বারি
এত সাধনেও কাঁহে নাহি জানি!
বিনা সাধনেও বেগে প্রবাহিনী
বহয়ত আগে প্রবোধ না মানি!—

বহয়ত—বহিত।

(নেপথ্যে শব্দ—রাধিকা সশঙ্কিতা ও দণ্ডায়মানা;—
শ্রীকৃষ্ণের গবাক্ষ প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ ; পরক্ষণেই
রাধিকার প্রতি ত্রস্তে দৃষ্টি)

রাধিকা।—(দক্ষিণ হস্তে শ্রীকৃষ্ণের মুখাবরণ ও বাম হস্তে
শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ হস্ত চাপিয়া)

গরজত গভীরে অই বনোয়ারী
সতিনী ননদিনী বাঘিনী সমান ;
দিবা অবসান আগত যামিনী
আয়ব আয়ান অলপমে গেহে—
অব্ যাও বনোয়ারী
রাধা-হৃদয় আঁধারি—
হম্ আছলু পাসরি রাধা-মন-মোহন
নিরখি তব চন্দ্র-মুখ-মাধুরী !
অব্ আয়ল যামিনী ভেয়ল কাল !
অব আয়ব গেহ মে আয়ান কাল !

(শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে হস্ত অপসৃত করণ এবং দ্বারের
প্রতি দৃষ্টি)

শ্রীকৃষ্ণ।—কাঁহে ডর রাধে ?
পবন চতুর দুয়ার পাকড়ি
ডুলাই ঈষদ মাতত তোয় !
আঁচল নিচোল অলকা-যুগল
অঙক দুকূল নাচাব চায় !

অলপমে—অল্পে। মাতত—আহ্বান করিতেছে। অঙক—অঙ্গের।

মাথা খাও রাধে! না যাবি তাতে
কপট চতুর পবন চোর!
কপট অন্তরে বোলায়ত তোরে
দাগব অধরে বাসনা তার!

রাধিকা।—কহ মোয় কইসে আয়লি হরি?
দুয়ারমে মোর বাঘিনী প্রহরী
কাল ননদিনী!—তুঙগ প্রাচীরে
রোধিত এ পাপ কুল অবরোধ!
কইসে উতরিলি তায়?

শ্রীকৃষ্ণ।—ভুজ পাকড়ই আপনি মদন
উতরল মোয় প্রাচীর পারে!
প্রেমিকক পথ সতত প্রসর
আপনি হিমাদ্রি রোধইতে নারে!—

রাধিকা।—পেখব যদি অব কুটিলা ভুজগী?—
আয়ব যদি অব্ আয়ান সেজন?
শিহরি প্রাণ হরি পরিণাম স্মরই
মিনতি করি হম্ অব তু'যাই!—

শ্রীকৃষ্ণ।—রাধে!
ডরত নহি হম্ খর তরবারে
শাল শেল শূল খরতর শরে!
তব যুগ মোহন নয়ন সন্ধানে

তুঙগ—তুঙ্গ।

পেখত বিপদ ভারি।—
কইসে কহ রাধে বিপদ উতরি ?

রাধিকা।—কহ মোয় শ্যাম কইসনে আয়লি ?
হরি আজি মোয় তুই বিসিঁত করলি!
কুল্ অবরোধে বদ্ধা বিহঙ্গিনী
পবন না জানত বাট!
দ্বারে ননদিনী কইসনে আয়লি
কহ মোয় ? মোর কিরা না করবি ঠাট!—

শ্রীকৃষ্ণ।—গুরু মোর পীরিতি তোহার
উপদেশ দিয়ল হমারে!
সাধনা ভেয়ল সদয়া!
গিরি বন সাগর কন্দর প্রান্তর
বুক পাতি সবে দিল বাট মোয়!
তব রূপ জ্যোছনে উজলিত ভেল
বাট হমারি!
জল আশে আয়লু মরুভূ উতরি!
সুর-নর-দুর্লভ যদি এ মাণিক
রহইত দূর সুমেরু-শেখরে!
সপত সাগর সাঁতারি তথাপি
যায়তু নিচয় এ মণি প্রয়াসে!—

বিসিঁত—বিস্মৃত। নিচয়—নিশ্চয়।

রাধিকা।—(শ্রীকৃষ্ণের গলার বনমালা ধরিয়া)

হরি এ বনমালা কে দিল তোহারে ?
কে এ ভাগবতী গোকুল মাঝারে ?
অনন্ত প্রফুল প্রসূনে গাঁথন
রতি-পতি-রতি প্রতি থরে থরে !
অনন্ত নন্দন সৌরভে পূরিত
বৃন্দাবন বুঝি ভেল !—
কহ হরি
কে এ ভাগবতী গোকুল মাঝারে
দাসী ভই রাধা পূজব তাহারে !—

শ্রীকৃষ্ণ।—(বাম হস্তে রাধিকার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া দক্ষিণ হস্তের দ্বারা রাধিকার এক একটী অঙ্গুলি স্পর্শ করিতে করিতে)—

রাধে !

বৃন্দাবনে এক বালা নিরুপম ত্রিভুবন মাঝারে!
যোগীন্দ্র-যোগ-ভঙ্গিনী রূপিনী !
মম হৃদি-আসন-বাসিনী দেবী—
ভকত জানি মোয় দিল উপহার !
অনন্ত প্রফুল কাঁহে নাহি ভেব ?
এক নহে—(ইশারায় রাধিকার মুখচন্দ্রে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া)
এহি দশ সুধাকর মিলই
সঞ্জীবনী সুধা মাখল তায় !

সে কাঁহে মলিন ভেব ?
অনন্ত নন্দন-সৌরভে পূরিত
বৃন্দাবন কাঁহে ত্রিভুবন ভেল !—

(রাধিকার চক্ষু পরিত্যাগকরতঃ বক্ষে কটাক্ষপাত)

যদি অধম আয়সী
মলয় বাসে চন্দন হোয়ও !
সুরনর-দুর্লভ ওযুগ মলয়
মন্দরে বাসি চির চন্দন সৌরভ
কাঁহে নাহি ভেয়ব ?

(নেপথ্যে শব্দ, উভয়েই সশঙ্কিত)

রাধে চরণমে দিও মোরে ঠাঁই—
পাসরবি নাহি অব্ হম্ যাই !
যামিনী আয়ল
চাঁদিমা উদয়ল
শিদাম ধোঁড়ত মোয়।
বলাই বিখাদিত সুবল ঘোমত
রোয়ত ধেনুদল তৃণদল ত্যজই !
চরণ-কোকনদে রেখ মোর ঠাঁই
বিদায় দেহ মোরে অব্ হম্ যাই !—

(দীর্ঘ নিশ্বাস ;—পরে রাধিকার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ)

উঃ—এক বাত ভালা আছলু পাসরি

ধোঁড়ত—অনুসন্ধান করিতেছে। বিখাদিত—বিষাদিত।

মিনতি রাধে দেহি মোর বাঁশরী !

রাধিকা।—(উপাধানের নিম্ন হইতে বাঁশরী গ্রহণ)—

বাঁশরী কাল হমারি
হরি বাঁশরী না দিব তোহারে !
তাল-মান-হীন নিলাজ বাঁশরী
বাজত যব দিল চায় !
কাল অকাল নাহি তার জ্ঞান
দিবা রাতি নাহি ভেদ !
শাশুড়ী ননদিনী মাঝারে রহত
বাঁশরী পসত শ্রবণে !
পরাণ ব্যাকুলিত ভেয়ত অমনি—
কুটিলা চাহত মুখ পানে !
তার কুটিল বিলোকন ফণিনী-দংশন
হৃদে গুরুতর বাজে !
শরমে মরমে বিছার জ্বলন
জ্বলত অন্তর মাঝারে !
কাল বাঁশরী আর না দিব তোহারে !—

(শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে বাঁশরীর প্রতি দৃষ্টি)

কহ শুনি বনোয়ারী
তব বাঁশরী হম্ সমজিতে নারি !
সম্মোহন উন্মাদন শোষণ তাপন
স্তম্ভন ভীষণ বাণ লহরী

দেহি—দেও। দিল—প্রাণ।

কহ কোন বাট দিয়া কেবা বাহিরায় ?
কোন বাট দিয়া নিসরি সমীর
যমুনা উজান বহায়ও ?
কোন বাট দিয়া কেবা কিবা কয়ও ?
সচল চাঁদিমা অমনি অচল ভেয়ও !—

(নেপথ্যে শব্দ রাধিকা চমকিতা সেই অবসরে শ্রীকৃষ্ণ বংশী গ্রহণ)

শ্রীকৃষ্ণ।—শিদাম বোলায়ত মোয়
অব্ যায়ব রাধে অনুমতি দেহ !
মন প্রাণ মোর রাখি তুয়া পাশ
শূন দেহ লই যায়ব গেহে !
মিনতি রাধে কহ মোর প্রাণ
শূন দেহে পুন আয়বে কব ?

(নেপথ্যে শব্দ, উভয়েই বিচলিতচিত্তে গবাক্ষের নিকট পুনরাগমন)

রাধিকা।—পাপ পুরে পুন আয়বি না হরি
বিপদ ভীখণ স্মরইলে শিহরি !
বৃন্দাবন কি দূর বিপিনমে
যুগল তমাল-রাজ বিরাজে !

তথা

বকুল-বেঠিত বিরাজিত মাঝারে

নিসরি—নিঃসৃত হইয়া। ভীখণ—ভীষণ।
শূন—শূন্য। বেঠিত—বেষ্টিত।

কুসুমে রচিত কুঞ্জ হমারি!
দুয়ারে দুয়ারী যুগল তমাল
তার শ্যামল শেখরে বইঠি—
কোকিল-দম্পতী কুহরই মধুরে
বোলায়ত ঋতুনাথে!—
রাধানাথ তুই যায়বি তাতে!
সাধভরি তোয় পূজব রাধে!—

(দীর্ঘ নিশ্বাস)

ধীরে সাবধানে!
অব আনব কি আলা?
আঁধার ভেয়ল ভারি!—
হরি তব বিরহে অব্ মোর
অন্তর যইসন ভেল!—

শ্রীকৃষ্ণ। তু' রহ এই ঠাঁই!
তব রূপ-জোছনে উজলিত মোর
অন্তর বাহির!
অন্ আলা না লাগে হমারে!
তব রূপ-জোছনে বকুল প্রাচীর
উতরিয়া যাই!
কিন্তু এচাঁদ বিরহে
কইসে জীয়ব ভাবই না পাই—

অন্—অন্য। জীয়ব—জীবন ধারণ করিব।

অব্ চলব রাধে—(দীর্ঘনিশ্বাস)—

হম্ দুরভাগ

সুধাকরে লভি সুধা নাহি পিয়লু ?

(রাধিকার মুখচুম্বন)

রাধিকা। ধীরে সাবধানে—তরকিত চরণে—

শ্রীকৃষ্ণ। (বকুল বৃক্ষের তলায় নামিয়া)

হম্ সাবধান—তু' ভেয়বি রাধে !
অই হের ভ্রমর বকুল প্রসূন
তেয়াজই গুঞ্জরি চলয়ত মন্থরে
তব সুধা-আকর অধর-কমলে
মধুর প্রয়াসে ! রোধ দ্বার রাধে
শেল সম মোর নয়নমে বাধে—

(ধীরে ধীরে গমন)

রাধিকা। (দীর্ঘ নিশ্বাস)—

মলয়ানিল ! তোয় প্রণতম রাধা,
রাধা-হৃদি-পঙ্কজ-মোহনা কেশবে
নিরাপদে লহ প্রাচীর পারে।
ধোয়য়ব রাধা তব পদ কমলে
নিরমল সিনগধ নয়নকি জলে !

(শ্রীকৃষ্ণ অদৃশ্য। রাধিকার দীর্ঘ নিশ্বাস—গবাক্ষের উপর বক্ষভার বিন্যস্ত করিয়া চিন্তা)

তরকিত চরণে—সাবধান পূর্ব্বক পাফেলিবে। সিনগধ—স্নিগ্ধ।

নেপথ্যে গীত।

বেহাগ। আড়াঠেকা।

এক কনক ববণী।

নবীন যুবতী এক কনকবরণী!

নিরমল পয়োধরে

রতন আবলি থরে

নিবিড় নিতম্ব ভরে

অধীর মেদিনী।

যৌবন জোয়ার জলে

রূপের তরঙ্গ খেলে

যেন বরিষার কালে

অচল-নন্দিনী।

বঙ্কিম-নয়ন-শরে

বিন্ধিল অন্তরে মোরে

ফুটিল মানস সরে

কনক-নলিনী

প্রেম-কনক-নলিনী

নবীন যুবতী এক—ইত্যাদি।

যবনিকা পতন।

দ্বিতীয় স্তবক।

প্রথম দৃশ্য।

ব্রজবিপিন—যমুনাতীর।

সময় নিশীথ।

(নেপথ্যে বংশীধ্বনি ;—লতা পুষ্পাভরণে বিভূষিতা
বনদেবীর আবির্ভাব ;—স্বর্গীয় সৌরভে
চারি দিক্ পূর্ণ—)

বনদেবী। সখি!—

(মুক্তাভরণে বিভূষিতা নীলাম্বর পরিহিতা যমুনা দেবীর
উত্থান ;—বনদেবী যমুনা দেবীর হস্ত ধারণ করিয়া)

এস সখি! দুজনায় বসি তরুতলে!
ব্রজলীলা নিরখিতে আসি নিত নিত
রতিনাথ সহ রতি বসেন যেখানে ;—
আসিবেন না'ত আজি, এস দুজনায়
মুরলীর ধ্বনি শুনি বসি তরুতলে—

(উভয়ের উপবেশ)

যমুনা দেবী। কেন সখি? নিত নিত আসেন মন্মথ-
বনদেবী।—শুন নাই নাকি কালি
কহিলেন যবে রতি চাহি ঋতুনাথে?

অনুরোধ করিলা তাঁহারে
তেঁই ঋতুনাথও আজি গিয়াছেন সুরপুরে !
যমুনা দেবী।—বটে বটে !—হাসি হাসি হাসি
অনঙ্গ-রঙ্গিনী
কি যেন কহিতেছিলা চাহি ঋতুনাথে !
রতিনাথ পরম আদরে
চ্যুত পারিজাতদলে তুলি সযতনে
সাজাতে আছিলা পুন রতির কবরী ;
সহসা সমীর
ফেলাইলা মম নীরে একটি মন্দার
মন্মথের কর হ'তে উপহাসচ্ছলে—
উতরিলা মৃদু হাসি অমনি মন্মথ
হানি ফুল-শর দৃঢ় চতুর সমীরে !
অধীর হইলা দেব !—কৈলা আলিঙ্গন
কিঙ্করী আমার যত তরঙ্গিনী দলে !—
করতালি দিয়া রতি উঠিলা নাচিয়া !—
রতিনাথ ঋতুনাথ লাগিলা হাসিতে !—
লাজে তরঙ্গিনী যত আবরিলা মুখ
হেরি মোরে !—মৃদু হাসি হইনু অন্তর।
তাই সখি ! কি কহিলা ফুল-কুলেশ্বরী
অন্যমনে ছিনু বলি নারিনু শুনিতে।
বনদেবী। মন্দারের তলে বসি, রম্ভা তিলোত্তমা
সুহাসিনী চন্দ্রচূড়া উর্ব্বশী মেনকা—

চিকনি গাঁথিতেছিলা মোহন আবলি
দেব-দম্পতীর তরে,
হেন কালে মীনধ্বজ উতরিলা তথা।
হাসি রম্ভা আসারিলা ফুল্ল পারিজাতে
রতিনাথে ;—হাসি রতিনাথ, সখি !
বসাইলা ফুল-শর ফুল-শরাসনে!—
(কথায় কথায় তাঁর ফুল-শর চলে !)
—চমকিলা হেরি বালা ফুল-শরাসনে
ফুল-শর !—গুরুতর বাজে হৃদয়েতে
ফণীর দংশন চেয়ে !—
—পড়ি পদে কান্দি বালা কহিলা মন্মথে
" ক্ষম দেব !—পরিহাসে পরাণ বিদরে !
ত্রিপুরান্তক যায় নারেন সহিতে
কেমনে সহিবে দাসী ?—দোহাই রতির !
রতির শপথ দেব ! হান যদি মোরে !—"
হাসিলেন ফুল-সখা,
শরদিন্দু বিমলিন হেরি'
উছলিল দয়াসিন্ধু !—কহিলা মধুরে
" অব্যর্থ সন্ধান মোর
কোথা তেয়াজিব এবে কহ রম্ভা মোরে ?"
হাসি কহিলা উর্ব্বশী ;—
" শ্রীঅঙ্গে হানিয়া দেব বুঝুন আপনি !"
হেন কালে আসি রতি উতরিলা তথা,

পসারি যুগল বাহু আলিঙ্গিলা কামে !
অবশ হইলা দেব !—ছুটিল অমনি
ফুল-শর !—দৃঢ়তর বাজিল মন্দারে !
নীরবে কাঁপিলা তরু !—নীরবে ঝরিলা
অশ্রু-বিন্দু !
প্রভাতিল মুক্তা-বিন্দু নব দুর্ব্বাদলে !
শুভ্র পুষ্প, শ্যাম পর্ণ দেখিতে দেখিতে
রক্ত পুষ্প রক্ত পর্ণে হ'ল পরিণত !—

(রক্তিম বর্ণ পারিজাত দেখাইয়া)

এই দেখ চিহ্ন তার
কামেশ্বরী দিয়াছেন মোরে !

যমুনা দেবী।—তাইত !—
মন্দার কি সেই ভাবে আছে ?

বনদেবী। নহে সখি ! সুরনাথ শুনিলেন যবে
আসিলেন শচীসহ
নিরখিতে তরুবরে !
আইলা কুমার স্কন্দ চিত্ররথরথী
দেব সভাসদ যত !—
রতিনাথ সহ রতি হইলা লজ্জিত !
হাসিয়া সুরেন্দ্র মৃদু করিলা ইঙ্গিত
কুমারে, অমৃত-ধারা বরষিয়া বাণে
বাঁচাইলা তরুবরে সুরসেনাপতি !—

রতি পানে চাহি শচী হাসিলা গোপনে!
হাসিলা বাসব মৃদু চাহি রতিনাথে!—
কহিলা উর্ব্বশী হাসি মনমথে চাহি
"কুল-বালা কুল-বধূ কুল-বিহঙ্গিনী
তরুলতা ফুলদলে বিক্রম তোমার
ফুল-সখা!—দৃঢ় দেহ পরশ না তুমি!—"
কহিতে কহিতে বালা হাসিয়া মুচকি
গোপন বঙ্কিম ঠারে স্কন্দে দেখাইলা!
চাহিলা মদন মৃদু হাসি শচী পানে—
হাসি সুরেন্দ্রাণী সায় দিলেন ইঙ্গিতে!—
বুঝিলেন সুরনাথ
কহিলা প্রকাশে সেনানাথে—
"বিষম কুসুম-শরে সবাই ডরাই
আমরা!—দুরূহ মানি পরিহারি তারে!—
শচীর নিতান্ত ইচ্ছা নিরখিতে তাহে
—পারে কি না পারে শর অধীরিতে তাঁহে
দুরন্ত তারকাসুর নারিল যাঁহারে।—
হাসিলেন কার্ত্তিকেয়—কহিলা গম্ভীরে
"হাসি পায় সুরনাথ শুনিলে এ কথা!
বৃত্রাসুর শরজালে অবহেলে যেই
ডরে নাকি সেই তুচ্ছ
কোমল তরল কাম-ফুলশর-দলে?
ফুলাঘাতে মেরু-শৃঙ্গ বিপতিত হয়

দেখিলেও সুরনাথ করি না প্রত্যয়!!"

যমুনা দেবী। বটে!—(হাস্য)

বনদেবী। তূণ হ'তে সম্মোহন তুলিয়া মদন
কহিলেন মৃদু হাসি—"দেহ অনুমতি
সেনানাথ! ফুল-শর দেখাই তোমারে!"
হরষে উর্ব্বশী রতি রম্ভা সুরেন্দ্রাণী
পরম উৎসাহে সবে করিলা ইঙ্গিত
রতিনাথে!—সুরনাথ নিবারি কহিলা—
"নহে অদ্য।—দিক্‌পাল আদি
কালি আসিবেন সবে দেবালয়ে;
সবার সমুখে
কালি দেখা যাবে কুমার কি কাম হারে!—
কিন্তু এক কথা—সাবধান সবে!
নগেন্দ্র-নন্দিনী যেন না পারে শুনিতে!
শরমের কথা!—সাবধান!—
বালকের খেলা বলি হাসিবেন উমা!—"
তাই সখি! রতিনাথ এবে সুরপুরে
সুর-সেনাপতিসহ বল বিচারিতে;
আসিবেন নাহি আজি—এস দুজনায়
মুরলীর ধ্বনি শুনি বসি তরুমূলে।

(উভয়েই ক্ষণকাল নিস্তব্ধ ও বংশী শ্রবণ—ক্ষণকাল বংশী নিস্তব্ধ—পরে পঞ্চমে বংশীধ্বনি)

যমুনা দেবী। সখি !—

হের মম হৃদে প্রতি তরঙ্গিণী-শেখরে
সুধাংশুর অংশু প্রতিমুক্তাবিম্বে বিহরে !
তরল প্রবাহ ভরে
মধুরিমে থর থরে
সমীরণ আলিঙ্গনে সোহাগেতে শিহরে !
দেখ সখি !—
রজতের হাসি হাসে শশী বসি শেখরে !
তীরে লতা তরুরাজে জড়াইয়া আদরে
প্রেমপাশে,—হেরে মুখ নিরমল মুকুরে !
প্রেমভরে ঢলে পড়ে,
ফুল ছড়া ছড়ি করে !—
ফুলে খাটাইয়া পাল প্রফুলিত অন্তরে
অই সখি !
সুরসিক সমীরণ তরঙ্গেতে বিহারে !
সখিরে !—
নিরমল নীল নভে নিশানাথ হাসিছে !
তুষার-অম্বুধি মাঝে চন্দ্রিকা চকিছে !—
মধুর পঞ্চম তারে
তরঙ্গিণী তান ছাড়ে—
কানন ছাপিয়া তান গগণেতে উঠিছে !
অই সখি ব্রজবেণু দূর বনে বাজিছে !—
সখিরে !—

বিমোহিত বেণুরবে সমীরণ মেতেছে !
তরল তরঙ্গ অঙ্গে-অঙ্গ দিয়া পড়েছে !
তরঙ্গিণী লাজভরে
হেসে হেসে যায় সরে,
ঘেঁসে গিয়া সমীরণ তবু তায় ধরিছে,—
অই দেখ !—
পীরিতির কথা তার কাণে কাণে কহিছে !—
অচল হইয়া চাঁদ বেণুরব শুনিছে !
অচল তারার দল মৃদু মৃদু হাসিছে।
রজত দশন পাতি
বিতরে রজত-দ্যুতি
রজত জোছনা-রাজি ছড়াইয়া পড়েছে !
সখিরে !
অশীষ মুরলী অই মোহনিয়া বাজিছে !

বনদেবী। সখিরে—
বসন্তের প্রিয়পাখী কুহরিছে তমালে;
তান-তরঙ্গিণী তার ভাসিতেছে অনিলে !
সুরভিত বায়ুভরে
তরুলতা থর থরে
ঝঙ্কারিছে অলি নব প্রফুলিত বকুলে !
দেখ দেখ !
ভরিয়াছে ফুল বালা পরিমলে গোকুলে !
হের সখি !

রজত জলদছটা গোবর্দ্ধন-শেখরে!—
বিমল মুকুতাধারা তরুদল আসারে!
স্বরভিত ফুল দলে
মুক্তাবিন্দু ঝলমলে!
নব রসে বিভাষিত বিকসিত অন্তরে—
হের হের!
বসন্তের অনুচর ফুলে ফুলে ঝঙ্কারে!
সখিরে!
হের কিবা নিরুপম বেল যুঁই ফুটেছে—
ফুলে ফুলে মধুকর মধুপানে মেতেছে!
মুখে আরোপিয়া মুখ
উছলে সহস্র সুখ
উচ্ছ্বাসে মলয়ানিল বৃন্দাবন মোহিছে!
দেখ কিবা
তমালের পাতে পাতে খদ্যোতিকা নাচিছে!—
মোহনিয়া ব্রজ-বেণু পঞ্চমেতে বাজিছে
মোহনিয়া পিকবধূ পঞ্চমেতে কূজিছে
মোহন পঞ্চম তারে,
নূপুরের ঝঙ্কারে
কুলত্যজি গোপবধূ ব্রজবনে পসিছে!
অই সখি!
রূপে উজলিয়া বন কেবা যেন আসিছে!—

(উভয়ের অন্তর্দ্ধান)

(ললিতার প্রবেশ)

ললিতা। হম্‌করব কি, সুধাব কাহারে?
সুধাইলে কই না কয় হমারে!—
বিফল সাধন অরণ্যে রোদন
রোই রোই হম্‌ উত্তর না পাই!—
তপন-তনয়া-তটে যাই
তরল তরঙ্গিণীদল কি সুধাই—
খল খল হাসই নিলাজ তরঙ্গিণী
গায়ে গায়ে পড়ি ঢলিয়ে পড়য়!
পরিহাসে সারে উতর না দেয়ও!
গমভীর ভাবই গোবর্দ্ধন রাজে
করপুটে নমই সুধাই তাহারে—
নীরব গিরিবর উতর না দেয়ও
দুরভাগিনী জানি মোয়!—
চাহত শেখরে নব জলধর পানে
সে যদি কহইতে পারে—
যই হম্‌ চাহত, গোবর্দ্ধন ত্যজত,
ছুটি পলায়ত নীল অনম্বরে!
দুরভাগিনী জানি না কয় হমারে!—
করযোড়ে যদি সজল নয়নে
তাকায়তু পুন নভ নীলিমায়!
—হায় রে কপাল!—

কই—কেহ। গমভীর—গম্ভীর। যই—যেমন।

সৌদামিনী ক্ষণে হাসিয়া পলায়!—
উপায় না পাই, বৈঠই ভূতলে
কহত মরমে—"করব কা?"—
সতিনী প্রতিধ্বনি অমনি সুধায়ত
উপহাসি মোয়—"করব কা?"—
করব কা? কই নাহি কি উপায়?—
বৃন্দাবনমাঝে সুধাব বা কায়?

(ক্ষণকাল চিন্তা)

মুখ ফুটি যদি কই
চপলা হাসত, জলদ পলায়ত,
সমীর স্বনত হায়!
পাপ প্রতিধ্বনি উপহাসে মোয়!—
কহব না বাত্, রোধব হৃদয়ে,
জ্বলব ধিকি ধিকি অন্তরমাঝারে,
চিতা বানায়ব আপন অন্তরে!—
অযুত আশালতা নিত জন্মত
নিত শুকায়ত যই—
ইন্ধন ভেয়ব দিন রাতি জ্বলব
রহব না যব যায়ব ফুরাই—
শিরায় শিরায় অনল পাকড়ব
হাড় মাস ভে'ব ছাই!

কহব না তবু—অনন্ত দহনে
দহব—মরব—ফুরাব বালাই !—

(নখ দ্বারা বৃক্ষে লিখন ;—ক্ষণকাল পরে
বিশাখাকে দেখিয়া)

বিশাখা আয়ত—(বৃক্ষান্তরালে অবস্থান)

(বিশাখার প্রবেশ)

বিশাখা। বিশাখা দুঃখ কবে কায় ?
বিশাখাকি দুঃখ কহা নাহি যায় !
আগনেয়-গিরি-গহ্বর-মাঝারে
অনন্ত অনল যইসন জ্বলত,
অনন্ত অনল ধিকি ধিকি ধিকি
জ্বলত অইসন অন্তর মাঝারে !
এ দুঃখ কহব কাহারে ?
যমুনা-সুশীতল-নীলিমা-মাঝারে
যৌবন ডারি—
যদি জ্বালা নিবারণ হোয়ও !
যায়ত না জ্বালা বাড়ত দ্বিগুণ
হায়রে দুরভাগ হমার !—
নীল নীরে হেরি নীল নটবর
স্মৃতি-সমীরণ বহে !—
স্মৃতি-বায়ু-ভরে হৃদয়-গহ্বরে
অনল উছলিত হোয়ও !

আগনেয়—আগ্নেয়।

সে জ্বালা কহয়ব কায়ও ?
নীরে নিবারণ সে জ্বালা না হোয়ও !—

(নখ দ্বারা বৃক্ষে লিখন)

হৃদি টুটি বাত যদি বাহিরায়
বৃন্দাবনমাঝে রহা হব দায় !
ললিতা চন্দ্রাবলী বৃন্দা কালামুখী
উপহাস সবে করবে মোয়ও ;—
রাই যদি শুনে ভেয়বে প্রলয় !

(দীর্ঘ নিঃশ্বাস)

সমদুঃখী যদি পাই,
নিবে যদি জ্বালা—
তার গলা ধরি রোই এ জ্বালা নিবাই !

ললিতা।—(বৃক্ষান্তরাল হইতে অগ্রসর হইয়া)

আয় লো বিশাখে তবে দোহা মেলি রোই
নিবে যদি জ্বালা আয় লো নিবাই !—

বিশাখা। নিবিবে না জ্বালা বাড়বে
দ্বিগুণ, উপহাস যদি সই !—

ললিতা। আন ছুরী তবে, বুক চিরি তোয়
দেখায়ব আজি যো জ্বালা সই !
সমদুঃখী সখি তুই,—
বৃন্দাবনমাঝে কাহারে কহব
এ দুঃখ আর ?

যো—যেই। সই—সহাকরি।

যদি প্রকাশব সব সখী হাসব
বৃন্দা বাজায়ব ঢোল!—

(সম্মুখস্থ লতাকুঞ্জ হইতে বৃন্দার অগ্রসর হওন)

বিশাখে পেখকি?
বৃন্দাবনময় ভেয়ল রোল!—

বৃন্দা। মোয় নাহি ডরবি,
ভিষকক রোগ নাহি ছিপায়বি!
মিছা ছিপায়বি, রোগ বাড়ায়বি,
কুপথ্যে মরবি শেষ!
অনর্থ ঘটব, অসাধ্য ভেয়ব,
হাড়ে হাড়ে রোগ পসব যব!

যদি

ধন্বন্তরি আয়ব, সেহ নাহি শকব,
কঠিন ভেয়ব তব!—

(নাড়ী দর্শন অভিলাষে ললিতার হস্ত ধরিতে হস্তপ্রসারণ,
পরে বিশাখার হস্ত ধরিতে হস্তপ্রসারণ,—
হাসিয়া উভয়েরই দূরে অবস্থান)

রোগীয়ক ছল সব মই জানি
মুখ পেখি হম্ রোগ পচানি!
এ ব্যাধি বিধান বহুদিন পঠলু
বহুদিন হ'তে ভোগলু আপনি!

রোল—গণ্ডগোল। শকব—পারিবে। পচানি—চিনি।

এ ব্যাধি বিষম নাহি উপশম
যদি লাজ উপসগ হোয়ও!
শুন যদি বাঁচবি, নাহি ছিপায়বি—
কায় ছিপায়বি?—ছিপায়বি মোয়ও?—
আঁচলে আবরবি নভ-চাঁদিমায়?—

ললিতা। কি রোগ পেখলি—কইসে জানলি?
আগ লাগাই তুয়া ভালে!
কোন আঁখে পেখলি—আঁখ কি খোয়ালি?
বাজ গিরক তুয়া আঁখে!
যদি গগন অমল বিকসিত কমল
নিথর জলনিধি শেল হানে তুয়া আঁখে—
মর মর তবে!—
আঁখি দুটা যেন গিরয়ে নরকে!

বিশাখা। বৃন্দে!
এত বিধি পড়িলি এত ব্যাধি জানলি
নিজ ব্যাধিয়ত নাহি চিনলি!—
নিজ ব্যাধি-বিধান নাহি জানলি!
হম্ তোয় কহব, ঔষধ বিধায়ব,
কড়ি লাগব দুই চারি!
কলসী কিনবি গলায়মে বাঁধবি

উপসগ—উপসর্গ। ছিপায়বি—গোপন করিবি।
বিধায়ব—ব্যবস্থা দিব।

গিরবি যমুনা-সলিলে।
অলপমে যায়বি শমন-নিকেতনে!

(অর্দ্ধ-বিকসিত অধরে উভয়ের দিকে বৃন্দার তীব্র দৃষ্টি)

ললিতা। মর মর—তু' কইসে জানলি?—
কোন আঁখে তু' রোগ পছানিলি?

বৃন্দা। হায় রে কপাল!—হেরি হাসি পায়ও—
রোগী ভই এরা ওজায়ে ভুলায়ও!
এ রোগ বিষম অন্তরমাঝারে
অনল নিছন জ্বলে!
ঘুণদল যৈসন তরুবর-অন্তরে,
অন্তর তৈসন কাটে!—
বৃন্দা অন্তর পেখত
টনক বাতমে নাহি ভুলয়ত!—
হায় রে সে কাল কবে ফুরায়ল—
(আজিও না মিলল দাগ!)
সেকালে অইসন কত রোগ ভেয়ল
প্রতি হাড়ে তার রহল নিশান!
সখি যদি পুছতু নাহি বাতায়তু,
রখিতু আপন অন্তরে!
চিতা জ্বালায়তু আপন অন্তরে!
ললিতে!
সে দিনে অইসন সবই আছলু

নিছন—মতন। তৈসন—সেই প্রকার।

এ খেলা সে দিনে সবই খেললু!
বিকসিত ষোড়শে নবীন পিয়াসে
বারি পেখি ভে'ত ভয়!
সে দিন না রহল, সেহ দিন গিয়ল,
পিয়াস ভেয়ল ভারি!
ষোড়শ উতরলু নিদাঘ আয়ল
পিয়াসে না রহল জ্ঞান!
বাপী কূপ সর হ্রদ নদ সাগর
জলধরে যাচি পিয়নু জল!
পিয়াস না তবুও ভেয়ল লাঘব!—
সেহ দিন গিয়ল, বিংশতি উতরলু
নব ঋতু ভেয়ল উদয়!
তৃষা লঘু ভেয়ল মনমত টোঁড়লু
বাপী সর সাগর চিনলু তব!

কিন্তু

মনমত নাহি মিলল আর!
মিটল জনমকি সাধ!
পাঠ সমাপই ইহ বৃন্দাবনে
টোল বানায়লু অব্!
অধ্যাপক ভই তুহা সবে শিখাই
পীরিতি-চুড়ামণি হম্!—
মোয় লাজ করবি, আপনি মরবি,

ছিপাইতে চাহবি শকবি না!
তৃণে আগ গুপত রহব না!—
(ললিতা ও বিশাখার হাস্য)

বিশাখা। গুরু যদি বৃন্দে তোহারে সুধাই
এহি পাঠ আজি হমারে শিখাই!—
নিজ মন যদি নাগরে দিই—
প্রতিদান তার কইসে লভই?—

বৃন্দা।—আগে নাহি দিয়বি, প্রথমে লয়বি,
প্রতিদান করবি শেষ!
আগে যদি দিয়লি, তবেত ঠকলি,
প্রমাদ ভেয়ব শেষ!
পুরুখে চিনি দিবি মন,—
দুষপ্রাপ ভবে নিখাদ রতন!
তাম রাঙ গিলটি খাঁটি দরে বিকত
নবীনা না চিনত তায়!
অঙ রঙ ওজন সবই সমান
আসল পছান দায়!
পুরুখ পরকন সহজত নয়ও!—
বিরহ-হুতাশনে পরীখা হোয়ও!—
যদি তিন পোড়ে টিকল, তবেত আসল,
নকল না সহব পোড়!
আসল পছান দায়!

গুপত—গুপ্ত। দুষপ্রাপ—দুষ্পাপ্য। পরীখা—পরীক্ষা।

এক পোড়ে চটব বিরঙ ভেয়ব
দুই পোড়ে ভে'ব ছাই!
তিন পোড় ভেলি নকলে না পাই!—
বিশাখে! কহি তোয় তাই—
আগে মন দিলে ভেয়ব বালাই!
হাসি হাসি কহব বড় মিঠি লাগব
পুরুখ চতুরকশেষ!
পায়ে ধরি সাধব ঠেলিলে না টলব
মুখ পেখি ভেব দুঃখ!—
আসলে স্রধু ফাঁকি কেবল ভোজ বাজি
বিনা মূলে লভবে মন!
প্রতিদানে নাহি করব অর্পণ!—

বিশাখা।—হম্ পুছত এক
শত মুখে তুহু উতরত আর!—
আগে যদি মন দেই
কহ
প্রতিদান তার কইসে লভই?—

বৃন্দা।—মনে মনে থাকবি গুমার না ভাঙ্গবি
বেড়া নাড়ি বুঝবি গৃহত কি মন!
তায় যদি বুঝলি সফল ভেয়লি
গুমার বাড়ায়বি তব!—

উতরত—উত্তর করিতেছ।

আপনি সাধব বাড়াবাড়ি করব
মনে মনে রহবি তুই!
ধীরে ধীরে সহলে—সহল ভেয়বি
বদনে না তবুও কঁহিবি তব!
আঁখ মুদি রহবি সেহি চালায়ব
ঘাটে গই উঠবি যব
নয়ন উনমলি তখন পেখবি
স্বভাব করল স্বভাব কি কায!
বেড়া নাড়ি কিন্তু গৃহতক মন
সর্ব্বনাশ যদি বুঝলি অন।
রোই রোই মরবি বাটে বাটে ঘোরবি
ফিরবি তাহারে চাহি!
যদি ভাগ বলে দরশন মিলব
লাজে দুঃখে চাবি মুখ পানে!
সে যদি চাহব অন্তর করবি
ঈষদ হাসই যদি হাসি আয়ে।
আয়ে বা না আয়ে হাসি নাহি লাগে
নীরধারা বহাযবি আঁখে!
আবার চাহবি নীরধারা ঝরবি
আঁচল আবরবি মুখে।
আবার খোলবি কমলে দেখায়বি
নিসিকত নয়ন নিহারে!

নিসিকত—নিসিক্ত।

দয়া উদয়ব তাহার অন্তরে !

ধাপে ধাপে উঠবি সুবিধা না ত্যজবি

সুবিধা আনবি আপন ব্যাভারে।

তবে যদি মীন পঁহুছে চারে !—

(নেপথ্যে বংশী নীরব)

ললিতা।—বিশাখে !

বেণুরব অব্ নীরব ভেয়ল

তটিনী বুঝি আয়ি সাগরে মিসল !—

বৃন্দে ! অব মোরা যাই

তুহ কি করবি ?—বাতাসে বোলাই।

বাতাসে বাতাই বাতাসে বোলাই

ঘন দেই হাত নাড়া !

তরুদলে পেখাবি—পেখব তারা !—

(ললিতা ও বিশাখার প্রস্থান)

বৃন্দা।—(দূর হইতে চন্দ্রাবলীকে দেখিয়া)

অব্ চন্দ্রাবলী আয়ত !

শুনব এ ভালা যদি কিছু কহত !—

(বৃক্ষান্তরালে অবস্থান)

(চন্দ্রাবলীর প্রবেশ)

চন্দ্রাবলী।—(মালা গাঁথিতে গাঁথিতে)

এ জ্বালা সহব কইসে ?

সহব বা কাঁহে ?—

নাহি কি মাধুরী ?—নাহি কি যৌবন ?—
নাহি কি পীযূষ অধর-ভাণ্ডারে ?—
প্রেম-তরঙ্গিণী
খেলত কি নাহি এ রূপ-সাগরে ?—
মদনপ্রবাহন-সতত আলোড়নে
শীরণ ভেয়ল রোধ !
কোমল লাজ-রোধ কতইবা সহব ?
অবিরত বহত বাসনা-তুফান !—
ভাগবতী রাধা গোকুল-মাঝারে ?
কি রূপবতী রাধা গোকুল-মাঝারে ?
কুরূপা অভাগিনী—কি দুরভাগিনী
কোন কহি দিব মোয় ?—

বৃন্দা।—(অগ্রসর হইয়া)

শুন চন্দ্রাবলি হম্ কব তোঁয়ও !—

চন্দ্রাবলী।—(স্থিরভাবে)

লাজবতী লতা নহে চন্দ্রাবলী
সঙ্কুচিতা নহে ভেত !
চন্দ্রাবলী নহে রাই—
সমীরণে নাহি হেলিয়ে পড়ই।—
তুহ কি শিখাবি হমারে ?
কাঁচা মেয়ে রাই শিখাবি তাহারে।

শীরণ—শীর্ণ। ভেত—হয়।

তোয় এক হাটে বেচব আর হাটে কিনব
চন্দ্রাবলী মোর নাম!
তুহ পেখত কি? ষোড়শে বিংশতি
উতরলু হম্!—
(প্রস্থান)

বৃন্দা।—চন্দ্রাবলী আজি অবাক করল
মোয়!—
বহুবারে চন্দ্রাবলি!—বহুবা তোয়!—
(প্রস্থান)

(বনদেবী ও যমুনা দেবীর পুনরাবির্ভাব)

বনদেবী।—নীরব হয়েছে বেণু
রাধানাথ সহ বুঝি রাধা মিশিয়াছে!—
একে একে ব্রজাঙ্গনা সবাই চলিছে
রাধাকুঞ্জে।—চল সখি আমরাও যাই
সমীরে মিশায়ে দেহ দেখিব দুজনে
নব নীল জলধরে অচল দামিনী!—

যমুনা দেবী।—কিম্বা ব্রজাঙ্গনাবেশে—
যা ইচ্ছা তোমার—চল যাই!—
(উভয়ের অন্তর্দ্ধান)

যবনিকা পতন।

দ্বিতীয় স্তবক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সময় নিশীথ।

শ্রীকৃষ্ণ।—(একাকী বংশী বাজাইতে বাজাইতে হঠাৎ নিরস্ত ও উৎসুকচিত্তে কুঞ্জের দ্বারের প্রতি দৃষ্টি করিতে করিতে)

রাইচরণ রুণু ঝুনু অই বাজত
রাই মোর আয়ত ঠিক!—

(তমাল-শেখরে কোকিল-ধ্বনি)

নহে কাঁহে কোকিল তমাল-শেখরে
কুহু কুহু কুহরে?
কুহু কুহু কুহরি কায় বোলায়ব?
সিনগধ শিশির সুসিকত কুসুম
পীযূষ সুরভিত পানে নিবিরত ভেয়ই
উভে উড়ি মধুপ মৃদু-মধু-ঝঙ্কারে
কানন বিমোহিয়া কায় বোলায়ত?
নীলিমা নিরমল গগন-মাঝারে

সুসিকত—সুসিক্ত। নিবিরত—নিবৃত্ত।

ক্ষণে ক্ষণে ক্ষণদা কায় নিরখত ?
রাই মোর আয়ত ঠিক!—
নতুবা সমীরণ কাণে কাণে কাঁহে
প্রতিস্বনে কহত—'আয়ল রাই' ?—
যমুনা কল্লোলিনী কাঁহেইবা কহত
সেহ মৃদু কলে—'আয়ল রাই' ?—
'আয়ল রাই !'—
আহা মরি অই পুন—'আয়ল রাই !'—
তরু-লতা সমীর সবই গাহত
এ মধুর সঙ্গীত ব্রজ বিমোহিয়া !
তালে তালে তার নাচত হমার
হৃদয়, রুধির ধমনী-মাঝারে !—
বংশী ! তু' কাঁহে নীরব ?
রাধানামে স্লুধু তুহত দীক্ষিত!—
'রাধা' রবে তবে কাঁহে নাহি বাজত ?—

('রাধা' 'রাধা'—স্বরে বংশীধ্বনি)

(রাধিকার প্রবেশ।)

রাধিকা।—(শ্রীকৃষ্ণের বদন হইতে বংশী ধরিয়া)

হরি বাঁশরী দেহি হমারে—
আজি হম্ পেখব তাহারে !
কোন গুণে ব্রজ মোহিত কিয়ে ?—

(বংশী ধরিয়া)

নয়ন-প্রীতি-কর শ্রবণ-মনোহর
বাঁশরী তোহারি।—
কপট যৈসন তু' বনোয়ারী—
কপট তৈসন তোহার বাঁশরী!

শ্রীকৃষ্ণ।—রাধে!—
সরল বঙশে বিরচিত বংশী—
বঙশী সরল হমারি!
তোর কুটিল নয়নে গরল খেলত
পেখলো মুকুরে রাই
মম হৃদি-মুকুর তব রূপে বিম্বিত
জ্বর জ্বর হের তুয়া আঁখি বিখে!—
বংশীত সরল হমারি!
কুটিল রাধে নয়ন তোহারি!—

(কুসুম-শয্যায় উপবেশন)

রাধিকা। আজ বঙশী ভাঙব, যমুনামে ফেঁকব
নতুবা অনলমে জ্বালায়ব তায়ও!
দারুণ দুরূহ মদন-হুতাশনে
জ্বালায়ত সে যৈসন মোয়ও!
আজি হরি না কহবি আর!
ছোড়ব না আজি
ভাঙব জ্বালাব বঙশী তোহার!—

বিখে—বিষে।

(বংশী ভাঙ্গিতে উদ্যতা)

শ্রীকৃষ্ণ।—(রাধিকাকে পার্শ্বে বসাইয়া)

রাধে!—বংশী ভাঙবি কাঁহে?—
তোহারি আশ্রিত তুয়া নামে দীক্ষিত
বৃন্দাবনে সুধু জানত তুহে!
তাহে পীড়ন প্যারি উচিতত নহে!

রাধিকা।—(শ্রীকৃষ্ণের গলায় হস্ত বেষ্টন করিয়া)

নিঠুর তু' বড় কান!—
সরলা পাইয়া করুণা না ভেল
বধিলি পরাণে হায়!
কি দিয়ে ভুলায়ে ফাঁদ পাতিয়ে
বিহগী বাঁধিলি জালে?
টোপ দেখায়ে মীন গাঁথলি
তু' বড় নিঠুর কান!
বনের মাতগী বশ করলি
এ যাদু শিখলি কাঁহা?
সরলা হরিণী বিজন বিপিনে
চরিতে আছিল একা—
আয়ত লোচনে তাহারে বিঁধলি
ধরম করলি ভালা!
সাগর-মথনে গরল উঠব
এ যদি জানতু আগে

কান—কানাই। বিহগী—বিহঙ্গিনী। মাতগী—মাতঙ্গিনী।

হাতে করিয়ে মাটি খাইতে
এ সাধ করিত কে ?
পীরিতি—পীরিতি—শবদ মোহন
অমিয়া মাখন হায় !
পীরিতি চপলা ভুবন-মোহন
পরশে পরাণ যায় !
ক্ষীরের মাঝারে গরল গুপত
সন্ধান জানতু যদি
খাল কাটিয়ে জল আনিয়ে
কুমীরে কে দিত বাসা ?—
হায় সে কিশোর কাল !—
না ছিল যাতনা পরেরি ভাবনা
এ পোড়া যৌবন দায় !
এ পোড়া শরম এ পোড়া মরম
এ পোড়া বাসনা হায় !
এ পোড়া যৌবন কাঁহাসে আয়ল ?
পাগল করল মোয় !—
পরেরি লাগিয়া মিছার ভাবনা
ভাবিয়ে পরাণ যায় !
অসাধ্য সাধনা এ আর যাতনা
যোগান পরেরি মন—

অমিয়া—অমৃত ৷

সুমেরু সরাণ সাগর সিচন
বরঞ্চ সহজ জ্ঞান !
সাধ করিয়ে পরেরি হইয়ে
বিকায়ে পরেরি পায়
পরেরি ভাবনা ভাবিয়ে ভাবিয়ে
পরাণ নিকলি যায় !
এ দুঃখ কহব কায় ?—
এ পোড়া জীবন এ পোড়া যৌবন
সোঁপিনু যাহার পায় !
শঠের প্রকৃতি কেমনে বুঝব ?
সেজন পরেরি চায় !—
রাধার অধরে মধু ফুরায়ল
নতুবা এমন কাঁহে ?
না ফুটিতে ফুল শুকাল বুঝিবা
রাধার কপাল ফেরে !
কুসুম শুকাল মধু ফুরায়ল
বঁধুয়া মজব কাহে ?
হায় !
পরেরি নয়নে বঁধুয়া নয়ন
মিলন পেখিলে আঁখে
যমুনা-জীবনে ডারিয়ে যৌবন
মরিতে পরাণ চাহে !—

সিঁচন—সিঞ্চন করা। নিকলি যায়—বাহির হইয়া যায়; নির্গত হয়।

শ্রীকৃষ্ণ। রাধে।—

তোর মুড় পরশি শপথ করব
এ যদি কহবি ফের ?
তোহারে হারাব আর কি কহব
মিছিয়া কহব যদি ?
অমিয়া ত্যজিয়া সলিলে বাসনা
কে মূঢ় ভুবনে হেন ?
গঙ্গাবাসী কবে গঙ্গাজল ত্যজি
কূপজলে কিয়ে মন ?
ফুল ছুঁয়িয়া শপথ করব
মদনে করিয়া সাখী
পাঁচফুল-শরে জ্বর ভেয়ব
মিছিয়া কহব যদি !
মলয়-অনিলে গতর দহব
আর কি কহব রাধে !
চাঁদের কিরণে জ্বলন জ্বলব
মরব মদন-বিখে !—
রাধার অধর মধুর-আধার
ত্যজিয়া বাসনা যদি
অন-রমণী-অধর-মধুতে—
আর কি কহব রাধে !

মুড়—মস্তক। সাখী—সাক্ষী।

রাধিকা। বুঝিহে বুঝিহে শঠের প্রকৃতি
ত্যজহে নাগর ঠাট!
অবলা ভুলান সহজ বটেহে
শিখাহো ভালা সে পাঠ!
শঠেরি চরণে শোঁপিনু জীবন
লভিব মনন আশে
চোর ভাগল গেয়ান ভেয়ল
হমার করম দোষে।—
সে দিন নাই হে বঁধু!
সরলা শঠতা চিনলু বঁধুহে
কদিন চোরের রহে?—

শ্রীকৃষ্ণ। দোহাই মদন দোহাই পীরিতি
দোহাই কুসুম-শর!
দোহাই রাধার—মিনতি চরণে
করিহে না করি আর!—
দেখহে গগনে স্থির চাঁদিমা
ছড়ায়ে জোছনা-রাজি
এরূপ অমিয়া-সাগরে অমিয়া
নীরবে সিঁচত আজি!—
তরগে তরগে ছুটত লহরী
মাতল পবন রায়

শিখাহো—শিক্ষা করিয়াছো। ভাগল—পলায়ন করিল।
গেয়ান—জ্ঞান।

কাঁপায়ে কুসুম কাঁপায়ে বল্লরী
মেদুল মেদুল বয়!
কুসুমে কুসুমে মাতাল ভ্রমরা
মুদিয়ে নয়ন রয়!
তমাল-শেখরে কুহরে কোকিল
আশীস পিয়ারি তায়!
নিশি যে পোহাই যায়!—
অলস চাঁদিমা অইত দাঁড়ায়ে
তুইত ঘুমালে যায়!
পাতার আড়ালে আড় নয়নে
ঢাকিয়ে বদন খানি
মুচুকি মধুর হাসিয়ে কুসুম
অইত সলাজে চায়!
নিশি যে পোহাই যায়!—
অইত ভ্রমরা কুসুমে শুয়িয়া
অলস নয়নে চায়!
বকুল-শেখরে গুমারে কোকিল
কুহরি দেঁতহে সাড়া!
রাধে!—
তুইত ঘুমালে ঘুমাব তারা!
ত্যজলো নূপুর বাজব ঝুমুর
সে বড় মুখরা রাই!

দেঁতহে—দিতেছে।

খুললো নিচোল ফেললো আঁচল
পবন বাধব তায়!
বাসনা-যমুনা-বিষম-তুফানে
কইসে লাগাব পাড়ি?
রাধে!—তুই না খুলিলে আঁচল নিচোল
পবন লাগাব আড়ি!—
একেত যমুনা বিষম প্রসর
না হোয়ও নজর পাড়ি!
মেঘ পেখিলে মাতবে পবনা
ত্যজলো বসন প্যারি—
নীল বসন মেঘ-বরণ
তাই হে নিষেধ করি!—

রাধিকা। ভাল বটেহে কহিলে বঁধুয়া
ত্যজব নীল বাস—
নীল বসন ত্যজিলে গিয়ল
মিটল তোহার আশ!—
তনুর বরণ নীল চিকন
কইসে লুকাবি তারে?
ভালই ভইল ক্ষণেক ঠরহে
সখিয়া আইলে পরে
দধিয়া আনিয়া তাহারে কহব
ঢালিতে তোহার মুড়ে!—

দধিয়া—দধি।

শ্রীকৃষ্ণ। কাঁহা বা সখিয়া কি কায দধিয়া ?
শুনলো ফিকির রাই।
হেম তরল জিনিয়া চিকন
বরণ মোহন তোর !
কাঁহা সখিয়া—কি কায দধিয়া ?—
বসন করিয়ে দূর
আবর হমারে !—মেঘ ঢাকব
নারব পবন ডর !—

(রাধিকার গাল টিপিয়া)

রাধে নীরব কাঁহে ?
কোমল কুসমে রচিত তোহার
বাসর সুন্দর রাই !
যদি কুসুমে ঠেকিলে বিষম বাজেহে
বুক পাতিয়ে দেই !—
হাজার হাজার পাগলা মদন
হানিছে কুসুম বাণ !
দেওহে পিয়ারি গাল ফিরায়ে
রাখিহে মদন-মান।—

(গাল ফিরাইয়া চুম্বন)

রাধিকা (শ্রীকৃষ্ণের গলদেশ হইতে হস্ত সরাইয়া)

কি কর কি কর নিলাজ নাগর
ছোড়হে মিনতি পায় !—

কুল-ললনা হমরা শরমে
পরাণ নিকলি যায় !—

(শ্রীকৃষ্ণের গলদেশ পুনঃ বেষ্টন করিয়া)

আড় কুটিল চপল সন্ধানে
সঘনে নয়ন-বাণ
কাঁহে হানহে নিঠুর নাগর ?
যাৎহে নিকলি প্রাণ !
দোহাই তোহারে মিনতি করিহে
দেওহে ছাড়িয়ে যাই ;
মদনরাজার হজুর হইতে
অবলা খালাস পাই !—

(বৃক্ষান্তরাল হইতে বৃন্দার প্রবেশ ;—রাধিকা সলাজে গাত্রোত্থান করিয়া)

ছি ছি লাজে মরি হা ধিক তোহারে !—
যম চিনেনা তোহে ?
যমুনা ভাঁড়ারে নাহি কি সলিল—
ডুবিয়া না মর কাঁহে ?
হায়রে লাজেরি কথা !—
না হোও শরম আড়ি পাতিয়ে
শুনিতে পরেরি কথা ?
আর জনমে কুকুরী ভইবি
ঠিক কহলু তোরে !—

যাৎহে—যাইতেছে।

আপন করম ভোগ কাটাতে
দেবেও কদাপি নারে!—
বুড়িয়া ভইলি দিন কাটালি
তবু না মিটল আশ!
যৌবন-নিদাঘ কেমনে কাটালি?
হায়রে সরবনাশ!—
জোয়ার সরল দিন গয়িল
এখন বাসনা মনে!
ধন লুটায়ে দেউলা ভইলি
সখ রাখিয়া প্রাণে!—
কাল নয়নহীন, নতুবা
পেখেনা নয়নে তোহে!
কুঞ্জ হইতে দূর ভেয়লো
মোর না নয়নে সহে—

বৃন্দা। সাগর সেঁচিয়ে মাণিক জুঠায়ে
ভয়নু চখের শূল!
কুঞ্জ হইতে দূর ভইব
এহি লভনু মূল!—
যার লাগিয়ে চুরি করলু
সে কহে হমারে চোর!
ভাল কহলি রাজ-দুলালি
মরণ না হোও মোর!—

মদন-মন্তরে দীক্ষিত করলু
এবেহে হমারে লাজ!
এ আর নূতন নাচিতে বসিয়া
ঘোমটা খুলিতে লাজ!—
বয়স হইলে বাসনা ফুরায়—
কাঁহা পায়লি পাঠ?
প্রবীণে বাসনা প্রবীণ ভয়লো
বুঝবি দু'দিন যাক!—

(কুঞ্জ হইতে প্রস্থান)

শ্রীকৃষ্ণ।—বৃন্দে!—বৃন্দে!—

নেপথ্যে।—ভাঙিতে ভাঙাতে জুড়িতে তাড়িতে
এবেহে তার কি কায?
নীরোগ শরীরে কি কায বেয়াজে
আপদ দূর হই যাক!—

(রাধিকা ও শ্রীকৃষ্ণের হাস্য;—
শ্রীকৃষ্ণের বামে রাধিকার উপবেশন।
নেপথ্যে গীতধ্বনি;—নৃত্য গীত করিতে করিতে বিশাখা
ললিতা ইত্যাদি ব্রজাঙ্গনাগণের
প্রবেশ ও ফুলবর্ষণ)

গীত।

কালাংড়া।—আড় খেমটা।

নেপথ্যে।—চল সজনি দেখে আসি
মেঘের আড়ে সৌদামিনী।

মন্তরে—মন্ত্রে। এবেহে—এখন। বেয়াজ—চিকিৎসক।

মদন-মোহন শ্যাম আমাদের

(প্রবেশ করিয়া)

রাই মদন মোহিনী ॥

রূপে ভুবন মোহিত হ'ল,

কামের ধনুর ফুল ছুটিল,

আঘাতে ব্যাঘাত ঘটিল,

ম'লাম যত বিরহিণী।

মলয়-অনিল-দোলন-ভরে

ফুলের মধু উপছে পড়ে

কুসুম-শরের বিষম শরে

আপনি রতি পাগলিনী ॥

যবনিকা পতন।

দ্বিতীয় স্তবক।

তৃতীয় দৃশ্য।

(বীণা হস্তে নারদ মুনির স্বর্গ হইতে অবতরণ)

নারদ।—এই গোবর্দ্ধন গিরি!—নিম্নে বৃন্দাবন
মর্ত্ত্যে সুরবন নন্দন কানন সম।
শোভিছে সুন্দর দূরে তমালের শ্রেণী
বিভূষিত চন্দ্রমার কৌমুদী ভূষণে!—
অদূরে চলিছে নাচি রজতাম্বুময়ী
যমুনা পূত-সলিলা জাহ্নবী সঙ্গমে!
চলিছে তাসহ রঙ্গে যত তরঙ্গিণী
উন্মত্তা যৌবন গর্ব্বে!
—আলুলায়িত কবরী মাঝারে
প্রভাতিছে নিরুপম চন্দ্রকান্তমণি!
স্বনিছে মলয়ানিল সুস্বনে উচ্ছ্বাসি,
যমুনার পবিত্র সলিলে
অবগাহি বপু!—কি মনোহর স্থান!—
বেড়িয়াছে ঊর্দ্ধে দেব রজনী রঞ্জনে
রজত জলদ মালা মণ্ডল আকারে!

কি মোনহর দৃশ্য !—বাজিছে অদূরে
মুরলী বৃন্দাবন বিমোহিত করি।
লক্ষ্মী অংশে ব্রজাঙ্গনা জন্মেছেন যত
নররূপী নারায়ণ তা'সবার সহ
বিহারেন নিত্য নিত্য নিকুঞ্জ কাননে !
ধন্য বৃন্দাবন তোরে,
মহাতীর্থ তুই অবনীমণ্ডলে !
অই বাজিছে আবার—
কি মনোহর তার ! দেখি পারি যদি তবে
বীণার তার মিলায়ে বান্ধিব—

(বীণার সুর বাঁধন)

বাজতরে বাপ—

(ক্ষণকাল বীণাবাদন)

ওঃ বড় মজাই হয়েছে !—
সুরেন্দ্রাণী সহ রতি রম্ভা তিলোত্তমা
উর্ব্বশী মেনকা আদি আসিবেন আজি
হেথা দেখিবারে সম্মোহনে কতবল ;
ফুল-শরে কি পারে করিতে !—
আমোদের সীমা নাই কারো !
কি আপদ !—অর্দ্ধেক ইন্দ্রত্ব গিয়ে যদি
নিরখেন সুরেশ্বরী অধীর কুমারে
ফুল-শরে,—তাতেও প্রস্তুত !

এ মন্দ নয় খেলা! —
ভাল তিনি যেন দেবেন্দ্র-মহিষী
"দেখিব নীলাম্বু-ঊর্ম্মি হেমাদ্রি-শেখরে—
মন্দাকিনী স্বর্গ ত্যজি বহিবে পাতালে!—
ভোগবতী ভীম নাদে ভেদিয়া পৃথিবী
নন্দন কানন বেড়ি বহিবে কল্লোলি!"
তাঁর পক্ষে এ আবদার কতকটা মানায়!
উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা এরা কেন নাচে?—
না! — তাদেরিবা দোষি কেন?
মূল লতা যে দিকেতে হেলে
শাখা পাতাও সেই দিকে হেলে তার সহ।
হুঁঃ — দেবরাজও ছিলেন সম্মত
কিন্তু বৃহস্পতি নিবারিলা তারে;
দেবেন্দ্রের অগোচরে তাই
আসিবেন দেবেন্দ্রাণী!
এ খেলা খেলিতেই হবে!! —
দোষিনা কুমারে,—আমি অবিদিত তাঁর,
ফুল-শর কি বিষম বাজে!
দোষিনাও ফুল-শরে
উন্মাদ সে, ভাল মন্দ নারে বিচারিতে!
তা না হলে যাবে কেন যোগ ভাঙ্গিবারে
নিমগ্ন যোগেন্দ্র যবে তপস্যা-সাগরে;
যবে ত্যজিলেন কাত্যায়নী

দক্ষালয়ে দেহ ?—
যত দোষ ইন্দ্রাণীর।—

(বীণার প্রতি)

একটু থাকতরে বাপ
আগে লেগে যাক তবে পরে বাজাইব

(শচী, রতি, উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা
ইত্যাদির প্রবেশ)

শচী।--প্রণমে ঋষীন্দ্রপদে তব চিরদাসী
দেবেন্দ্রাণী! (প্রণাম)—আশীষ তাহারে!

নারদ।—(হস্ত উত্তোলন করিয়া)

পতি তব ত্রিদিবেন্দ্র!—
আপনি তুমি অনন্ত-যৌবনা;—
তবে কিসের অভাব তব ত্রিদিব-ঈশ্বরি ?
কিবা আশীষিব কহ তা আমারে!

শচী।—কিসের অভাব মোর ওপদপ্রসাদে
দেবর্ষি ?—সতত এই ভিক্ষা করি,
ওপদ প্রসন্ন যেন থাকে দাসী প্রতি!

নারদ।—বড় ভালবাসি বৎসে! আমি দেবরাজে
তাঁহার মঙ্গল আমি চিন্তি অহর্নিশি!
তুমি তাঁর প্রণয়িনী
কবে অপ্রসন্ন আমি তোমাদের প্রতি ?

(বীণার প্রতি)

হলনারে বাপ! (স্বগত)

(প্রকাশে)—যাব আমি কৈলাসশিখরে—
ধবল শিখরে মগ্ন তাপসেন্দ্র তপে ;
একাকিনী কাত্যায়নী আছেন কৈলাসে,
বিল্বদলে মহাসাধে পূজিব মায়েরে !

(অন্তর্দ্ধান)

শচী।—উঃ—

বড় ভয় হয়েছিল—বাঁচলাম এখন।—

রতি।—(উর্ব্বশীর হস্ত বুকের উপর দিয়া) দেখ—

উর্ব্বশী।—এই যে তুমুল ঝড় বহিছে আলোড়ি
তব রুধিরপ্রবাহে ফুলেন্দ্রাণি !

শচী।—এখন সেনানাথ এলে হয় !—

রম্ভা।—সে সন্দেহ সুরেন্দ্রাণি! হবে না করিতে,
অবশ্যই আসিবেন সুরসেনাপতি।
নির্জ্জনে তাঁহারে আমি কহিলাম কালি—
"নাহি ডর ফুল-শরে সেনাসখা যদি,
যাবে তবে কালি দেব গোবর্দ্ধনশিরে
শচী-পতি অগোচরে নিশীথসময়ে ;
থাকিবেন কাম তথা তব অপেক্ষায়,
আমরাও রব তথা দেবেন্দ্রাণী সহ
দেখিবারে—বুঝিবারে বড়াই দোঁহার !"

উর্ব্বশী।—তারপর ?

রম্ভা।—হাসি উতরিলা স্কন্দ—"যাব রম্ভা আমি
বল তুমি মনমথে—

মনসাধে যত বলে পারেন মন্মথ—
হানেন সে শর যেন !—বিষম ভাবিয়া
ব্যাকুল তোমরা যাহে—নহে কার্ত্তিকেয়
ডরে তাহে !—ফুলময় নহে মোর দেহ !
হিমাদ্রির ভার মোর সহে বাম করে !”

রতি। শুনিলেত সুরেন্দ্রাণি !—তারকে সংহারি
গরবে সেনানী নাহি ডরেন প্রাণেশে !—
আসেন নিশ্চিত যদি সেনানাথ আজি
দেখিব অপূর্ব্ব রঙ্গ সাধভরি তবে !—

শচী। বড় সাধ মনে ফুলেন্দ্রাণি !
অর্দ্ধেক ইন্দ্রত্ব দিয়ে যদি—
তাতেও সম্মত—যদি গিরিজা-নন্দনে
ফুল-শরে ব্যাকুলিত পারি দেখিবারে !—

রম্ভা। ফুল-শরে অচলিত হেরিলে পুরুষে
ঈর্ষানলে প্রাণ মোর চাহে মরিবারে !—
রমণীকটাক্ষ যদি পুরুষের হৃদে
নারে জ্বালাইতে দাবানল, মনানলে
কহ তবে কোন্ বালা নাহি মরে জ্বলি ?—

রতি। বৃথা ফুলশর যদি ফুলশর হারে !—
আপনি হিমাদ্রি সম হৃদয় অটলে
নারেন ধূর্জ্জটি যাহে—সহিবেন তাহে
কার্ত্তিকেয় ?—থাক কথা বৃথা গর্ব্ব তার
নিশ্চয় হইবে খর্ব্ব সম্মোহন-বলে !—

তিলোত্তমা।—সুন্দ উপসুন্দে যবে চলিনু ছলিতে
আনন্দে চলিলা সঙ্গে সঙ্গী তব তবে।
উঠিতে শিখরে যুগ তুঙ্গ শৃঙ্গ সম
বিরাট-মূরতি-দ্বয়ে দেখিনু দাঁড়ায়ে
উপাড়িতে ক্রীড়াহেতু গিরিচূড়া করে!
দেখিনু আদিত্য-দেবে শঙ্কিত অন্তরে
বেগে অনম্বর পথে ছুটিছেন, পাছে
রোধে গতি ক্রীড়াহেতু প্রসারিয়া বাহু।—
হইনু নিকট যেই হানিনু অপাঙ্গে,
হানিলা অনঙ্গদেব অমনি তা সহ
টংকারি কুসুমধনু!—বহিল অমনি
কুসুম-সুবাস-বাহী মলয়সমীর!
নব কিসলয় দলে শোভিল সুন্দর
মৃত তরু—নব মুঞ্জরিত ফুলাসনে
বসিল অমৃত পানে উল্লাসে ভ্রমরা!—
উঠিল কুহরি পিক!—হইল তরল
(সলিল প্রবাহ যথা তরল) মন্দর!
মন্দর সদৃশ দেহ হইল তাসহ
তরল!—পড়িল খসি গিরিচূড়া ভূমে!—
অধর-অমৃত-আশে দিলা জলাঞ্জলি
জীবনাশা!—কার সাধ্য সহে সম্মোহনে?

শচী। স্মর তবে স্মরেশ্বরি তব প্রাণেশ্বরে!

(শচী, রতি, রম্ভা, উর্ব্বশী ইত্যাদি সকলে সমস্বরে)

ফেনিল সাগরে ফুলের মাঝারে
জলদবেষ্টিত গভীর অম্বরে
তুষারমণ্ডিত ভূধর-শিখরে
শারদ শশীর কৌমুদীমাঝারে
নীহারনিষিক্ত নব দুর্ব্বাদল
নীলনীরময়ী তটিনীর জলে
নব-বিভাসিত প্রভাত-কমলে
বায়ুবিলোড়িত তরঙ্গসঙ্কুলে
মধ্যাহ্ন-ভানুর প্রচণ্ড কিরণে
প্রসর মরুভূ সৈকত শোভনে
অথবা রমণী-বিলাস-নয়নে
অথবা মানিনী-মলিন-বদনে
অথবা প্রণয়ী-ললিত-চুম্বনে
জলদে জলদে গভীর ঘর্ষণে
জলদ-শোভিত বিজলিমালায়
কনকমণ্ডিত সাগরবেলায়
অথবা তরুর শীতল ছায়ায়
রসালে জড়িত স্বর্ণ লতিকায়
নীর-নির্ঝরিণী রজত ছটায়
জলের সম্পাতে নক্ষত্র প্রপাতে
গঙ্গাসাগরের সঙ্গম-সজ্ঘাতে
নব-বধূ-লাজ-পূর্ণ কটাক্ষেতে
সুবভিত নব ফুল্ল পারিজাতে
কোকিল কুহরে ভ্রমর ঝঙ্কারে
জলধি-গর্জ্জনে মরুত-হুঙ্কারে
মানিনী-সরোষ-প্রণয়-ভর্ৎসনে

পুত্র-শোকাতুরা-জননী-রোদনে
নয়ন-শ্রবণ-মানস-রঞ্জন এই ত্রিভুবনে
সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা হও সমষ্টিত
সুরাঙ্গণা সমাদরে তোমা আবাহনে !—

নেপথ্যে। মন্দাকিনী-তটে আপনার মনে
ভ্রমিতে ছিলাম
বনফুল দলে আপনা লুকায়ে কিবা
দেখিলে।

(কোরস্)

মন্দাকিনী-কুলে কবরী এলায়ে
কাদম্বিনীজালে বিজলি ঢাকিয়ে
এক দেববালা নয়ন মুদিয়ে ঘুমায়ে ছিল !
নাসার নিশ্বাস-সুরভি পবন
কাঁপিতে আছিল অলকা সঘনে
সুমেরু কুমেরু বুকের বসনে
নাচিতে ছিল !—

যুগল নয়ন আছিল মুদিত
যেন তরবার পিধানে আবৃত
রঙ্গিল অধর কিঞ্চিত কম্পিত
(স্বপনে হবে বা) হইতে ছিল
মলয় অনিলে বনজ বল্লরী
নাচিতে আছিল বুকের উপরি
যৌবনপ্রবাহে রূপের লহরী
খেলিতে ছিল !

এক দেবসুত শরীর ঢাকিয়ে
তরুর আড়ালে আছিল দাঁড়ায়ে

অচল নয়নে মোহিত হইয়ে
দেখিতে ছিল!—
আরোপিয়া ফুল-শর শরাসনে
দিলাম টংকার!
অব্যর্থ সন্ধান পলকে অমনি
বাজিল বিষম হৃদয়ে তার!
(কোরস্)
ধমনীপ্রবাহে বিজলী খেলিল
হৃদয়সাগরে তুফান উঠিল
জ্ঞানের তরণী মগন হইল
অকূল সাগরে!
চপল নয়নে নিরখি সঘনে
চৌদিকে চুম্বন দাগিলা বদনে!—
শিহরি অরুণ আরক্ত লোচনে
উঠিল বালা—
পুন—
আরোপিয়া ফুল ফুলশরাসনে
দিলাম টংকার!
অব্যর্থ সন্ধান পলকে অমনি
বাজিল বিষম হৃদয়ে বালার!—
(কোরস্)
গরল-প্রয়োগে জীবন-নাশক
বিকার যেমতি বিলোপ হয়;
মরুত বহিলে তরুণ জলদ
পলকে যেমতি উড়িয়া যায়!

বাসনা প্রবাহে লাজের জাঙাল
অকূল্ পাথারে ভাসিয়া গেল!
মদন-গরলে বিরাগ-বিকার
দেখিতে দেখিতে ভসম হ'ল!
শরমে খরব বুকের বসন
খুলিয়া খুলিয়া পড়িতে লাগিল!
ঈষদ হাসিয়ে উতর চুম্বনে
মদনরাজার ভরম রাখিল!—

কিন্তু,

রহিল ভরম—একিরে হইল?—
ফুলের শিকলে পড়িল টান!
স্মরিয়াছে রতি পলকে প্রলয়
পলক বেয়াজে বিদরে প্রাণ!—

(কোকিলের কুহুরব;—ভ্রমরের ঝঙ্কার;—
কোমল বাদ্য;—কুসুমবর্ষণ এবং তৎসঙ্গে কামদেবের
প্রবেশ)

রতি।—(মদনের পার্শ্বে আসিয়া)

কোথা ছিলে প্রাণনাথ? তব আশাপথ চেয়ে
বহুক্ষণ হ'তে মোরা আছি বসি হেথা!—

(কামদেব কর্তৃক দুই হস্তে রতির কবরীর
বিশৃঙ্খল পারিজাতদল শৃঙ্খলার
সহিত সাজান)

শচী। তোমার বিলম্ব হেরি রম্ভা তিলোত্তমা
উর্ব্বশী মেনকা রতি—সকলেই মোরা

হয়েছিনু নিরুৎসাহ—ভেবেছিনু পাছে,
তুমিও বা নিলে পাঠ বৃহস্পতি কাছে!—

কামদেব। সে পাঠ গ্রহণে সদা বিরত মন্মথ
দেবেন্দ্রাণি!—ছিনু আমি মন্দাকিনীতটে,
দেখিতে ছিলাম চারু রজত কৌমুদী
কিরীটে ভূষিত মঞ্জু কনক প্রবাহে
নাচিতে আবেশভরে রঙ্গে তরঙ্গিণী—
হেরিনু সুষুপ্ত কূলে রূপে করি আলো
(বিজলীর রেখা যেন!) এক দেববালা
আলু থালু বাস তার—কাঁচলির ডোর
বিমুক্ত ঘুমের ঘোরে!—নহে বহু দূরে
দাঁড়াইয়া স্থির নেত্রে তরুর আড়ালে
নবীন যুবক এক পূর্ণ-শশী রূপে!
হানিলাম ফুল-শর—
হইল উন্মত্ত, ধীরে দাগিল চুম্বন
বালার সুরভি ফুল্ল অধর-কমলে!—
শিহরি উঠিলা বালা
হানিলাম পুন ফুল-শর
কিন্তু,
নারিনু দেখিতে রতি স্মরিল আমারে
নারিনু থাকিতে আর
পড়িল বিষম টান কুসুম-শিকলে—
অমনি আকুল হয়ে আইনু ছুটিয়া!—

উর্ব্বশী।—কহ শুনি ফুল-সখা! কি সম্পদ লভ
বধি অবলার প্রাণ ফুল-প্রহরণে?
সরলা দেবের বালা নিঃশঙ্ক হৃদয়ে
আছিলা নিদ্রায় মগ্না মন্দাকিনী-কূলে,
কি ফল লভিলা তার হৃদয়ে জ্বালায়ে
দাবানল?—সহে নাকি নয়নে তোমার
চিত্তের প্রশান্ত মূর্ত্তি?—কি নিষ্ঠুর তুমি!—
হ'লে মনে মরি লাজে সে কথা মন্মথ
এখনও—সুরনাথ হাসেন গোপনে
এখনও—নিরখেন যখন তাঁহারে
নাট্যালয়ে!—বলিহারি দেই হে তোমারে!

রম্ভা।—হায় যদি ফুল সখা সেনানাথ কাছে,
নিশ্চয় জানিও তবে কাড়ি লব আজি
ফুল-শর ফুল-ধনু!—নন্দন কাননে
দিব না পশিতে আর!—নির্ভয়ে বসিয়া
গাঁথিব মন্দারমালা মন্দারের তলে!—
নীরবে রহিবে পিক তরুর শিখরে,
নাহি ঝঙ্কারিবে অলি,—মলয় বায়ুর
গরব খরব হবে,—মনের হরষে
আশীষিবে বিরহিনী আমা সবাকারে!—

(নেপথ্যে শঙ্খ-নিনাদ;
রতির প্রতি কটাক্ষ পাত করতঃ শব্দের দিকে
কামদেবের অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ)

শচী।—(রম্ভার দিকে দৃষ্টি করিয়া)

আস্‌ছেন—

(কার্ত্তিকেয়ের প্রবেশ)

কাম।—এ আহ্বানে মহাভাগ আসিবে যে তুমি
এ বিশ্বাস ছিলনা আমার!—

(হাসিয়া)

বিনাশি তারকাসুরে হে শূরেন্দ্র! তুমি
স্থাপিলা যে কীর্ত্তিস্তম্ভ, চূর্ণিত হইবে
নিশ্চয় কোমল এই ফুল-শরাঘাতে!—

কার্ত্তিকেয়।—যদি না কহিত রম্ভা ডরিবার কথা
হে মন্মথ ফুল-শরে—তা হইলে আমি
আসিতাম নাহি কভু!—রমণীসমাজে
সাজে এ বিক্রম তব!—কি কাজ আমারে?
দৃঢ় অঙ্গে মধুসঙ্গি কি করিবে তুমি?
হেরিছ যে বক্ষঃ মোর, নহে বিরচিত
সুকুমার কুসুমেতে—রচিত মর্ম্মরে!
এই যে হেরিছ ধনুঃ,—নহে ফুলময়
তোমা সম!—কি কবহে? ইহার প্রতাপে
সুমেরু উড়িয়া যায় তুলার সদৃশ!—
এই যে হেরিছ শর, নহে ফুল-শর,—
হানিলে পাতালে বেগে উঠিবে এখনি
ভীম নাদে ভোগবতী রসাতল ভেদি—
অথবা চন্দ্রমণ্ডল সহস্র খণ্ডেতে

চূর্ণিত হইয়া মর্ত্ত্যে পড়িবে এখনি !—
পশিলে নাসায় মোর মলয় মরুত
না হই উন্মত্ত আমি !—অলির ঝঙ্কারে
নাচে না আমার মন ওহে মনসিজ !
কুসুমিত নন্দন কাননে নাহি বাসি,—
বাসি আমি মহাক্ষেত্রে প্লাবিত শোণিতে,
নহে পূর্ণ কুহুরবে—হৃদিবিদারক
মুমূর্ষুর আর্ত্তনাদে, বিকট হুঙ্কারে !

কামদেব। ত্যজ গর্ব্ব সেনানাথ ! জগদম্বে ডরি,
নতুবা বিক্রম মোর পারি দেখাইতে
ভাল মতে !—হেরিছ যে ফুলময় শর,
ইহার প্রতাপে হয় পর্ব্বত তরল।—
বৃথা ফুল-ধনু, যদি নারি আমি
শিরীষ-কুসুম চেয়ে সুকুমার-তর
করিবারে বক্ষ তব, গর্ব্ব কর যার।—
সাক্ষী তুমি সুরেন্দ্রাণি—তবে দেখ আজি
(ক্ষম মোরে সেনানাথ)—তূণ ধনু তব
ঝুলাইব রমণীর বাসর দেউলে !—
ছাড়াইব শঙ্খ তব—ধরাইব বীণা
শঙ্খনাদ পরিবর্ত্তে গাওয়াইব গীতি !
করাব সমরক্ষেত্র, প্রমোদ-উদ্যান—
শিবির, কুসুমময় কামিনী-বাসর !
পাইবে নূতন সেনা মধু অনুচর

কোকিল ভ্রমর আদি—গুঞ্জরি মধুরে
বাজাবে সমরবাদ্য শিঞ্জিতের সহ!
শিখাইব নব যুদ্ধ, নাহি প্রয়োজন
ধনু শরে! দৃঢ় তব নয়ন ধনুকে
হান্‌বে কটাক্ষ-বাণ—হানিবেও তারা—
বিপক্ষ-কামিনী-সেনা বড় পরাক্রমী!
জিনিয়াছ দৈত্য-বরে বীরত্ব প্রকাশি
হে বীরেন্দ্র! মহারণে;—উজ্জ্বল ত্রিদিব
বিক্রম-আদিত্যে তব!—তবেত বুঝিব,
পার যদি রণরঙ্গে এ সবার সহ!
এক এক জন তারা মহারথী রণে
উড়ায়ে প্রেমের কেতু অসীম বিক্রমে
প্রবেশে সমরে যবে পরম উল্লাসে
আরোহি যৌবন-ধ্বজে, কোন যোদ্ধা হেন
দাঁড়াইবে স্থিরভাবে তাহার সম্মুখে?
এক এক জন সহ যুঝিয়ে দেখিও
যাতে তব যায় মন!—অদ্বিতীয়া তারা
বাণ-যুদ্ধে—দৃষ্টভেদী—হানিলে হৃদয়ে
রুধির প্রবাহে খেলে গরলের ধারা!—
বীর তুমি মহেষ্বাস পাইবে পীরিতি
মল্ল-যুদ্ধে!—মল্ল-যুদ্ধে নিরুপমা তারা!—

(শচী, রতি, রম্ভা ইত্যাদির করতালি)

এস তবে সেনানাথ!—দেহ অনুমতি

ফুল-শর দেখাই তোমারে !—

(শচী, রতি, রম্ভা ইত্যাদির উল্লাসে কামদেবের
প্রতি ইঙ্গিত)

কার্ত্তিকেয়।—প্রস্তুত হে ফুল-সখা !—কহ যদি তবে
খুলি বর্ম্ম, করি পথ ফুল-শর তরে—
অটল হিমাদ্রি-সম উরস আমার
কহত হে বিদারিয়া দৃঢ় শরাঘাতে

(তূণ হইতে শর হস্তে লইয়া)

করি পথ,—পারে যেন ফুল-শর তব
পশিতে মরমস্থানে !—নতুবা কেমনে
শুনি হে মকরধ্বজ !—নন্দন-কাননে
কেমনে করিবে গর্ব্ব, রমণীসভায়
প্রকাশি বীরত্ব তব—হানিয়াছ মোরে ?—
ভাঙ্গিয়াছ হিমাচলে মৃণাল আঘাতে ?

কামদেব।—(ফুল-শরাসনে ফুল-শর বসাইয়া)

ক্ষম মোরে তবে দেব !—এই হানিলাম
ফুলশর !—সম্বরহে তবে !—

(শচী রতি রম্ভা ইত্যাদির করতালি;
কামদেবের ফুলশর ত্যাগ—
সহসা শূন্য হইতে কার্ত্তিকেয়ের সম্মুখে ত্রিশূল পতন এবং
ফুলশর ত্রিশূলে পতন,—ত্রিশূল মুকুলিত—
সকলে বিস্মিত—নেপথ্যে কোমল বাদ্য;
গিরিজার আবির্ভাব—

লজ্জিত হইয়া সকলের প্রণাম;
কার্ত্তিকেয়ের শিরশ্চুম্বন।
গিরিজার চরণমূলে বসিয়া কামদেবের গীত;)

খাম্বাজ। ঠুংরী।

দেগো মা বরদে বর
শঙ্কর-হৃদি-বাসিনি!
জয়দে জয় দে মোহে, জ্ঞানদে জ্ঞান দে মোহে,
তারিণি তার মা মোহে, হর-মন-মোহিনি!
চারু চন্দ্র মণ্ডলে শোভিত মুখ মণ্ডল,
তাহে কুঞ্চিত অলকা মৃদু অনিলে চঞ্চল;
শ্বাস পরিমলে অলি কুতূহলে
বিম্ব ওষ্ঠ মূলে নাচিছে রে!—
(আমার) মনষট্‌পদ পদ-কোকনদ-
মধু-পানে সাধ করিছে রে।—
(কিবা) নিতম্বদেশ মেখলা রুচি মঞ্জুল
আবৃত কেশ জালে—
যেন মেঘজালে চঞ্চলা খেলে;
ত্রয় নেত্র মাঝে দ্বিজ-রুচি রাজে
দেহ বর মোহে—বরদে!—
হর বঁর দায়িনি!!

ভগবতী।—একি খেলা সুরেন্দ্রাণি?—
পেলে না কি মনমত আর
আনন্দের অনন্ত ভাণ্ডার বৈজয়ন্ত-ধামে?
মিটেনা কি আশা তব ফুল-সখা
প্রকাশি বিক্রম তব ত্রিভুবন-ময়?—

এই কি তোমার ক্ষেত্র কার্ত্তিকেয় ?
তুমি দেব-সেনাপতি !—

কার্ত্তিকেয়।—

ভুবনবিজয়ী দাস ওপদ-প্রসাদে
কারে বলে ভয় মাতঃ নাহি জানি আমি !—
ফুল-শর ভয় মোরে দেখান মন্মথ।
অগ্নিময় শরজালে না টলিনু আমি
মহারণে বীরশ্রেষ্ঠ তারকের সহ !
ফুল শর দিয়া মারে চাহেন মন্মথ
অধীরিতে !—তাই মাতঃ এসেছিনু আমি
মন্মথের আবাহনে !—দেহ অনুমতি
যাব আমি ইন্দ্রালয়ে—

কামদেব।—

ভুবনবিজয়ী মাতঃ নগেন্দ্র-নন্দিনি
আমি ওপদপ্রসাদে !—অব্যর্থ আমার
ফুল-শর—অবিদিত নহে মাতঃ তব !
মুহূর্ত্তে ভুবন মত্ত পারি করিবারে
হানি যদি সম্মোহন !—কোন্ অহঙ্কারে
অবহেলা জগদম্বে করেন সেনানী
সম্মোহনে ?—দাস তাহে নারে বুঝিবারে—

(বিরক্ত হইয়া ভগবতীকে প্রণাম করিয়া কার্ত্তিকেয়ের প্রস্থান।)

রতি।—নাহি ডরে মনমথে ত্রিভুবনে হেন

নাহি হেরি ক্ষেমঙ্করি তব কৃপাবলে!—
সংহারি তারকাসুরে মত্ত অহঙ্কারে
কার্ত্তিকেয়!—অবহেলা তাই মা তারিণি
করেন কুসুম-শরে!—জানেন আপনি,
দেবাসুরে দ্বন্দ্ব যবে অমৃত লাগিয়া
ধরিলা মোহিনী মূর্ত্তি মাধব আপনি,
কি হইল ফুল-শরে?—জ্ঞানেন্দ্র আপনি
অজ্ঞান কসুমাঘাতে,—মত্ত দেবাসুর—
স্মরিলে শরমে মরি—ক্ষম মা দাসীরে!

ভগবতী।—(হাসিয়া)

জানি আমি ফুল-শরে মন্মথ-মহিষি!
পূর্ণরুদ্র তেজে তেজী অবিদিত তার
ফুলশর!—অবহেলে তাই ফুলশরে
কার্ত্তিকেয়, পুত্র মোর! অনর্থ হইবে
পশিলে কুসুমশর তাহার হৃদয়ে
ফুলেন্দ্রাণি! দেবকার্য্যে ব্যাঘাত ঘটিবে!—
নিমগ্ন যোগেন্দ্র যোগে ধবল শৃঙ্গেতে,
একাকিনী ছিনু আমি কৈলাস শিখরে
ভবেশ-বিরহ-সিন্ধু-মাঝারে মগনা!
পাইনু এ বার্ত্তা আমি নারদের কাছে,
দেখিনু নয়ন মেলি গোবর্দ্ধনশিরে
জানু পাতি নাথ তব আকর্ণ সন্ধানে!
আবরিনু শিবশূলে কুমারে অমনি!—

নতুবা অনর্থ হ'ত সুরেন্দ্রাণি আজি
রোষিতেন বিরূপাক্ষ !—কিবা যে হইত
স্মরিলে শিহরি আমি কি কব তোমারে!

শচী।—কি ভয় তাহার মাতঃ অভয়া আপনি
সদয়া যাহার প্রতি ?—

রতি —

হের মা ত্রিশূলে !—ত্যজিয়া সংহার-মূর্ত্তি
প্রাণেশের শরে মুকুলিত রুচিময়
পারিজাত-সম !—কার সাধ্য সহে
ফুলশরে, কৃপাময়ি ! তব কৃপাবলে ?

ভগবতী।—

পশিছে নাসায় মোর প্রভাতী সমীর,
যাব এবে কৈলাস-শেখরে—

যবনিকাপতন।

তৃতীয় স্তবক।

প্রথম দৃশ্য।

চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ।

সময়-নিশীথ।

(চন্দ্রাবলীর কুঞ্জের অনতিদূরে রতি, কামদেব, বনদেবী, যমুনাদেবী আসীন।)

রতি।—(কামদেবের পৃষ্ঠভাগে বসিয়া তূণ হইতে এক একটী ফুল-শর লইয়া দর্শন করিতে করিতে)

এত সম্মোহন!—চিনি এরে—

উন্মাদন এই!—এ দু'টী কি?

ওঃ—শোষণ তাপন!—এটী কি আবার?

চিনেছি, স্তম্ভন!—ও মন্মথ!

(মদনের গাল ফিরাইয়া)

এটী কি তোমার?—

কাম।—'আশা'— ওটী ফুলময়ি! ইন্দ্রজালময়,

ত্রিভুবন ভ্রান্ত প্রিয়ে ইহার কুহকে!

রতি।—এটী কি আবার?

কামদেব।—'লাজহর' প্রাণেশ্বরি!—

ইহারে হানিলে

লাজধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া কুলবালা

সাধে পুরুষের মন।—ওকে আসে?

(চন্দ্রাবলীর প্রবেশ)

রহ শুনি কি বলে এ!—(লাজহর গ্রহণ)

চন্দ্রা।—হায়রে ললাট মোর!—

কাঁহে না মরলু—যব জনমলু,

পিয়ক না পালু যদি!

কাঁহে জনমলু?—দুর্লভ জনমে

কি ফল—কেশবে যদি

হৃদয়-মাঝারে নারলু রাখিতে?

বিফল জীবন মোর!—

বিফল সাধনা করম বিপাকে

বিধাতা কি দোষ তোর!

'দে জল'—'দে জল'—জপই যতনে

সাধলু জলদ বরে!

জলের বদরে বজর গিরল

হমার কপাল ফেরে!

পিয়াসে দহিয়া জলধি দেখিয়া

উদল মানসে আশ!

জলধি শুকল পিয়াসা না গেল

হায় রে সরবনাশ!—

পিয়ক—প্রিয়জনকে করম—কর্ম্ম। বদরে—বদলে।

তাপিত ভইয়া অটবী হেরিয়া
পুলকে পূরল মন ;
অটবী ভাঙ্গিয়া মুড়মে গিরল
বিধিরে এ তোর গুণ !
ফুলের আবলি যতনে গাঁথিয়ে
গলায় পরলু তারে ;
সাপিনী ভইয়া হায় রে কপাল
দংশল হৃদয়ে মোরে !—
কাঁচন নেহারি যতন করিয়ে
বাঁধলু আঁচলকোণে ;
খুলিয়া পেখলু হায়রে ভসম
হমার কপাল গুণে !—
শারদ নীলিমা গগন নিরখি
পাগর ভইল মন ;
ধরব ভাবিয়া পচিমে ধায়লুঁ
মিছা ভইল শ্রম !
শারদ শশীর মাধুরী নিরখি
দুরাশা ভইল মনে !
সোপান বনাতে জীবন গয়িল
না পালু সে শশী ধনে !
(হম্)—নখরে পৃথিবী খুদিয়ে খুদিয়ে
পুকুর কাটলু হায় ;

কাঁচন—কাঞ্চন

(হম্)—যোগাসনে বসি জনম কাটালু
তবুও না পালু তায়।

(চিন্তা।)

রতি।—(কামদেবকে শরাসনে লাজহর আরোপণ করিতে উদ্যত দেখিয়া নিবারণ কবুতঃ)

রহ নাথ শুনি আগে আবার কি বলে!
মর আঁখে শূন্য মোরা—মরের শ্রবণে
না পারে বাজিতে যাহা কহিছি আমরা।

চন্দ্রা।—হায়রে সে দিন!—
কুদিন হলেও সুদিন সে দিন!—
কুদিন কহব কেসা?
(যদি) কুদিন সেদিন সুদিন, তাহলে
অভাগী জীবনে কাঁহা?
(মোর) জীবন তামসী নিশির মাঝারে
জীবনে চাঁদিমা যদি
উদল—তাহলে সে দিনই সে দিন,
কুদিন কহতু যারে!
(মোর) যে দিন হৃদয়-আকাশে উদয়
নীরদ চাঁদিমা ভেল—
আশার সরসে প্রণয়-কুমুদ
সে দিন বিকাশ ভে'ল!

কেসা।—কেমন করিয়া।

(সে যে) বিকাশ ভেয়ল, আর না মুদল,
রহল একই ভাবে ;—
(মোর) হৃদয় সরসে সে নীল শশীর
মূরতি নিয়ত জাগে!
(হম্) অভাগা চাতকী, শারদ গগনে
জলদে নেহারি হায় ;
বরখব বলি বৃথাই ভুললু
পিয়াসে পরাণ যায়!
রাবণক চিতা হৃদয় মাঝারে
ধিকি ধিকি ধিকি জ্বলে!
(হম্) কি দিয়া নিবাব ?—কাঁদিয়া নারলু,
না নিবে নয়নজলে!
(অরে) নিঠুর মদন না হোয়ও মরণ
বজর গিরক ভালে।
(তোর) ফুলের ধনুকে লাগুক অনল,
মলয়ে দংশুক নাগে ;
(হম্) তোর লাগিয়ে পাগর ভয়লু
কাঁহা পলাব হায়!
(মোর) মরণ ভইলে বাঁচন ভইত
এ পোড়া মদন দায়!
এ পাপ জীবনে কি ফল হমার
না পালু কেশবে যদি ?

পাগর—পাগল।

(হম্) সেরূপ ধেয়ানে যোগাসনে বসি
জীবন কিয়ব মাটি।
(হম্) ব্রজের রেণুমে রেণু ভেয়ব
বাধব বঁধুর পায়!
ব্রজের মরুতে মরুত ভইয়ে
বহব বঁধুর গায়!
ব্রজের সলিলে মিলিত ভইয়ে
মিলব বঁধুর সনে!
ব্রজের অনলে অনল মিলিয়ে
জাগব বঁধুর মনে!
ব্রজের আকাশে আকাশ মিশাব
ব্রজের অনুমে অনু!
(আবার) ব্রজের বিপিনে অনুর সংযোগে
পায়ব নূতন তনু!
ভেয়ব বকুল কদম বল্লরী
ফুটব কুসুম তায়!
তাহার তলায় অধরে মুরলী
দাঁড়াব কেশব রায়!
ব্রজের হিলোলে খুলিয়ে পাবড়ী
গিরব তাহার গায়।
(আবার) ব্রজের কামিনী তুলই যতনে
গাঁথই আবলি তায়

হিলোলে—হিল্লোলে।

ঝুলাব যতনে চরচি চন্দনে
বিশাল উরসে তার!
(আবার) ব্রজের মরুতে মিশায়ে পরাগ
পসব নাসায় তার!
(হম্‌ার) জীবনে কি কায, যদি না লভলু
দুর্লভ বঁধুর পদ?
(হমার) ব্রজের রেণুতে বাসনা মিশিতে
পাইতে নির্ব্বাণ পদ!

(ক্ষণকাল চিন্তা ;—পরে শ্রীকৃষ্ণকে দূর হইতে
দেখিয়া)

অই নিশীথে সূরয উদয় ভেল।—
এরূপ নেহারি পাসরি কইসে?—
কইসে ধৈরয ধরি?
(মোর) পরাণ গয়িল!—কি ফল হমার
শরমে মরম করি?
(হম্‌) মদনক পাশ দু'কর পসারি
বাঁধব উরসে তারে!
(হম্‌) সাপটি ধয়িয়ে জনম সফল—
কিয়ব জনম তরে!
পলকের তরে উরসে পরশি
উরস মোহন তার—
যায় যদি প্রাণ!—তাহে কি ক্ষতি?
তাহি বাসনা মোর!

(যদি) পরশি উহারে জীবন ত্যজলু
তবে কি চাহিরে আর?—

(কামদেবের লাজ-হর ত্যাগ—
চন্দ্রাবলীর বক্ষে পতন;—চন্দ্রাবলী আলুথালু বাসে
শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে পথ রুদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মানা।
রতি, কামদেব, বনদেবী ও যমুনা দেবীর অন্তর্দ্ধান।)

শ্রীকৃষ্ণ।—কোন আরে?—চন্দ্রাবলি!—
বাসর কি সুরচিত ভেল?
কুঞ্জ কাননমে আয়ল কি রাই?
হম্ যমুনাতীরমে বইঠি
ফুকারই বংশী বোলায়লু তায়!
কহ কন্দ্রাবলি
সাধনা কি সফল ভেল?
কুঞ্জগগনমে উদয় কি ভেল
ভাগ-চাঁদিমা মোর?

(চন্দ্রাবলী কর্ত্তৃক দক্ষিণ হস্ত দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের গলদেশ
বেষ্টন করতঃ গতিরোধকরণ)

হম্ চলত ত চন্দ্রাবলি
তু' কাঁহে পাকড়ি লেত?—
সখি চন্দ্রাবলি তু' কিয়তু কা?
অপরাধী নিছন কাঁহে লেত মোয়?

নিছন—মতন।

চন্দ্রাবলী।—(শ্রীকৃষ্ণকে ধীরে ধীরে কুঞ্জ কুটীরের সম্মুখস্থ লতামণ্ডপের দিকে লইতে লইতে)

অপরাধী নহ ?—তু'কইসে কহত ?—
আড় কুটিল খরতর সন্ধানে
সরলা ব্রজবালা বিঁধই ঘুমত !—
নির্লাজ তু' বড় !—
অপরাধী নহ নহে কাঁহে কহত ?—

(ক্ষণকাল পরে)

অধীর না ভেয়ও বনোয়ারি
আজিত অতিথি তুহ হমারি !—
(হম্) যোগাসনে বসি জনম কাটায়লু
অহি শ্রীচরণ আশে !
গ্রহ পরসন আজি মোর ভেয়ল
মিলল্ কুঞ্জনিবাসে !
ললিত লবঙ্গ লতায় বিরচিত
কুঞ্জ কুটীর !
হেরহে নটবর অই বিরাজত
মদন মনোহর !
ছোড়ব না আজি, অইঠে বইঠবি
চল বনোয়ারি !
কইসে ভাগবি ? শকবিত না হরি,
লাগয়ব মদনক বেড়ি !

পরসন—প্রসন্ন। অইঠে—ঐ স্থানে।

হৃদিকারাগারে আগর আটকই
আটকব তোহে।
(ভালা)—কইসে ভাগবি কপট কালিয়া
পেখব ত আজি তাহে।—

(কুঞ্জ-কুটীরের সম্মুখস্থ লতামণ্ডপে শ্রীকৃষ্ণকে
লইয়া উপবেশন)

অধীর ভেয়তু কাঁহে?—বঁধুহে বইঠ—
যতনে পূজব তোহে।
ফুলের কুটীরে চলহে নাগর
পায়বি পিরীতি তাহে!
ফুলের আগর আটকি যতনে
আটক কিয়ব তোহে!
চপল নয়নে চাহত সঘনে
কি ভয় উদল মনে?
উরস-বাসরে শোয়াব তোহারে
বিরস-বদন কেনে?
ফুলের কুটীর ফুলের ছাউনি
ফুলের আগর তায়!
ফুলের পাঁচীরে ভ্রমরা বিহারে
মধুর মধুর গায়!
ফুলধনু করে ফুলের বঁধুয়া
ফুল-শর ঘন হানে!

ভাগবি—পলায়ন করিবি। পাচীরে—প্রাচীরে।

ফুলের আঘাতে হিয়া বিদরত
কইসে ধৈরয মানে ?—
ফুলের বাসর ফুলের তৈজস
ফুলের বেড়ায় ঘেরা !
ফুলের শিখরে শোয়াব ভ্রমরা
মধুরে দেত্ হে সাড়া !
ফুলের সৌরভে মোহিত কোকিলা
কুহরে তমালশিরে !
বঁধুহে বইঠ না ভেব উতরা
হৃদয়ে শোয়ই তোরে !
অধর-অমিয়া পিয়াব যতনে !
তবে হে বিরস কাঁহে ?
লওহে নাগর দিনু হে ফিরায়ে
দাগহে চুম্বন তাহে !—

(শ্রীকৃষ্ণের মুখের নিকট ধীরে মুখ লওন ; শ্রীকৃষ্ণ অপ্রতিভের ন্যায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়)

হায়রে করম দশা !—
মাণিক হেরিয়ে উন্মাদ ভইয়ে
হাত বাড়ালু হায়।
কে জানে মাণিক নাগের মাথায়
উলটি দংশল গায়।

ফুলের সৌরভে মোহিত ভইয়ে

ধরলু নাসার মূলে ;

নাগিনী ভইয়ে ললাটে দংশল

এহি আছিল ভালে !

জলের লাগিয়ে হাত পাতলু

গরল দির্লি হে বঁধু !

ভিকের আশয়ে করঙ পাতিলু

মুট দেখালি শুধু !

তু'বড় নিঠুর কৃপণ নাগর

না ভেল করুণা মনে ?

কি বড় কথা হে ?—একটী চুম্বন

এতেও বিমুখ দানে !

শ্রীকৃষ্ণ।—চন্দ্রাবলি !

আজি ছোড়ি দেহ মোহে ;

কালি দরশন পুন দিব তোহে !

বাসর বনাই রাধিকা বৈঠত

কুঞ্জ বিপিনমে,

বিপদ বিষম বিলম্বে ভেয়ব

বজর গিরব মাথে !

চন্দ্রাবলি !—আজি ছোড়ি দেহ মোহে

কালি দরশন পুন দিব তোহে !

করঙ—করঙ্গ।

চন্দ্রাবলী।— দিন পায়লু যদি হে নাগর
কে ছোড়ে আজি হে তোহে ?
রতনে পাইয়া যতনে বাঁধলু
খুলিয়া ফেকব কাঁহে ?
পিয়াসে জ্বলিয়া জল লভলে
না পিয়ে কে ছোড়ে তারে ?
হিমানী সহিয়া অনল লভলু
নিবাব কাহার তরে।
ছোড় হে চাতুরী বঁধু !—
না হই বালিকা বুঝি হে নাগর
ভুলি না কথায় সুধু !—
(আজি) কে ছোড়ে নাগর তোরে ?
(যদি) লভলু রতনে বাঁধলু যতনে
খুলব কাহে হে বঁধু !
অধর-আগারে রাখিলু যতনে
পিয়াব তোহারে মধু !
বাসব-বিভব কুবের-ভাঁড়ার
চরণে দিউক ধরি !
বঁধুহে বিফল !—যাউক জীবন
তবুও তোহে না ছোড়ি !
বঁধুহে !—
নিজ অধিকারে পায়লু তোহারে
তু'হলি হমার প্রজা

হুকুম বিহনে যা দেখি কইসে
আব হি হমৃত রাজা!
খাজানা চুম্বন ওয়াদা ভেয়ল
তাগাদা করতু সুধু!
কর হে দাখিল, মদন মৌসিল
নতুবা দিবহেঁ বঁধু!—
মদন পেয়াদা ভইলে ওয়াদা
না মানে আপন পর!
ত্যজ হে ছলনা, ওয়াদা ভেয়ল
কর হে দাখিল কর।

(চুম্বন)

ছল করিয়ে যাবে হে ভুলায়ে
সে আশা ত্যজ হে বঁধু!
ছল করিয়ে ভকতে ভুলাও
হরি হে তু'বড় সাধু!
বঁধুরে—আমরি!—
তু'বড় কলপতরু!—
মুটের লাগিয়ে আঁচর পাতলু
নিরাশ করলি তাহে!
লাজ ত্যজিয়ে যাচলু একটী
না দিলি নাগর মোহে!

আঁচর—অঞ্চল।

দিতি যদি হে স্বদে আসলে
শোধিতু তাহলে তোহে!
দিতি একটী লভতি দশটী
অবোধ তু বড় কান!
লাজ খাইয়ে যাচিকা ভয়লু
রাখিলি ভালা হে মান!—
রাখ বা না রাখ যা খুসি তা কিয়
না ছোড়ি বঁধুয়া তোরে!
হরিণ করিয়ে পালব বঁধুয়া
যৌবন-কাননে তোরে!—
কানন-মাঝারে ফিরবি ঘুমবি
চরবি যা খুসি তাহে!
বাপী কূপ সর নির্ঝর কন্দর
ভূধর প্রান্তর যাহে,
উতলা ভইলে বিপদ ভেঁয়ব
বঁধুয়া রাখবি মনে।

(শ্রীকৃষ্ণের গলায় ফুলমালা পরাইয়া)

(এই) ফুলের শিকলে লাগালু কুলুপ
বারণ আজি না মানে!—
(মোর) মানস-বারণ না মানে বারণ
কি করি?—কহিদে মোহে!
উরসে উরস পরশ নাগর
বিরস রহলি কাহে?—

(কিঞ্চিৎ পরে)

ছিছিরে কালিয়া কাঠের পুতলি
পাখাণে রচিত হিয়া !
সাধনে সদয় না ভেলি কালিয়া,
সাধব আর কি দিয়া ?
শরমে যদিহে নীরব বঁধুয়া—
শরম করতু কাঁহে ?
ধরায় নিরখি কাঁহেরে নাগর ?
সুধাই কহত মোহে !—
তুলহে বদন দাগ হে চুম্বন
না রবি এমন ধারা !
তমাল বকুল লবঙ্গ বল্লরী
সুঝে কি অরথ তারা ?
(চুম্বন)
(মোর) মধুর আধার অধর কমলে
যদি না রহতু মধু !
(এ) যৌবন-জোয়ারে রূপের লহরী
যদি না খেলতু বঁধু !
আঁচল নিচোল উছলে মলয়
যদি না বহতু বাত !—
বঁধু হে তাহ'ল আপনি (ই) বুঝিতু
ধরতু না তোর হাত !

অরথ—অর্থ।

হের হে বঁধুয়া পরখ করিয়া
না হই কুরূপা কভু।
(তোর) বুকের উতাপে গলিয়া যায়ব
কোমল এইসন বপু!
যমুনা-সৈকতে নাচিয়া বেড়াব
না রব চরণরেখা!
মালতী শাখায় শোয়ার ভইলে
হেলব নাহিক সখা!
(এ) মধুর আগার অধরে হমার
কভু না ফুরায় মধু!
না হোয় বারেক হের না বঁধুয়া!
পরীখা করিয়ে স্নধু।—

শ্রীকৃষ্ণ।—**হম্ চলব অব—ছোড় চন্দ্রাবলি।**
নিশি বুঝি অবসান ভেল।

চন্দ্রাবলী।—(নিশি) থাক বা না থাক যাকনা বঁধুয়া
কি ক্ষতি তাহে হে মোর?
দিবসে কি ফুলে না বসে ভ্রমর
বঁধুহে স্নধাই তোর?
(যদি) তরুণ ভানুর ললিত কিরণ
না সহে ললিত গায়ে,
এলায়ে কবরী যতন করিয়ে
রাখব আড়াল দিয়ে!

উতাপে—উত্তাপে। পরীখা—পরীক্ষা।

শীতল লোলিত মেদুল নিশ্বাসে
ব্যজন কিয়ব তোহে!
নয়ন-আসারে ধোয়াব বঁধুয়া
ভাবনা কিয়তু কাঁহে?
(নিশি) থাক বা না থাক যাক না বঁধুয়া
না ছোড়ি আর্জিহে তোর!
যতন করিয়ে রাখব নাগর
খোপার মাঝারে মোর!
নতুবা যতনে হার করিয়ে
উরসে পরব তোরে!
আঁচলে নতুবা যতনে বাঁধিয়ে
ঝুলাব নিতমপরে!—

(শ্রীকৃষ্ণের হস্ত ধারণ)

শ্রীকৃষ্ণ।—ছোড় লো, কি কর?—কর হমারি—

চন্দ্রাবলী।—না ছোড়ি নাগর তোহে!—
তবেত ছোড়ব, মানস হমার
উলটি আগে দে মোহে!

শ্রীকৃষ্ণ।—নিলাজ তু'বড় সখি!
প্রভাত ভইল একিরে বালাই
না ছোড় হমারে কাঁহে?

নিতম্—নিতম্ব।

প্রভাত ভইলে বিপদ ভেয়ব

বিফল বুঝান তোহে।—

(বিরক্ত হইয়া চন্দ্রাবলীর হস্ত ছাড়াইয়া গাত্রোত্থান ;—
চন্দ্রাবলী মূর্চ্ছিত হইয়া পতন)

শ্রীকৃষ্ণ—(অপ্রতিভ হইয়া) কি ভেল আবার ?—

(ব্যস্ত হইয়া কখন হস্তে কখন গণ্ডে কখন বক্ষে
কখন ওষ্ঠে হস্ত সঞ্চালন ;—
কখন হস্ত টিপিয়া নাড়ী দর্শন ;—
নয়নে কর্ণে ও ওষ্ঠে ফুৎকার ও চৈতন্য করিবাব নিমিত্ত
নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করণ ;
পরিশেষে চুম্বন ;—চন্দ্রাবলীর নয়ন উন্মীলন—
তদ্দর্শনে আশ্বস্ত হইয়া
পুনঃ পুনঃ চুম্বন)

চন্দ্রাবলী।—কাঁহা আবহি হম্ ?

অমরে না মরে ?—জলে না অনলে ?

উষা না প্রদোষ এবে ?

জীবনে কি ভাল ?—না মরণে মঙ্গল ?

ঠাহরিতে এবে নারি !—

এহিত জীবন আছিল হমার

জীবনে মরণ তবে !

(আবার) মরণ ভইল লভলু সে স্থখ

জীবনে নারলু যারে !

ঠাহরিতে—বুঝিতে।

বঁধু—তুই কি বধলি মোরে ?

আবার বধহে মিনতি বঁধুয়া
বধহে, চরণে ধরি !

(তোর) কুটিল নয়নে বিরাগ তরগ
পেখিতে আর যে নারি !

(তোর) কঠিন হৃদয় নকিব নয়ন
মারিত জীবনে মোহে !

(তোর) সদয় অধর যদি না রখিত
অমিয়া বরখি মুখে !—

(গাত্রোত্থান করিয়া শ্রীকৃষ্ণের হস্ত ধারণ করতঃ)

বঁধুহে তোহার বিমল অধর
ললিত নিশান মোর

ললিত অধরে লাগল যদিহে,
কি দিয়া শোধব তোর ?

শোধে যদি হে আপনা বিকালে,
আপনা বিকাই তবে !

কিনহে বঁধুয়া, সুলভ মূলমে
দিব হে ছোড়িয়া তোরে !

হারাব বলিয়া ডরহ যদিহে
লওহে বঁধুয়া তবে !—

(শ্রীকৃষ্ণের মুখের নিকট মুখ লইয়া)

দাগহে তোহার মদন মোহর
(হমার) তরল অধর মূলে !—

হাজার চুম্বনে বেচব এমন
স্থলভ !—বঁধুহে কিন ?—
এক দিনে নার দশ দিনে দিহ
তবেহে বিরস কেন ?—

(নিস্পন্দের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের মুখ পানে এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকেন ;—নেপথ্যে কোমল বাদ্য)

শ্রীকৃষ্ণ।—এ কিরে ভইল ?

(চন্দ্রাবলীর নিদ্রাভিভূত হইয়া ঢলিয়া পড়ন)

অলসে নয়ন মুদিত ভেয়ত কইসে—

(নিদ্রাভিভূত হইয়া চন্দ্রাবলীর পার্শ্বে ঢলিয়া পড়ন ; যমুনা দেবী ও বন দেবীর পুনরাবির্ভাব)

বনদেবী।—হেরিলেত লাজহরে ?—
কহ যদি সখি এবে প্রতিকার করি !—

যমুনা দেবী।—কেমনে করিবে সখি ?—
স্মর তবে স্মরে।
সম্মোহনে উনমাদ করিবে কেশবে !—

বনদেবী।—হিতে বিপরীত হবে স্মরেরে স্মরিলে,
বিঘ্ন তার প্রতি কাযে !—

যমুনা দেবী।—তবে কি করিবে ?

বনদেবী।—ফুল শরাঘাতে কালি গোবর্দ্ধন শিরে
কুসুমিত শূলীশূল হয়েছিল যেই,

দিহ—দিও।

এই সেই ফুল সখি!—শুনিয়াছি আমি,
মদন-মন-মোহিনী বলেছেন মোরে,
নিদ্রাকালে যার আঁখে ছোঁয়াবে এ ফুল
নিদ্রাভঙ্গে যার মুখ প্রথমে দেখিবে
মজিবে তাহার সহ!—দেব-মায়াবলে
নররূপী নারায়ণ আছেন নিদ্রিত!—
পাশে তাঁর চন্দ্রাবলী!—নিদ্রাভঙ্গে আঁখি
অবশ্য পড়িবে তাঁর চন্দ্রাবলী পানে!—

যমুনাদেবী।—সেই ভাল!—

বনদেবী।—এস তবে!—

(শ্রীকৃষ্ণের চক্ষে ফুল মুছাইয়া বনদেবী ও যমুনাদেবীর অন্তর্দ্ধান।)

যবনিকা পতন।

তৃতীয় স্তবক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাধিকা-কুঞ্জ।

সময় নিশীথ।

(রাধিকা ললিতা ইত্যাদি সখীগণের বাসর বিরচন।)

রাধিকা।—সখিরে!——

বাসরত বিরচিত ভেল!
কুঞ্জ-কাননমে হরি কই আয়ল?
দ্বিতীয় প্রহর বিগত ভেয়ল,
অবত বধুঁয়া নিচয় আয়ব!
অই বুঝি—(ত্রস্তে কুঞ্জদ্বারে গমন)
নহে সখি!—
চতুরানিল ছলত মোহে!—

(প্রত্যাবর্ত্তন)

(ললিতাকে কথা কহিতে উদ্যত দেখিয়া)

রব সখি!—ঠিক্ এহি বধুঁয়া আয়ল!
অই শুন!—(ত্রস্তে কুঞ্জ-দ্বারে গমন)
হুঃ—(দীর্ঘনিশ্বাস)—নহে সখি!

নিচয়—নিশ্চয়।

মলয়ানিল দোলনে মাধবী বল্লরী
ঝরত হিমকণা মৃদু মধুরিমে!
(দীর্ঘ নিশ্বাস ও প্রত্যাখ্যান)
আশা-কুহকিনী শারদ গগনে
চাতকী ভুলায়ত জলদে দেখাই!
বুঝি বা
মিছা প্রলোভনে ভুললু সজনি!
আয়ব কহি হরি মিছা ভুলায়ল!
আয়ব না যদি তবে কাঁহে কহল?—

(উৎসুক চিত্তে কুঞ্জ-দ্বারের দিকে দৃষ্টি ও উৎসুক কর্ণে শব্দ লক্ষ্য করণ;—মস্তকোপরি বকুল বৃক্ষে কোকিলের কুহু ধ্বনি।—)

আঃ—বাজ গিরক তুয়া মুখে!—

(কুসুম স্তবক ছুড়িয়া প্রহার;—কোকিলের পলায়ন; রাধিকা প্রভৃতি সকলের হাস্য।)

ললিতা।—পাকড়িতে পারি যদি কহি দিন
দধিয়া পিলায়ব—

রাধিকা।—(মুখে হাত দিয়া ললিতাকে নিবারণ করিয়া।)
চুপ!—বঁধু বুঝি আয়ল!—

(ললিতার মুখ পানে চাহিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করতঃ)

অই!—নহে সখি!—(দীর্ঘ নিশ্বাস)

পিলায়ব—পান করাইব।

(সকলের হাস্য ; অপ্রতিভ হইয়া ঈষৎ হাস্য করতঃ
রাধিকার কুসুমশয্যায় শয়ন।)

বিশাখা।—সখি সব এক কাম কিয় কহি
নিচয় মাধব আয়ব আবহি!
সব সখী মেলি নীরব রহবি
নাহি বাতায়বি কহি
মান করি যেন রহ পড়ি রাই!—
মাধব আইলে নীরব রহবি
পেখব চতুর কি কিয়ে!
সাবধান রাধে নট নাহি কিয়বি
মিনতি করত তোহে!

(রাধিকার চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অবস্থান ; সখীগণ নীরব ;
কিছুক্ষণ পরে বিশাখার নিঃশব্দে
কুঞ্জের দ্বারের দিকে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দ্রুত পদে
কুসুম-শয্যায় রাধিকার এক পার্শ্বে উপবেশন।)

রাধিকা।—ত্রস্তে গাত্রোত্থান করিয়া বিশাখার গলদেশ
বেষ্টন করতঃ)

অব আইলিত বনোয়ারি!—

(সকলের হাস্য ;—অপ্রতিভ হইয়া সলাজে
মুখ ফিরাইয়া রাধিকার শয়ন)

ললিতা।—দ্বিতীয় প্রহর বিগত ভেয়ল
বিশাখে কহ কাঁহে
হরি এসা আজি বিলম করত ?—

কহি—কেহ। নট—নষ্ট। বিলম—বিলম্ব।

(সকলের উৎসুক চিত্তে কুঞ্জের দ্বারের দিকে দৃষ্টি ;—
রাধিকার গাত্রোত্থান ;—বৃন্দার প্রবেশ)

রাধিকা।—বৃন্দে ! আয়লি তুহি ?—

(দীর্ঘ নিশ্বাস)

মাধব আলয়ত নাহি !—
আয়ব বলি হরি কহল—কি মিছাই
তুহি ভুলায়লি মোহে,
অব কইসে বুঝব তাহে ?

বৃন্দা।—গোঠ ত্যজি হরি আয়ল যব ঘর
পেখলু বলাইক সাত
ঈষদ হাসই নয়নমে কহল
আঙুলে করই সঙ্কেত !
আয়ব বলি ঠিক্ করল সঙ্কেত !
আয়ল না কাঁহে কইসে কহব ?
শকলবা না বনোয়ারী।

(বিশাখার দিকে দৃষ্টি করিয়া গোপনে ঈষৎ হাস্য করতঃ)

নন্দ যশোমতী বলাই দুলার
রাখল বা আঁখে আঁখে।
শকব না আনে বুঝি সেই পাকে !
মিছা জাগরণে কি ফল ফলব
ঘরে ফিরি চল যাই—

গোঠ—গোষ্ঠ।

আজি নাহি ভেল কালি দরশন

পুন পাবি তারে রাই !—

(সখীগণের প্রতি গোপনে ইঙ্গিত করিয়া গমনোদ্যত)

রাধিকা।—(নিবারণ করিয়া)

অলপ রহবি আয়ব বনোয়ারী

অধীর না ভেয়বি হম্ শুনলু বাঁশরী !—

(বৃন্দার হাস্য)

তু' হাসতু কাঁহে ?

বাঁশরী শুনলু কহু তাহি ঠিক

প্রহর না অতীত ভেল

কাননমে হরি নিচয় পঁহুছল

কুঞ্জমে আয়ব অব !

অই—ঠিক্ !—বধুঁয়া আয়ল !—

(ত্রস্তে কুঞ্জ-দ্বারে গমন)

নহে সখি !—

ভ্রমর চুম্বনে বিভোর ভেয়ই

গিরত তরু ত্যজি বকুল প্রসূন !—

(দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করতঃ প্রত্যাখ্যান ও কুসুম শয্যায় শয়ন ;—বৃন্দার হাস্য)

ললিতা।—(ত্রস্তে রাধিকার পার্শ্বে আসিয়া উপবেশন করতঃ কুসুম-মণ্ডিত তালপত্রের দ্বারা ব্যজন করিতে করিতে) বৃন্দে ! তু' করত কা ?

হের হের !—

যেন হিমকর-করে কমল বিগলিত ভেল।

(রাধিকার দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করতঃ পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া শয়ন।)

বৃন্দা।—হম্ বৃন্দাবন ত্যজি ভাগব।—

করইতে পীরিতি নিষেধ করলু
তবত না শুনলি ব্বাত।
নিষেধ না মানলি আপনি মরলি
অনল মে ডারই হাত!—
তপত ক্ষীর হেরি সবুর না সহল
অব অত পুড়ল গাল!
ব্যাজের বিধান নাহি নিলি রাধে
বেয়াধি ভইল হব!
রোগ বাড়ায়ই প্রলয় করলি
ঔষধি যাচত অব!—
শিঙ ভাঙি হম্ বাছুরা মে জোঠি
কামনা কিয়নু ভালা
অসাধ্য সাধনে গতর খোয়ায়নু
মরইলে ফুরব এ জ্বালা!
আয়বত হরি এসা কাঁহে ভেয়লি
তিলেক না সহে কি ব্যাজ?
মরবি না প্যারি, যায়ব যাঁহা হরি
(বা)—যমুনামে মরব আজ!—

(শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে প্রস্থান।)

বেয়াধি—ব্যাধি। বাছুরা মে জোঠি—বাছুরের দলে মিশিয়া।

পট পরিবর্ত্তন।—কুঞ্জের দ্বার।

(রতি ও কামদেবের আবির্ভাব।)

রতি।—মোর কিরে, কর কৃপা, হেন নাক আর!—
হের প্রাণেশ্বর
শরদিন্দু বিমলিন তব ফুলশরে!

কামদেব।—(চন্দ্রাবলীর কুঞ্জের দিকে অঙ্গুলি
নির্দ্দেশ করিয়া।)

হের প্রিয়ে কোথা হরি!—
নিমগ্ন নিদ্রাসাগরে চন্দ্রাবলী পাশে!
এক কায করি এস!—

(রতির কবরী হইতে দুইটী রক্তিমবর্ণ
পারিজাত উন্মোচন করিয়া।)

মন্দার কুসুমশরে রক্তিম বরণ
হ'য়েছিল প্রাণেশ্বরি—এই সেই ফুল!—
যার আঁখে যেই কালে ছোঁয়াবে এ ফুল
দিব্য চক্ষে তৎক্ষণাৎ দেখিতে পাইবে
যারে ভালবাসে তাঁরে যথা যেই ভাবে!—
পশি কুঞ্জমাঝে তুমি ব্রজাঙ্গনাবেশে
ছোঁয়াও এ ফুল প্রিয়ে রাধিকার আঁখে!
চন্দ্রাবলী পাশে যথা নিদ্রামগ্ন হরি
যাই আমি প্রাণেশ্বরি!—
ছোঁয়াব এ ফুল তাঁর আঁখে।

এইমাত্র বনদেবী ত্রিশূলের ফুল
ছোঁয়ায়ে নয়নে তাঁর
হয়েছেন অন্তর্দ্ধান!—করেছেন মনে
নিদ্রাভঙ্গে তাঁর অবশ্য পড়িবে আঁখি
চন্দ্রার বদন-ফুল্ল-অমল-কমলে!—
যাই প্রিয়ে আমি
ছোঁয়াই এ ফুল আগে মাধবের আঁখে।
অঙ্কিত রাধার চিত্র মাধব অন্তরে,
অন্তরে নিরখি চিত্র জাগিবেন হরি
হইবেন ব্যাকুলিত।—আসিবেন ছুটি
রাধিকা কুঞ্জ কাননে!
দুর্জ্জয় মানে রহিবেন রাধা
সাধিবেন বনমালী!—নয়নের বারি
চরণ-অলক্তে মিশি ভিজাবে পৃথিবী!—

রতি।—ব্রজাঙ্গনাবেশে নাথ পশি কুঞ্জে তবে!—

কামদেব।—এস তবে প্রাণেশ্বরি!—

(উভয়ের অন্তর্দ্ধান।)

পট পরিবর্ত্তন।—পূর্ব্ব দৃশ্য।

(সখীগণ-পরিবেষ্টিত রাধিকা কুসুম-
শয্যায় শায়িতা।)

ললিতা।—(ব্যজন করিতে করিতে)
অধীর না ভেয়বি রাই

অলপমে কুঞ্জে আয়ব কানাই!—

রাধিকা।—সখিরে!—

ফুলের শয়নে জ্বলন জ্বলতু
সহন আর না যায়!
বিছার জ্বলনে জ্বলতু হৃদয়
কইসে ধৈরয রয়?
মদন-গরল মলয় সমীরে—
পশিছে নাসায় মোর!
ফুল-ফণিহার-বিষম-দংশনে
হৃদয়ে ভেয়ল জ্বর!
অঙের ভূষণ আঙার যৈসন
শয়ন শূলের পারা!
(সখিরে!) বঁধুয়া বিরহে বিদরত হিয়া
ভয়নু গেয়ান-হারা!
(উঃ) হিয়ার ভিতরে তুষের অনল
ধিকি ধিকি ধিকি জ্বলে!
আন সখি জল—ঢাল—নিবারণ
পেখি যদি ভয় জলে!

(দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করতঃ পার্শ্ব পরিবর্ত্তন;—ব্রজাঙ্গনা-বেশে রতির প্রবেশ)

বিশাখা।—(রতির হস্তে ফুল দেখিয়া)

লবঙ্গলতে!—দেহি মোহে পেখব!—

(গ্রহণ)

আঙার—অঙ্গার। পারা—প্রায়। গেয়ান—জ্ঞান।

এ ফুল পায়লি কাঁহা ?—
নয়ন-প্রীতিকর সুরভে প্রমোদিত
নিকুঞ্জ কানন ভেয়ল ?
তু' এ ফুল পায়লি কাঁহা ?—

রতি।—এক যাতুকরী মোহে দিয়ল !
পরশিলে নয়নে প্রিয়জনে পেখব
রহইবে যব যেই ঠাঁই !
দরপণে যেসা নয়নমে তৈসন
গিরয়ব বিম্বব সই !

রাধিকা।—(উৎসুক চিত্তে গাত্রোত্থান করিয়া)
দেহি মোহে !—বিশাখে দেহি মোহে!—
দেখব !—

(বিশাখার ঈষৎ হাসিয়া হস্ত অন্তর করণ ;—রাধিকার
ঈষৎ হাসিয়া তুই হস্তদ্বারা কাড়িয়া লওন ;—
চক্ষে ফুল স্পর্শ করণ এবং দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করতঃ হস্ত
প্রসারণ করিয়া ফুল ছাড়িয়া দেওন ;—
অন্যান্য সকলে একে একে আগ্রহের সহিত ফুল
লইয়া চক্ষে স্পর্শ করণ)

উঃ—নয়নমে জ্বলল কি আগ ?—
(চক্ষু মুদিত করিয়া শয়ন)

বিশাখা।—চন্দ্রাবলী-কুঞ্জমে বনোয়ারী ?

ললিতা।—চন্দ্রাবলী-কোলমে বনোয়ারী !

রাধিকা।—(গাত্রোত্থান করিয়া)

দরপণ—দর্পণ। বিম্বব—বিম্ব।

সখিয়া—লে মোর আঁখ উখাড়ি।
হম্ অনধ ভেয়ব !—পেখব না পৃথ্বী !

(পুনরায় শয়ন,—ক্ষণকাল নিস্তব্ধ)

সখিরে !——

চূর্ণ নিরখি দধিয়া ভাবনু
গাল পুড়লু এবে
(হম্) অভাগা পতঙ্গ অনল নিরখি
ঝাঁপ দিয়নু তাতে !
(হম্) সরলা হরিণী কিরাত-সঙ্গীতে
মোহিত ভইয়ে হায়
আইনু আগই !—তীর-প্রহারে
অবত পরাণ যায় !
পিরীতি-মথনে জনম কাটানু
হায়রে রতন আশে
রতন বদলে গরল উঠল
হমার কপাল-দোষে
পিরীতি ব্যাপার পিরীতি ব্যাভার
করনু পিরীতি যাগ
পিরীতি বরত পিরীতি তীরথ
পিরীতি সাধনা সার !

লে মোর আঁখ উখাড়ি—আমার চক্ষু উৎপাটন করিয়া লও।
অনধ—অন্ধ। বরত—ব্রত। তীরথ—তীর্থ।

মান লাজ ভয় আহুতি করনু
পিরীতিকি হোমে বৃথা!

(কাঁদিতে কাঁদিতে)

বাঁকি এক সই দেখি যদি হয়
এ ব্রত সমাধা!

(সখিরে)—

আর কাঁহে তবে? বেয়াজে কি কায।
বাসর শয়নে সাজাওরে চিতা!—

(ওড়না দ্বারা চক্ষু মুছন,—কিয়ৎকাল সকলে নিস্তব্ধ)

বিশাখা।—হরি অব্ আয়ত কুঞ্জমে!—

রাধিকা।—সখি সাবধান!—খাড়াও দুয়ারে,
যেন কুঞ্জে হমার
চন্দ্রাবলী-বঁধু পশইতে নারে!

(গাত্রোত্থান)

পট পরিবর্ত্তন—কুঞ্জ-দ্বার।

(শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জে প্রবেশোদ্যত)

ললিতা।—(হাত ধরিয়া নিবারণ করিয়া)

এক বাত শুন ভালা কহি
তু' যায়তু কাঁহা?—

রেয়াজ—বিলম্ব।

শ্রীকৃষ্ণ।—কাঁহে ?—

রাই দরশনে কুঞ্জমে যায়ব সখিয়া!—

বিশাখা।—(দ্বার অবরোধ করিয়া)

কার ভাগ আজি পরসন ভেয়ল ?

(শ্রীকৃষ্ণেব কণ্ঠের ফুলমালা ধরিয়া)

কে এ ভাগবতী ?—

শ্রীকৃষ্ণ।—(অপ্রতিভ হইয়া মাল্য উন্মোচন করিয়া)

আপনি গাঁথই পরলু

গোঠমে রাখালক সাথ!

ললিতা।—(শ্রীকৃষ্ণের মাল্য গ্রহণ করিয়া)

দেহি মোহে!—পেখব

তু' গাঁথলি কইসন!

(ঘ্রাণ গ্রহণ)

ভালা—গোঠমে গাঁথলি!—

গাঁথলিত ভালা!—

এ চন্দন কুঙ্কুমে কাঁহা অভিষেক ভেল ?

শ্রীকৃষ্ণ।—বিশাখে,—দ্বার ছোড়ি দেহ যাই!—

বিশাখা।—ভালা যায়বিঁত!

তু' অধীর ভেয়তু কাঁহে ?

প্রহর না অতীত ভেল

তু' আব্‌হি অধীর ভেয়তু!

শ্রীকৃষ্ণ।—(সন্তুষ্ট হইয়া)

প্রহর না অতীত ভেল!—

আঃ!—ভুল ভইল হমার!—
হম বুঝয়লু নিশি বুঝি অবসান ভেল!
ললিতা।—ভুললি তুহ হরি—ভুলায়লি তাহে!
নেউটি যা পুনঃ—
সে বুঝি রোয়ত তোহার বিরহে।
(হাস্য)
বিশাখা।—(ঈষৎ হাসিতে হাসিতে)
রসিকা সে বড় বুঝনু বনোয়ারি
তু' মদন তরুবর
ফুল ফুটাই আজি ছোড়ল তোহারি।—
নীল ললাটমে শোভত সুন্দর
সিঁদূরক রেখা!
(যেন)—নীল গগনমে সিঁদূরিয়া মেঘ
অপরূপ দিয়ল দেখা!
সূরযসম তাঁহে ভালে উজলত
মলয়জ দাগ!
নীলে নীলে মিলি মালুম না ভেয়ত
কাঁজরকি রাগ!—
শ্রীকৃষ্ণ।—বেঙগ ত্যজলো বিশাখে!
দ্বার ছোড়ি দেহ পশব কুঞ্জমে।—
ললিতা।—সে আশা ত্যজ বনোয়ারি
আজি বিপিনমে হুকুম ভেয়ল জারি—

কাজরকি—কজ্জলের। বেঙগ—ব্যঙ্গ।

ছাড় বিনা তোহে ছোড়ইতে নারি।

বিশাখা।—অপরূপ শোভত কুঞ্জবিহারি
তাম্বুল-রাগে বিরঞ্জিত মঞ্জুল
কপোল তোহারি!
তাহে দন্ত-প্রহরণে মদন-মহারণে
লাগল আঘাত!
যেন নীল অনম্বরে চন্দ্র বিখণ্ডিত
ভেয়ই শোভত!

শ্রীকৃষ্ণ।—সখিরে!—রহস কিয়তু বৃথা
ত্বরিত গমনে গিরলু ভূতলে
বাধই মালতী ডালে!
আছাড় খাইয়া নিশান ভেয়ল
রহস করতু কাঁহে?
রঙ ত্যজিয়ে দ্বার ছোড়ল
করত মিনতি তোহে
পলকে কলপ গেয়ান ভেয়ত
আর না পরাণে সহে!

বিশাখা।—ভালা বুঝালি মোহে
কপট যইসন বুঝালি তৈসন
বলিহারি হরি তোহে!

ছাড়—অনুমতির নিদর্শন। কলপ—কল্প।

চতুরক খেল মালুম ভেয়ল
আর ক দিন রহে ?
পুরণ ভেয়ল গৃহত জাগল
চোর পড়ল ধরা।
থুথকুড়ে হরি—ছোড়হে চাতুরী—
পাহাড় না যায় যোড়া !
আকাশ পাতাল ফারাক ভেয়ল
ফুঁ দিয়া মিলাবে বঁধু ?
গেরুয়া বসন মাথায় বাঁধিলে
হরি হে না হোয় সাধু।

ললিতা।—এলি কাঁহে হিঁয়া পরেরি বঁধুয়া
কি কায পরেরি পাশ ?
আপন যে জন নারে কি সে জন
মিটাতে তোহার আশ ?
পরের মধুতে কি মিঠা আছে হে
পরেরি সাধতু কাঁহে ?
পরেরি গাছেরি ফল পেখিলে
—মুখ খুজাত কিহে ?
বালিকা সেজন বুঝলু আভাসে
ঠকালি তাই হে তাহে ;
হমরা ভইলে কইসে আয়তি
পেখতু কালিয়া তোহে

পাশ—নিকট।

হৃদের ভিতরে কুলুপ লাগায়ে
আটক কিয়তু তোহে!
বঁধুহে বুঝতু তু'কেসা চতুর
বালিকা ভুলান নহে!—

(বৃন্দার প্রবেশ)

বৃন্দা।—খুঁজিয়া খুঁজিয়া বিকল ভয়নু
স্বরগ মরত ধরা!
পাখা ভইল নাকি হে নাগর,
তাই কি নাযায় ধরা?
ভালা পড়লি অবাক করলি
আমরি চিকণ কাল!
খড়ি লেয়ই গুরুক জিতলি
পড়ুয়া তু' বড় ভাল!—

শ্রীকৃষ্ণ।—(বৃন্দার হস্ত ধরিয়া)
আকাশ ভাঙিয়া মুড়মে গিরল
উপায় কহি দে মোহে!
বিরহ-দহনে দহতু জীবন
দূতি মিনতি তোহে!
আজি কি কুখণে বাড়ালু চরণ
গিরল বজর মুড়ে!
মিছা বিপাকে ভরট ভেয়লু
মিছা না কহি তোরে!

ভরট—ভ্রষ্ট, কলঙ্কিত।

হরিতালি শশী পেখনু বুঝিবা
তাহি গিরনু ফেরে।
মিছা কলঙ্কে জড়িত ভেয়নু
ঠিক কহতু তোরে!

(হস্ত পরিত্যাগ।)

বৃন্দা।—মীন ধরিতে গিয়লি নাগর
পাঁক লাগল গায়ে।
জলে নামলি বসন তিতল
শুখা রহব কাঁহে?
সূরয উদল কুয়াশা গয়িল
মালুম ভইল এবে!
আঁখ মুদই আঁধার করিলে
রজনী ভয়হে কবে?
চাঁদেরে লইয়া তুহি চললি
আঁধার নাহোও তাহে।

(হাঁসিয়া)

কাঁসার ব্যাপারী হায়রে কপাল
জহরি ভুলাতে চাহে।

শ্রীকৃষ্ণ।—বৃন্দে রহস করবি পিছে।

(হস্ত ধরিয়া)

শপথ করিয়া কহতু তোহারে
জীবন গয়িল মোর!

জীবন গয়িলে কিফল ঔষধে?
আবহি উপায় কর!
যা তুই রাধার কাছে,—
হাত ধরিয়া করতু মিনতি
রহস করবি পিছে!

(বংশী বাজাইতে ইঙ্গিত করিয়া হাস্য করতঃ
বৃন্দার কুঞ্জে প্রস্থান।)

ললিতা।—(শ্রীকৃষ্ণকে বংশী বাজাইতে উদ্যত দেখিয়া
বংশী ধরিয়া)

র'বি হে বঁধুয়া না বাজাবি বাঁশী
হুকুম ভয়িল কড়া।
জোর করিলে জুলুম ভইব
দ্বার হতে খাবি তাড়া!
শরম না হোয়ও নিলাজ নাগর
লাগাতে বাঁশীতে তান?
এক কাণকাটা সামুলিয়া ফিরে
রাখিতে আপন মান!
মাঝ হাট দিয়া ফিরে অবহেলে
দুই কাণ কাটা যার!
বঁধুহে বুঝলু তাই হে তোহারি
না কর শরম আর!—

রহস—রহস্য। সামুলিয়া—লুকাইয়া।

শ্রীকৃষ্ণ।—হেন নিরদয়া কাঁহে ?

নয়নের জলে ভিজেনা কি মন

না হোয়ও করুণা কিহে ?

(সখিরে)—

পাথরত ঘামে এ দুঃখ হেরিয়ে

ঘামেনাকি তোর মন ?

দয়ার দুয়ারে ফিরে যে ভিকারী

শুনা নাহি কহি দীন!

(সখিরে)—

অভাগার ভালে ঘটল তা আজি

কপালে সকলি কিয়ে!

কিনি রাখ তবে কৃপা করি যদি

দেহ দ্বার ছোড়ি মোহে।—

ললিতা।—(হাসিতে হাসিতে)

দ্বার ছোড়া মূলে বেচবি আপনা

আজিত সুলভ বড়।

এক চোটে দর পড়ি গেল বঁধু

বুঝিনা অরথ তার!

সাহুকারি নাই বুঝলু হে তাই

নতুবা এমন কাঁহে ?

লাখদার সহ হাজারির কাজ

কি জানি কি যায় হয়ে।

ব্যাপারের লোভে মূল সহ যাবে
নাগর নহিহে তাহে।
কপাল ঠুকিয়ে সাহসী যে হোয়
সেহি যেন কিনে তোহে!
আদার ব্যাপারী হমরা বঁধুয়া
জাহাজ ছোঁয়ব কাঁহে?

(অধীর হইয়া শ্রীকৃষ্ণের উপবেশন)

বিশাখা।—স্বপদে বঁধুয়া যব আছলি
দুখ দিয়লি যত!
বিপদে বঁধুয়া অবত গিরলি
শোধ নিয়ব তত।
সম্পদের কালে তু' হতে বঁধুয়া
উপকার নাহি ভেল,
কোন উপকারে উপকার চাহ
কহিতেঁ লাজ না এল?
আঁখি খর শরে বিঁধি জ্বর জ্বর
গোপিকা বধিয়া ফির!
যমুনাকি কূলে 'চুরি কিয়ে বাস
কদম শিখরে চড়!
আশা দিয়ে বঁধু করহে নিরাশ
বঁধু হে তু' বড় সাধু।
(আজি)—পড়য়লি ধরা বুঝয়ল প্যারী
নাহব কথায় শুধু!—

ললিতা।—কাড়ি লব ধড়া, কাড়ি লব চূড়া,
কাড়ি লব তোর বাঁশী;
কুঞ্জ হতে মোরা দিব তাড়াইয়া
তোয় হে ব্রজের শশী।
পরি পীত ধড়া শিরে বাঁধি চূড়া
যায়ব যমুনা-তটে।
নীপতরু-তলে হমরাই হেলে
খাড়াব ত্রিভঙ্গ ঠাটে।
বাজায়ব বাঁশী হমরাই নাচি
কভু রাধা রাধা স্বরে।
যমুনা-জীবন বহাব উজান
মোহন বাঁশরী তারে!
মদনক বাণ সন সন সন
ছুটব রনধ দিয়ে।
বঁধুহে সে বাণ কি দিয়ে নিবার
পেখব হমরা তাহে।
শ্রীকৃষ্ণ।—ব্রজ হতে সবে ভাগাবি হমারে
যুকতি কিয়লি ভাল!
গোপিকায় সাধি জনম অবধি
এহি ভইল ফল।

খাড়াব—দাড়াইব। ভাগাবি—তাড়াইবা।

একে ভেল আর কপাল হমার
সকলি করম দোষ!
দেহ দ্বার ছোড়ি জনমের মত
যাব মিটাইয়া আশ!—

পট পরিবর্ত্তন—পূর্ব্ব দৃশ্য।

(রাধিকা কুসুম-শয্যায় উপবিষ্টা, সম্মুখে বৃন্দা।)

রাধিকা।—যে মাটি খাবার খানু একবার
আবার তা খাব কাঁহে?
পীরিতিকি সাধ মিটল হমার
আর না মজিল তাহে!
পীরিতি সমাধি করয়লু যদি
মিছা অনুরোধ কাঁহে?
(বিশাখার প্রবেশ)
মোর অনুরোধ রাখ সব সখি
পূরণ সমাধি যাহে!
কাটল বকুল তাল তমাল
কুঞ্জ কাননে যত!
রাশি রাশি লয়ে, এ বাসর শয়নে
সাজাও মনের মত!

পূরণ—পূর্ণ।

লবঙ্গ মাধবী যে আছে বল্লরী
ছিঁড় একে একে সবে।
কর অভিষেক বাসর চিতায়
বেয়াজে কি ফল এবে?

(ললিতার প্রবেশ)

সব সখী মিলি গাঁথি ফুলমালা
তাহে অভিষেক কিয়।
(হম্) দীরঘ নিশাসে চিতা জ্বালাইয়া
ভসম কিয়ব দেহ!—

(সকলে ক্ষণকাল নিস্তব্ধ)

ললিতা।—স ই)—কুঞ্জের দুয়ারে ভিখারীর মত
দাঁড়ায়ে কেশব রায়!
(তার) মুখ পেখিলে কি কব সখিয়া
পাখাণ গলিয়া যায়!
(তার) নয়নক নীর তিতি বনহার
তিতল বসন পীত!
করে ধরিধরি হার মানল
রাধে করহ হিত।
(সেযে) বুঝলে না বুঝে কাঁদি ভেল সারা
ভইল পাগল পারা।
আর কাঁহে রাধে? ভইল বহুত
থাক মেনে দেহ ক্ষমা!—

বৃন্দা।—রাধে।—

বুঝালে না বুঝ এ বড় বিপদ
অবোধ তু' বড় রাই।
গিয়া নাহি দিন আবহিও আছে
বুঝালো মানিনি তাই।
(তুই) প্রেম পাঠশালে কালি ছিলি পড়ু
আজি কি আচার্য্য ভেলি ?
অবহেল মোহে ?—অবাক্ লো প্যারি
ভাবইতে হব কালি !
হাতে খড়ি এহি দিয়লিত রাই
আবহি বহুত বাঁকি !
(তু') পীরিতি পুঁথির ভূমিকা নিরখি
আবহি বুঝলি কি ?
মান লাজ রাগ যমুনা-জীবনে
আগে সমপিতে হোয়।
আগে মাটি খাই পরে মাটি ভই
পীরিতির পড়ু ভয় !—

(শ্রীকৃষ্ণকে কুঞ্জে প্রবেশ করিতে দিবার
নিমিত্ত বিশাখার প্রতি ইঙ্গিত—
বিশাখার প্রস্থান।)

রাধে।--
বড় যোহি হোয় সেহি সব সয়
বড় গাছ সহে ঝড় !

বেশী জল যাহে সেই স্থির রহে
নাহি কিয়ে তোলপাড়।—

(শ্রীকৃষ্ণ বিশাখা ইত্যাদির প্রবেশ ;—
রাধিকা মুখ ফিরাইয়া অধোমুখী)

বড় মহাজন সহে লোকসান
রাঁড়ী তা সহিতে নারে !
মহাদেব বিনা হলাহল পান
আর কে করিতে পারে ?
চুমকক পাশে লোহা যদি রহে
চুমক চুমক কিয়ে !
মলয়মে বাসে অধম কুঠার
সেও লো চন্দন হোয়ে !
(যদি) গুণিজন কাছে গুণহীন রহে
সেহ তার গুণ পায় !
(রাধে) আপনার জন দোষী যদি হয়
শোধিয়া লইতে হয় !
খনি হতে রাই রতন নিয়লে
নিখাদ নাহিক পায় !
আক হ'তে রাই বাছি নিলে রস
তাই পিছে গুড় হোয় !—

চুমক।—চুম্বক পাথর।

(শ্রীকৃষ্ণের হস্ত ধরিয়া টানিয়া লইয়া)

দেখ দেখ রাই চোরের মতন
ঠাকুর কানাই ডরে!
মুখে বাক নাই আহা মরে যাই
নীর নয়নমে ঝরে।
কভু ধরা পানে কভু তোর পানে
যেন ডরে ডরে চায়!
মুখ তুলি রাধে দেখ একবার
(দেখি) মান তোর কাঁহা রয়!

(শ্রীকৃষ্ণের হস্ত ছাড়িয়া দেওন।)

শ্রীকৃষ্ণ।—(যোড় হস্তে)

রাধে।—
তুহি মোর সব তুহি মোর গুরু
তোর পাঠশালে পড়া!
ভুলয়লু যদি ঘাটি ভইল
কাণে ধরি দেহ নাড়া।—
ভুল যদি হোয় বুঝাইয়া দেহ
এ রাগ উচিত নহে!
গালি দুটা দেহ না হোয় প্রহারো
নীরব রহলি কাঁহে?—

(জানু পাতিয়া রাধিকার চরণ-মূলে
উপবেশন।)

বিশাখা।—ডাঙরক ঘরে সকলি সম্ভবে
তাম মেকি চলি যায়।

ডাঙরক ঘরে ঝুঁটা হোয় সাঁচা
গিলিটিই খাটি হোয়।
রাজা কিয়ে লুট দিগ্বিজয় নাম
বড় ঘরে সব সয়!
রাজার ঝিয়ারি বলে কিলো এত ?—
চুড়া ঠেকে যে লো পায়!

শ্রীকৃষ্ণ।—(দুই হস্তে রাধিকার চরণ ধারণ করতঃ)

রাধে !—দেহি চরণ মোহে!—
তোহে যদি সাধি বিফল ভেয়লু
দেখি সাধই তাহে!—
—দেহি চরণ মোহে!—
তরুণ-তপন-বরণ চরণ
মুনির মানস মোহে!
(বারেক)—দেহি চরণ মোহে!—
(তাহে)—রতন কিকিঁণী মধুর ঝঁকারে
ধমনী সহিত মোর!
(আবার)—ঝঁকারে ঝঁকারে উথরে মদন
উছরে ধমনী তাঁর!
রাধে সদয়া ভেয়ল তাবিনা
উপায় পেখিনা আর!—

ডাঙরক ঘরে—বড় লোকের ঘরে। কিকিঁণী—কিঙ্কিণী।
ঝঁকারে—ঝঙ্কারে। উথরে—উথলিত হয়।

উছরে—উচ্ছ্বাসিত হয়।

(রাধিকার মুখপানে ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিয়া)

এ—বিরস বদন কাঁহে !—
আমরি আমরি পেখল বিশাখে
নীল নলীন ঝরে।
(হমার)—চূড়া তিতিয়া উরস তিতল
মাণিক ঝরত করে।
এ—মদন পীড়িতে তারতহি কিরে
নামতহি সুরধুনী ?
(হম্) কমণ্ডলু ভরি রাখব যতনে
ভেয়ই কমল-যোনি।
(হম্) মুড় পাতিয়া জটায় ভরিয়া
গঙ্গাধর ভেব !
(হম্) জহ্নু ভইয়া পান করিয়া
দেহের ভিতরে থোব !
(হম্) সাধনে সদয় না ভেব কদাপি
না দিব কাহারো ছোড়ি !
রাধে কি কর নিবার নিবার
বেগ সহিতে নারি !—
(ক্ষণকাল নিস্তব্ধ)
রাধে !—এ তোর উচিত নয়।
মিছা কলহে ঘরের গুমার
ফাঁক হইয়া যায় !

তারতহি—তারিতে। নামতহি—নামিতেছে।

লাভে হইতে পরে শুনিয়া
রহস কিয়তু তায়!
অইলো গগনে অচল চাঁদিমা
মধুর হাঁসত হায়!
(তোর) মান হেরিয়ে হায়লো মানিনি
মান ভাঙিলে যায়!
স্থির যামিনী—স্থির যমুনা
'দেখলো দাঁড়ায়ে অই!
(তোর) মান হেরিয়ে অবাক ভইল
মান ত্যজলো রাই!
(তোর) মান হেরিয়ে আছেলো দাঁড়ায়ে
মান ভাঙিলে যাব!
(তোর) ঘরের গুমার সাগর সমীপে—
রহস করিয়ে কব!
রসিক ভ্রমরা ফুলের বাজারে
ঢোল বাজায়ে ফেরে!
কোকিল মহলে 'রহস বাড়ল
ফুকারি ফুকারি মরে!
মলয় অনিল সময় পায়ল
শেল বহত গায়!
মান ত্যজলো নতুবা মানিনি
পরাণ হমার যায়!

দিন পাইয়া নামানে পাগলা
ঘন হানে ফুলবাণ !
মুখ-সুধাদানে বিমুখ যদি লো
পদ সুধা কিয় দান !

(চরণ চুম্বন)

রাধে !—তবু নিদয়া কাঁহে ?
কি পাপে এ পাপী ?—যদিওবা পাপী
সে পাপ কইসে রহে ?
সরব তীরথ পদ তোহার
সে পদ হমার করে !
(তোর)—রূপ ধেয়ানে পবিত এ দেহে
পাপ পশিতে নারে !
রাধে—মুখ তুলিয়া চাহ !—
(তোর) মান-অনলে স্মর-গরলে
ভসম ভইল দেহ !
—মুখ তুলিয়া চাহ !—
রাধে—মুখ তুলিয়া চাহ !—
মদন পাগর হানে ফুলশর
কি করি উপায় কহ ?
—মুখ তুলিয়া চাহ !—
রাধে—মুখ তুলিয়া চাহ !—

ধেয়ানে—ধ্যানে।

(না হোয়)—স্মর-গরল-হর চরণ
শিরে হমার দেহ!—
(মস্তকে ধারণ, সেই অবসরে রাধিকার চরণ
সরাইয়া লওন—শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া
যোড় হস্তে)

যাই তবে রাধে জনমের মত
মুখ তুলিয়া চাহ।
দেখে যাই রাধে একবার স্থধু
মুখ তুলিয়া চাহ।

পট পরিবর্ত্তন—কুঞ্জদ্বার।

(রতি ও কামদেবের নৃত্য গীত করিতে
করিতে প্রবেশ)

যোগিয়া—কাওয়ালী।

কাম।—ভইলহি ভোর, উদত সূরয পূরব অম্বরে ও।
রতি।—সর-নীর-শয়নে শোয়ল কুমুদিনী বিরহ বিকারে ও।
বৈঠল ভ্রমর নবফুট-কমল-পীযূষ-আগারে ও।
কাম।—সূর কর কিরীট শোভত সুন্দর গোবর্দ্ধন-শেখরে ও।
রতি।—গয়িল রজনী, ত্যজ ব্রজ বাসিনি নিকুঞ্জ-বাসরে ও।
সম্বর ফুলশর চল অব যাই নন্দন বাসরে ও।

(উভয়ের প্রস্থান)

যবনিকা পতন।

তৃতীয় স্তবক।

তৃতীয় দৃশ্য।

যমুনাতীর—কদম্ব ঘাট।

সময় পূর্ব্বাহ্ন।

(রাধিকা ললিতা বিশাখা বৃন্দা ইত্যাদি ব্রজাঙ্গনাগণ স্নান হেতু কেহ দাঁড়াইয়া, কেহ সোপানোপরি উপবিষ্টা ;—সকলেই বিষণ্ণ ও নীরব)—

রাধিকা।—(ক্ষণকাল পরে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া)

আজি পৃথিবী আঁধার পেখতু কাঁহে ?

বৃন্দা।—আঁখি মুদলিত তুহি !

তু' পুছতু কায়ে ?—

ললিতা।—নহে বৃন্দে !—আজি 'কইসে বুঝায়ত

কহইতে শকত না মোহি—

বিশাখা।—ঠিক সখি !

আজি এইসা বুঝায়ত কাঁহে ?

রাধিকা।—থাকি থাকি আঁখি খর নাচত সজনি !

রোই রোই প্রাণ আজি উঠত সতত,

কহত সজনি কাঁহে ?—কাঁহে গুরু হেন

অঙের ভূষণ আজি, বুঝায়ত মোহে ?

বুঝায়ত মোহে—আমার বোধ হইতেছে।

ললিতা।—অপরূপ পেখয়নু আজি
শিয ত্যজি শোচইতে আছনু স্বজনি
(কি জানি কি ছাই পাঁস)
লতামণ্ডপকি তলে ;
অপরূপ পেখয়লু এহি—
মধুময়ী নবফুট বল্লরী প্রসূনে
নাহি মধু !—নাহি বাস
চির সুবাসিত ব্রজ কুসুমনিচয়ে !
আর আর দিনে সই ভ্রমরক ডরে
নাহি শকইতি কহি চলইতে বাট—
কালিতহি ?—ঠিক কালি—আবরলি রাই
দুকূলমে মুখ তব—নহে দণ্ডশত
ঠিক তোর ফুট অধরমে !—
হের আজি নাহি এক বৃন্দাবন মাঝে !

বিশাখা।—হের সখি এ আর নূতন !
নাহি বহয়তু আজি মলয় মরুত
বৃন্দাবনে !—হুহুস্বনে স্বনতরে সই
কাতরে উত্তরানিল !—অপরূপ তহু
হেলই উত্তর পানে তরুলতা যত !—
মর মর স্বরে তাল তমাল বকুল
রোয়তাহি যেন আজি !—যমুনাও যেন

শিয—শয্যা। শোচইতে—চিন্তা করিতে।
কালিতহি—কলাইত। তহু—তবু।

কাঁদি কল নাদে আজি চলত সাগরে!
শুনলহি কোহি কিলো আজি বৃন্দাবনে
কোকিলক কুহু?—কাঁহে যে এইসন
ভেয়ল তাহেলো আজি সমজিতে নারি।

বৃন্দা।—নিরানন্দময় আজি বৃন্দাবন কাঁহে
ঠাহরিতে নারি।
নিরখনু গোঠে আজি নিরানন্দ মনে
গাভীবৃন্দ ত্যজি তৃণ ঊর্দ্ধ মুখে যত;
পিয়তাহি নাহি পয়ঃ বৎসবৃন্দ তথা!—
মাঝে বনোয়ারী, তায় ঘেরি চারি দিকে
শিদাম সুবল আদি যতেক রাখাল
ঝরতাহি অশ্রুবারি! অশ্রুপূর্ণ আঁখে
নেহালই গাভীবৃন্দ কৃষ্ণচন্দ্র পানে!
ভেয়ল বাসনা মনে সুধাই সুবলে,
কিন্তু নারনু! বলাইয়ে হেরি আরনু উলটি।

(রাধিকার কণ্ঠ হইতে হঠাৎ কণ্ঠ-হার পতন;—
দ্রুত হস্তে রাধিকার কুড়াইয়া লওন;—হস্তচ্যুত হইয়া
পুনরায় যমুনার জলে পতন; সখীগণের
কিয়ৎ কাল অনুসন্ধান করণ)

রাধিকা।—অঙের ভূষণ আজি হারায়নু সই।
হিয়া দুরু দুরু কাঁহে কিয়ত সতত?
না জানি কি ভেব সই!

কোহি—কেহ। ঠাহরিতে—অনুমান করিতে।
পিয়তাহি—পান করিতেছে।

বিশাখা।—মান করিয়া তুহি বিপদ আনলি রাই!

রাধিকা!—হম্ মান করিয়ে বিপদ আনলু
নাকি লো সই?
হম্ বাঘিনীর মত আপনার গায়ে
মরণক লাগি কিলো বানায়লু ক্ষত?

শুন সখি তবে মনের গুমার
ভাঙিয়া কই;—
মানের সময়ে বঁধু আসি যব
পশিল কুঞ্জমে মোর,
তার মুখ পেখিয়ে তখনি স্বজনি
হমার মান ভইল দূর।
চরণক মূলে বইঠল যব
লাজে ভেনু হেটমুখ।
পাকরল পদ মরনু শরমে
ভেয়ল বচনরোধ।
কি কহব সখি তব না জুঠল
ব্যাকুল ভেয়ল মন,
মরিলো মরমে স্মরিলে সে কথা
শিরে তুলি নিল পদ!
আথে মাথে হম্ ছাড়াইয়া পদ
নিলু উঠাইয়া সই,
যাবার সময় রোই রোই গেল
হৃদে জাগতাহি তাই!

আছিল কবার নারলু কহিতে
বঁধুয়া বুঝল কই?
যে ভাবে সে গেল যে কথা কহল
জাগতহি সব অব্;
মাটি খাই সই করয়লু মান
অব বিদরত প্রাণ।
সখি অব কহ কি করি উপায়
কইসে রাখব মান?—
বাপ ঘর হ'তে আয়ল কহিয়ে
বিদেশিনী বেশে কালি,
শাশুড়ীকি কহি পশলহি বঁধু
ঘরমে হমার সই;
তরুণ তরুণী রূপের জলধি
বদনে মধুর হাসি
সম্ভাষিতে সই—নারিনু চিনিতে—
ধরনু তাহার পাণি।
নয়নে নয়নে মিলল স্বজনি
আর কি অচিন রয়?
সই! লাজে ঢাকি মুখ ছাড়াইয়া পাণি
ভইনু অন্তর হম!
বঁধু বুঝইতে নারি দীরঘ নিশ্বাসি
ধীরে ধীরে গেল চলি;
ধীরে ধীরে সই হৃদয় মাঝারে

অনল উঠল জ্বলি !—

সখি !—ভাবি ভাবি পিছে এপোড়া নয়ন

মুদয়লু যদি হায়—

কি কবরে সখি ফাটি যায় বুক

অবভি ভাবিলে মনে।

অপরূপ এক উদ্যান মাঝারে

বঁধুরে লইয়া কোলে।

যেন—বুকের মাঝারে তাহারে লুকাই

শুয়িয়া আছলু সই !

হুড় মুড় করি কিজানি কাহাঁসে

আয়ল প্রবল ঝড়,

উপাড়ল তরু, ছিঁড়িল বল্লরী,

সখিরে কি কব অব?

সই।—দেহ দিয়া হমু আবরনু তায়

ভয়ে দুরু দুরু বুক।

ক্ষণেকক লাগি মুদলু নয়ন

অবসান ভেল ঝড় !

পুন আখি মেলি কি পেখনু সই—

রতন মুকুট শিরে

রাজেন্দ্রাণী সম সহস্র যুবতী

দাঁড়ায়ে সুমুখে মোর

কি কহল সই কি কবরে সই

কহিতে বিদরে বুক।

সে কথা শুনিয়া থাকে কিলো প্রাণ
ভেয়নু চেতনহারা !
কতক্ষণ সই ছিনু যে সে ভাবে
কহইতে নারি অব্ ;
'চেতনা পাইয়া কি হেরিনু সই—
বঁধু নাহি মোর কোলে !
বুকের ভিতরে সিঁধ দিয়ে সই
হৃদি করি গেল চুরি !
আকাশ ভাঙ্গিয়া মাথায় গিরল
কান্দিয়া উঠলু হম্ ।
আথে মাথে সই অয়ল কুটিলা
তখন ভইল জ্ঞান ।
শিয ত্যাজ উঠি নখরমে ক্ষিতি
লিখিতে আছনু হম্
সই—অন্‌মনে বসি'!
এক যোগিবর রূপের সাগর
কমুণ্ডলু করে,
বিভূতি-মণ্ডিত পরা বাঘছাল
আসি খাড়ায়ল দ্বারে ।
'ভিক দেহ'—বলি কহল কুটিলা,—
আঁচলে তণ্ডুল ভরি

অন্‌মনে—অন্য মনে।

ধীরে ধীরে হম্‌ গয়িনু স্বজনি
বুঝিতে অরথ নারি।
ভিক দিতে সই, সে যোগী কহল—
'মান ভিক দেহ রাই!'—
থত মথ খাই চাহি মুখ পানে
কি হেরিনু সই!—
(যোগীর)—ললাট ফলকে মদন-অনল
জ্বলতহি ধ্বক ধ্বক!
জটার মাঝারে প্রেম-মন্দাকিনী
কিয়ে কল কল কল!
নয়ন-ত্রিশূলে আঘাত পায়নু
অবশ ভইল দেহ।
লাজ ভয়ে সই গেনু পলাইয়ে—
কইসে কি করি কহ?
ভিকের তণ্ডুল গিরল ভূতলে
আঁচল হইতে সই;
অমঙ্গল বলি গালি দিয়া মোরে
ননদী খুঁটল তাই।
মিছা ভিক ছলে দীরঘ নিশ্বাসি
দাঁড়াই রহল যোগী;
মিছা ভিক লই, চাহি বারে বার,
অবশেষে গেল চলি!
সখি—হমত ত্যজল মান!

বঁধু যে বুঝে না কি করি কহনা ?
কইসে বুঝাব তারে ?
মান করিয়া বিপদ আনলু
ছুঁচুয়া ধরল সাপে !—
যায় যাক মান ভই অপমান
মান্নত মোরে না মানে !
দূতি যা তুই বঁধুর সনে !—
চরণে ধরিয়া সাধবি তাহারে
কহবি তাহার কাণে—
গোপনে আসিতে নিকুঞ্জ নিভৃতে
একেলা রহবে রাধা !
এ কথা শুনিলে চন্দ্রা হাসব
নহিলে না ছিল বাধা।
গোপনে পাইলে আশ মিটায়ে
কহব মনের কথা
লাজের জ্বালায় পারিনা ফুটিতে
রহেলো ছু'জন যথা !
অভাগীর মান অপমান কিবা ?
থাকুক বঁধুর মান
হাসিভরা মুখ হেরিলে তাহার
রবেলো রাধার প্রাণ।—

বৃন্দা।— রাধে!—সে কথা নয় !

যদি মান করলি উচিত আবহি
মান যাহে লো রয় !
যাচি দিলে সোণা দরে হয় ঘাটি
ব্যাপারী না কিয়ে তায় !
চাপিয়া বেচিলে রাঙের বাজার
দ্বিগুণ চৌগুণ পায় !
পাথর জহর আসলে একই,
মূলমে, ফরাক যাহা !
সম আয়াসমে উভয় মিলিলে
ফরাক রহতু কাঁহা ?
একই মাটীর পুরুখ রমণী,
গুমারে নারীর মান !
গুমার গিয়লে ষাঁড়ের গোবর,
নারীর কিসের মান ?—
আপন গরিমা নাবুঝে পুরুখ
সাধতু নারীরে তাই—
নারীর গরিমা মড়ার খিমটি,
ঠিক কহনু রাই !
পুরুখ সহিতে নারীর তুলনে
কি রহে নারীর মান ?

মড়ার খিমটি—মৃত দেহের বিকট মুখাকৃতি অথচ তাহার সর্ব্ব-প্রকার ক্ষমতার অভাব।

তবে যে আছেলো গুমারে কেবল,
গুমারই নারীর মান!
গুমারে রহবি সাধিলে মানবি
আপনি ভাঙবি নাহি!
পুরুখ অধীর সাধিয়ে যতনে
মান ভাঙব সেহি!—

(এক জন ব্রজাঙ্গনার প্রবেশ।)

ব্রজাঙ্গনা।— সখিরে!
হেরিয়া আয়নু নন্দের দুয়ারে
কঙস রাজার রথ,
আঁধারিয়া ব্রজ মাধব নাকিলো
মথুরামে যাব আজ?—
শিরে হাত দিয়া বসি ব্রজরাজ
ঝরে নয়নক নীর!
আছাড়ি পাছাড়ি ফুকারি ফুকারি
রাণী রোয়তাহি অহি,—
গয়িলে মাধব ফিরব না নাকি
স্বপনে পেখল রাণী!
নন্দালয়ে অই বহতাহি সই
দারুণ শোকের ঝড়!—

(কাহারো কক্ষ হইতে কুম্ভ পতন ;—কাহারো হস্ত হইতে কুম্ভ যমুনায় ভাসিয়া যাওন ;—মূর্চ্ছিত হইয়া বৃন্দার ক্রোড়ে রাধিকার পতন ;—চৈতন্য করিবার নিমিত্ত সখীগণের নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করণ ;—চন্দ্রাবলীর প্রবেশ)

চন্দ্রাবলী।—(রাধিকার চরণোপরি পতিত হইয়া কান্দিতে কান্দিতে)

রাধে !—বুঝি তোহারি মানেরি দায়
আঁধারিয়া ব্রজ ব্রজেরি ভূষণ
ব্রজ ত্যজিয়ে যায় !
রাধে !—এতোর উচিত নয় !
পরেরি উপর রাগিয়ে কুঠার
নামার আপন পায় !
হম্ বঁধুরে ছুইয়া শপথ করিয়ে
কহব তোহারে রাই—
তোর পথে হম্ নাযাব কদাপি,
মান ত্যজলো রাই !
তোর ধন লই তুহি রহ রাধে
হেরিয়ে জুড়াব বুক !
ব্রজে থাক বঁধু ব্রজেতে মরব
সুধু—দরশি তাহার মুখ !—

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

রাধিকা।—(উন্মাদিনীর ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের চরণে পতিত হইয়া)

কি ক'বি বঁধুয়া ?— নাহি কাম কহি—
বুঝলু কি কাম ক'য়ে ?
করয়লু মান, তারি প্রতিদান
যাবে বুঝি আজি দিয়ে ?
আপনা' বলিয়ে কিয়নু আব্দার
তাই করিয়ে মনে,
অনাথ করিয়া যাবিরে বঁধুয়া
এই আছিল মনে ?

(রাধিকা মূর্চ্ছিতা ;—শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দ্দিকে বসিয়া ব্রজাঙ্গনাগণের অশ্রুবর্ষণ ;—রাধিকার চৈতন্য করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের উপায় অবলম্বন।)

যবনিকা পতন।

পরিশিষ্ট।

(বহু দিনান্তর।)

ব্রজ-বিপিন।

সময়—নিশীথ।

নারদ মুনি।—(পদ চারণ করিতে করিতে)—

বৃথা বার্ত্তা লয়ে বীণ এলি বৃন্দাবনে!—
কোথা বৃন্দাবন এবে?—কি বার্ত্তা কহবি
নেউটি দ্বারিকা ধামে মাধব সমীপে?
নাহি বৃন্দাবন এবে!—শ্মশান রে বীণ!—
না বহে মলয়ানিল আর বৃন্দাবনে,
হুহু স্বনে স্বনিছে রে উত্তর অনিল
থাকিয়া থাকিয়া শুধু, বিলাপীর মত!
নাহি কুঞ্জ—নাহি অলি—কোকিল ঝঙ্কার—
বকুল তমাল মঞ্জু কদম বল্লরী!
ছিন্নশির স্থানে স্থানে দু' এক তমাল,
শুষ্কদেহ হীনআয়ু দু'এক বকুল,
কালের স্বভাব বীণ! বলিছেরে মরে!—
কেহ দাঁড়াইয়া কেহ আছে ধরাশায়ী—

অঙ্গের জড়িত লতা আশ্রয় বিহনে
মৃত্তিকায় পরিণত হইয়াছে কবে !
নখরলেখনী দিয়া মদন লিখন
লিখেছিল ব্রজাঙ্গনা বাকলে তাহার,
সর্ব্বহর কাল তারে ফেলেছে পুঁছিয়া !—
শূন্য বৃন্দাবন এবে !—শূন্য নন্দালয়,
শূন্য গোষ্ঠ, শূন্য কুঞ্জ—শ্মশান আকার !
অদূরে নন্দের পুরী আকীর্ণ অরণ্যে
হায় এবে জনশূন্য বিষাদ আগার !
ক্ষীর নবনীত করে মূর্ত্তিমতী দয়া
নন্দের মহিষী আর উহার দুয়ারে
লভিবে না স্বর্গসুখ উন্মত্ত অন্তরে
গোষ্ঠ-প্রত্যাগত-পুত্র-বদন-চুম্বনে !—
নাহি নন্দ যশোমতী !—আনন্দের ভরা
কালের অতল জলে ডুবিয়াছে কবে !—
অই যে হেরিছ বীণ ! দৃশ্যমান দূরে
অস্ফুট কৌমুদীজালে মোহন প্রান্তর,—
অই যে হেরিছ তরু ম্লান-কলেবর,
শূন্যশির, শুষ্কদেহ, উহার তলায়
আনন্দ লহরী তুলি রাখালের দল
নাচিবে না নানা রঙ্গে !—যতনে তুলিয়া
আনি বনফল, আর বসি তার তলে
সাধিবে না মাধবেরে ।—ঊর্দ্ধমুখী হয়ে

ত্যজি তৃণ গাভীবৃন্দ শুনিবে না আর
কানুর বেণুর ধ্বনি!—কোথায় রাখাল?—
কোথা বা সে গাভীবৃন্দ?—সকলি নশ্বর!—
কালের তরঙ্গে সব গিয়াছে ভাসিয়া!
অস্থিপুঞ্জ স্থানে স্থানে হেরিছ যে বীণ'
চিহ্ন মাত্র অই তার!—রহিয়াছে এবে,
কিন্তু রবে না রে বীণ! পূর্ণ হলে কাল;
হইবে অদৃশ্যমান মিশি আদ্যভূতে!—
অই সে যমুনা!—কিন্তু কোথা সেই শোভা?
প্রদোষে কনকপদ্ম ফুটিবে কি আর
নীল চল নীরে তার?—আর কি রে বীণ!
ছড়ায়ে রজত কণা সোপান উপরি,
মৃদু হাসি বিম্বাধরে, চাবে বারে বার
কেলি কদম্বের পানে বঙ্কিম নয়নে
সরলা গোপের বালা,—প্রেম পারাবার?
আর কি রে বাজে বীণা বাঁশরি বিপিনে?—
কে বাজাবে?—বাজালে কি?—
বাজে না রে আর!—
ত্যজি রাজভোগ যদি ব্রজের শ্মশানে
দাঁড়ায়ে দ্বারিকানাথ, অধরে মুরলী,
বাজান সুস্বরে, তবে পুন কি রে বীণ
পশিবে, উন্মত্তা প্রেমে, নিকুঞ্জ শ্মশানে
আলু থালু ফুলশরে ব্রজবালা যত?

না রে বীণা!—নারে নারে!—
কে আসিবে আর?
হায় প্রতিস্বন তার হুহু স্বনে শুধু
অনিল নিস্বনে মিশি স্বনিবে শ্মশানে!—
'এই যে হেরিছ বীণ—(মরুভূমি এবে!)
এই সে নিকুঞ্জ বন আছিল ভূতলে
নন্দন-কানন-সম!—কি কবরে বীণ?—
কণ্টক আকীর্ণ এবে দৃশ্য বিভীষণ
চন্দ্রমার ম্লান করে অধোমুখে যেন
বিষাদ-বারতা আজি করিছে কীর্ত্তন!—
এই ত সুচারু নিশি নীলাভ অম্বরে
ললিত মন্থরে যেন দিতেছে সাঁতার
হাসি হাসি নিশানাথ!—কিন্তু কই বীণ,
শরমে আবরি মুখ পাতার আড়ালে
হাসিছে মল্লিকা যূথী, জাতী, মধুমতী,
সে হাসি হেরিয়া আজি?—হায় কত দিন
তাহ'তে সুন্দরতর এ কুঞ্জ কাননে
সমুখে নিরখি নীল শশী বিকসিত
ফুটিল মল্লিকা, হাসি, লাজের লতায়!—
দেবত্ব যদি রে বীণ এ মর্ত্ত্য ভুবনে
প্রকৃত,—প্রণয়ে তবে! কত অভিনয়
কত বার হল তার এই বৃন্দাবনে!
বহু দিন যবনিকা হইল পতন—

নিবিল দেউটী তার—নীরব সঙ্গীত—
গভীর তমসাচ্ছন্ন নাট্যশালা এবে !—
প্রেম-ধর্ম্ম মহাধর্ম্ম।—মহাতীর্থ তার
এই বৃন্দাবন বীণ !—ইহার রেণুতে
দেবভোগ্য মহাবস্তু হয়েছে মিশ্রিত।—
পবিত্র ইহার রেণু।—প্রেম-অশ্রু-নীরে
হইয়াছে ধৌত এর প্রতি পরমাণু !
পাতকী পবিত্র হয় এ রেণু পরশে !—

(বিষণ্ণ বদনে পদ চারণ)

(অনতিদূরে দুই জন বিদ্যাধরীর প্রবেশ)

১ম ধিদ্যাধরী।—সারা হনু সুহাসিনি ভ্রমিতে ভ্রমিতে
আরত পারিনা দিদি।—কোথা পাব বল
দেবভোগ্য মহাবস্তু এ মরতভূমে ?
যত অনর্থের মূল উন্মত্ত মন্মথ !—

২য় বিদ্যাধরী।—বড় অবিচার দিদি !
কার দোষে কারে দণ্ড দিলা দেবরাজ !
সহস্রাক্ষে সহস্রাক্ষ নারিলা দেখিতে !

১ম বিদ্যাধরী।—শুধু মন্মথের দোষ কেন দেই বোন্
নিজ দোষে দোষী মোরা।—বেশ ভূষা করি?
যাব ইন্দ্রালয়ে সবে—তা না গিয়া কেন
প্রবেশিনু উপবনে
জ্বালাইতে দাবানল প্রিয়জন মনে ?—

২য় বিদ্যাধরী।—বিম্বাধরা বলিতে কি

তোমারি সে দোষ!

১ম বিদ্যাধরী।—মোর দোষ মানি আমি—

তোমাদেরও দোষ।

বলেছিনু বলে আমি চোর নই একা!—

কেন?

আমিত প্রস্তুত ছিনু তখনই ফিরিতে!—

নাগরের মুখ হেরি ভুলিলা তোমরা

ইন্দ্র আজ্ঞা!—মিছা দোষ দেও এবে

মোরে!—

জ্বালাইতে দাবানল পরের হৃদয়ে

জ্বালাইয়া নিজ হৃদে!—মজিলা সকলে!—

পর লাগি গড়ি ফাঁদ পরিলা আপনি!—

২য় বিদ্যাধরী।—যা হবার তা হয়েছে!—

উপায় কি এবে?—

সুরভি, মণি-কুণ্ডলা, তুঙ্গপয়োধরা

সুশীলা, নন্দনগন্ধা, তারাই বা কোথা?—

(শূন্য হইতে প্রথম স্বর)

পঞ্চ পত্নী প্রেম-সিন্ধুর মধ্যেতে

মগ্ন সিন্ধু যথা ছিলাম ভ্রমিতে

নিরানন্দ মনে। আনন্দ কেমনে

সম্ভবে হায় রে বিয়োগীর মনে?

মনে মনে কত ভাবিতে ছিলাম

জাগিয়া স্বপন দেখিতে ছিলাম !—
নন্দন কানন, দেব তরুবর
ফুল্ল পারিজাতে ভ্রমর ঝঙ্কার
স্বর্ণ মন্দাকিনী কুলু কুলু ধ্বনি
মুক্তা-প্রসবিনী মঞ্জু নির্ঝরিণী—
স্বজাতীর গীত—নন্দন-সৌরভ—
দেব গিরি শোভা—সুর মহোৎসব—
ঘোর হুহুঙ্কারে ভাঙ্গিল স্বপন
হেরিনু সম্মুখে
সিংহে সিংহে যেন বাজিয়াছে রণ !

(কোরস্)

সিংহ-গৃহে যথা সিংহ প্রবেশিলে
মহামন্দ্রে নাদি, ভীম বীর্য্য বলে
করে মহারণ !—কানন কন্দর
পূর্ণ মহাশব্দে !—কাঁপে থর থর
মহীরুহ-রাজি ! স্বাধীনতা আশে
যুঝে একদল—স্বাধীনতা নাশে
যুঝে অন্য দল ক্ষিতি বিকম্পিয়া
মুহুর্মুহুঃ ধরা উঠিল কাঁপিয়া—

দিগন্ত ব্যাপক ঘোর দরশন
বিপরীতগামী মিলিলে যেমন
দুই মহামেঘ,—মত্ত বায়ুভরে
ভীম মন্দ্রে ঘোর কড় কড় করে !
সন্ সন্ ধারা করে বরিষণ !
মাঝে মাঝে ঘোর বজ্রের গর্জ্জন !—
বিদ্যুতের আভা ঝলসে নয়ন
ক্ষণ বিকম্পিত করে ত্রিভুবন !—

মত্ত দুই দল করে মহারণ
জীবনের আশা দিয়া বিসর্জ্জন!
ভীম নাদে ধরা করে টল মল
অঙ্গে অঙ্গে ঠেকি উঠিল অনল!
শেল শূল বাণ সন্ সন্ সন্
অস্ত্রে অস্ত্রে ঠেকি বাজে ঝন্ ঝন!
শেল শূল বাণে রুধির নিশান
ধরা ধরি করি মুদিল নয়ন!
স্বাধীনতা হেতু যুঝে যেই দল
ঘাত প্রতিঘাতে ক্রমে হীনবল
এক দুই করি হইল পতন!—
বীরের শয়নে করিল শয়ন!
ভঙ্গযূথ এবে—একা যূথনাথ
রণ-সিন্ধু মাঝে করে সিংহনাদ।
ক্রমে হীনবল হটিতে লাগিল
সিন্ধুনদ নীরে চরণ ঠেকিল!
রুধিরাক্ত দেহ বিশুষ্ক অধর!
শূন্য অস্ত্র!—যেন অটল ভূধর!—
ছিন্ন শূল করে মাতৃভূমি স্মরি
হানিলেন বৃথা!—বর্ম্ম ভেদ করি
শূন্য পথ দিয়া উজলি অম্বর
পশিল হৃদয়ে প্রত্যুত্তর তার!—
রুধিরের ধারা আর্দ্র করি দেহ
লাগিল চলিতে সিন্ধু-স্রোত সহ!
স্মরি জন্ম-ভূমি হয়ে অচেতন
পড়িলা ভূতলে!—গিরিশৃঙ্গ যেন
বজ্রাঘাতে!—হায় মুদিল নয়ন!

সহসা কালিমা ব্যাপিল বদন।
অন্তিমের শ্বাস হইল পতন!—

(কোরস্)

যতনে ধরিয়া সে শ্বাস লইয়া
স্বর্গের দুয়ারে উতরিনু গিয়া।
মধুর নিনাদে দুয়ার খুলিল—
"জয় জয়" রবে ত্রিদিব ভরিল
আকাশসম্ভবা সারদা গগনে
গাইলা—"হে ভদ্রে এ আনন্দ ধামে
মহানন্দে পশ।—স্বর্গের দুয়ারে
হের দেববালা প্রতীক্ষে তোমারে!
দেবভোগ্য বস্তু আনিয়াছ তুমি—
জয় স্বাধীনতা!—জয় জন্ম-ভূমি!—

(শূন্য হইতে দ্বিতীয় স্বর)

রত্নের আকর হিমাদ্রি শেখর
অভ্রভেদী শির বিরাট আকার!
মগ্ন মহাযোগে যেন যোগিবর
একাসনে বসি যুগ যুগান্তর!
অঙ্গে সুরধুনী খেলে কুতূহলে
যজ্ঞসূত্র যেন ব্রাহ্মণের গলে!
নানা জাতি তরু নানা জাতি ফুল—
গঙ্গা যমুনার কুলকুল কুল,
কোকিল কূজন ভ্রমর গুঞ্জন,
নব ফুট ফুলে অনিল চুম্বন—
রজতের হ্রদ, উৎস মনোহর,
জলদের মালা শোভে থরে থর!—

মাঝে মাঝে তার বিজলী ঝলসে !
মুকুতার ধারা কোথাও বরষে !
বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি যেন নারায়ণ
ব্রহ্মাণ্ডের ছায়া অঙ্গে সুশোভন
মহাযোগে যেন মুদিয়া নয়ন !
তটীনীর কূলে রূপে করি আল
সুচিক্বণ ফুলে গাঁথিতে আছিল
নিরুপমা এক মানবের বালা
ষোড়শী যুবতী—কুসুমের মালা—
বালার অঙ্গুলি চম্পকের কলি
তালে তালে যেন নাচিতেছিল !
এক যুবা পাশে বসি এক মনে
এক দৃষ্টে তাই দেখিতে ছিল !

(কোরস্)

বালার অঙ্গুলি চম্পকের কলি
তালে তালে যেন নাচিতেছিল !
যেন—প্রজাপতি দল ফুলের বাজারে
ব্যাপারের লোভে ভ্রমিতে ছিল।
উভ'ই নীরব।—নীরব বাহিরে
অন্তরে কি যেন হইতেছিল !
তটিনীর জলে অনিল চুম্বনে
মৃদু তরঙ্গিণী নাচিতেছিল !
নীলাভ অম্বরে ললিত মন্থরে
তারা সহ শশী খেলিতে ছিল।
সহস্র খণ্ডেতে বিম্বিত হইয়ে
প্রতিবিম্ব নীরে শোভিতে ছিল !
বালার কাঞ্চন মঞ্জুল কঙ্কণে
মৃদুল শিঞ্জিত হইতে ছিল !

সতৃষ্ণ শ্রবণে এক যুবা পাশে
বসি এক মনে শুনিতে ছিল!
কভু হাসি হাসি কভু বা নিশ্বাসি
কত কথা যুবা কহিতে ছিল!
নীরব গম্ভীরে—(অন্য মনে যেন)
কিন্তু—এক মনে বালা শুনিতেছিল—
কুসুমে কুসুম মিলনের ছলে
থাকি থাকি মুখ তুলিতেছিল!
এদিক সেদিক চাহিবার ছলে
বারে বারে তারে দেখিতেছিল!—

সহসা যেমতি চমকে চপলা
ঝট ফেলি দূরে কুসুমের মালা
"হায় নাথ" বলি ছাঁদি বাহুযুগে
যুবকে যুবতী আবরিলা বুকে!—
ছিন্নমূল লতা পবনের বলে
তরুকোল ত্যজি যেমতি ভূতলে
পড়িলা তেমতি!—কহিলা কাতরে—
"তুল নাথ মোরে—জনমের তরে
হেরিব শ্রীমুখ!"—দুই বাহু ধরি
উঠাইতে যুবা উঠিল শিহরি।
লোহ-স্রোত হায় আর্দ্র করি দেহ
লাগিল, পড়িতে নয়নাশ্রু সহ!—
বিস্মিত যুবক!—হেরিলা নিমিষে
অস্থিভেদী এক তীর পৃষ্ঠ দেশে!—
"দস্যুর এ কায!"—"নহে দস্যু নাথ!"—
"কি হইল হায় তবে অকস্মাৎ?"
কহিলা যুবতী পুন ক্ষীণ স্বরে,
হেনেছিল শর বধিতে তোমারে!

" বহুদিন হতে সাধিয়াছে মোরে
এ মনের তরে—দিয়াছি তোমারে
বহু দিন যাহা!—নিরখি আমারে
আজি তব পাশে, তাহার অন্তরে
ঈর্ষ্যার অনল জ্বলিয়া উঠিল—
নারি নিবাইতে এ শর ত্যজিল!—
কহিবারে নাহি পানু অবসর
বুক দিয়া তাই শ্রীঅঙ্গ তোমার
আবরিনু নাথ!—তুল এই বার
দেখিব শ্রীমুখ এই শেষ বার!—"
উঠাইলা যুবা—হেলিয়া পড়িল
শ্রীমুখ—যেমন প্রফুল্ল কমল
সমৃণাল হায় পবনের ভরে!—
ভিজিল বয়ান লোহ অশ্রুনীরে!
" এই শেষ নাথ"—মুদিলা নয়ন
অন্তিমের শ্বাস হইল পতন!

(কোরস্)

যতনে ধরিয়া সে শ্বাস লইয়া
স্বর্গের দুয়ারে উত্তরিনু গিয়া।
মধুর নিনাদে দুয়ার খুলিল
" জয় জয় "—রবে ত্রিদিব ভরিল!—
আকাশ-সম্ভবা সারদা গগনে
গাইলা—" হে ভদ্রে এ আনন্দ ধামে
মহানন্দে পশ!—স্বর্গের দুয়ারে
হের দেববালা প্রতীক্ষে তোমারে।
দেব ভোগ্য বস্তু এই ত নিশ্চয়
গাও সুরবালা প্রণয়ের জয়!"—

১ম বিদ্যাধরী।—

দেবভোগ্য মহাবস্তু পাইয়াছে তারা
সুহাসিনি,—সুরদ্বার উদ্ঘাটিত অই।
আকাশ-সম্ভবা বাণী আহ্বানিছে শুন
তা'সবারে!—

২য় বিদ্যাধরী।—(নারদ মুনিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া)

বিম্বাধরা বিধি বুঝি কূল দিলা তবে!
অই হের!—আসিছেন ঋষীন্দ্র নারদ
এই দিকে!—এস দোঁহে পড়ি পদে কান্দি
দয়াময় দেবর্ষির!—আশুতোষ বড়—
অবশ্য উপায় দেব দিবেন বলিয়া।

(নারদ মুনির অগ্রসর হওন; বিদ্যাধরী দ্বয়ের
প্রণিপাত)

নারদ।—(হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক)

সদানন্দ ধাম ত্যজি কিহেতু তোমরা
নিরানন্দে ফিরিতেছ ব্রজের শ্মশানে?

২য় বিদ্যাধরী।—(যোড় হস্তে)

বৃথা কেন সুধ দেব—কিনা জান তুমি?—
কেমনে নিবেদি প্রভো, সব কথা তব
শ্রীপদে?—শরমে মরি নারি নিবেদিতে।
লঘু পাপে গুরু দণ্ড দিলা শচীপতি।
আদেশিলা চিত্ররথ গন্ধর্ব্ব-ঈশ্বরে

নির্ব্বাসিতে মোসবারে !
ইন্দ্রাণীর পদ ধরি পড়িনু কান্দিয়া
মহাপ্রভো !—দেবেন্দ্রের সম্মতি লইয়া
আদেশিলা সুরেন্দ্রাণী—
দেবভোগ্য মহাবস্তু মর্ত্ত্য ভূমি হ'তে
আনিলে স্বর্গের দ্বার উদ্ঘাটিত হ'বে !—
দয়াসিন্ধো ! কর দয়া তুমি ;—
দেবভোগ্য মহাবস্তু দুর্লভ মরতে !
কোথা পাব কহ কৃপা করি !—

(হস্ত দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া নারদমুনির ধীবে ধীরে গমন ;—বিদ্যাধরীদ্বয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন ;—শুষ্ক লতা পত্র বিরচিত শয্যায় ক্ষীণদেহা শীর্ণবসনাবৃতা চন্দ্রাবলীর প্রকাশ হওন)

১ম বিদ্যাধরী।—ব্রজাঙ্গনা দেব !—এত কলঙ্কিনী !—

নারদ।—(মস্তক নাড়িয়া)

গোমুখী-নিস্বৃতা গঙ্গা সলিল সদৃশা
পবিত্রা !—পঙ্কিল জলে জন্ম পদ্মিনীর,
তা'বলে হীনগৌরবা কেবলে তাহারে !
জন্মিলে চন্দন তরু শিমুলের বনে
গৌরবে লাঘব বৎসে ! না হয় কদাচ !
চিরপূত প্রেম, দীপ সদৃশ সুভদ্রে !
সম্ভবে কি তমঃপুঞ্জ উজলে যেখানে ?
শ্মশান প্রদেশে যদি জনমে তুলসী

মাহাত্ম্য কি যায় তার ?—পূত প্রেতভূমি,
আপনি গোলোকনাথ নিবাসেন মূলে।—
শুন বৎসে কি বলে এ!—অবিলম্বে হায়
জীবনের যবনিকা হইবে পতন।—

চন্দ্রাবলী।—শারদ স্থনীল নভে মোহন চন্দ্রমে হেরি
কাঁহে অকারণ
গঠইতে মঞ্চ হায় অনাহারে অনিদ্রায়
কাটানু জীবন ?—
শুধু পণ্ডশ্রম সার!—চাঁদ ওকি ধরা যায়?
আশার আশ্বাসে ভুলি অব্ প্রাণ নিকলয়!—
ইন্দ্রধনুকান্তি হেরি অম্বর প্রদেশে হায়
কাঁহে ভুলয়লু ?
না শকলু ঠাহরিতে ছুটলু উদ্দেশে তার—
স্থফল লভলু!
পশই গহন বনে দিশাহারা ভইলু
দুরাশার ফল হায়, এই শেষে লভলু!—
রত্নাকর নামে ভুলি সিন্ধু মাঝে ডুবলিরে
রত্ন লোভে তুহি!
না পাইয়া কূল এবে যায় প্রাণ!—তব্ কাঁহে
নাহি বুঝ লহি ?
ভাগয়ল চোর আগে, পাছে তুহি জাগলহি?—
তোহারই কি দোষ হায়? করমের ফল এহি!

দুরাশার মরুভূমে মিছে মরীচিকা হেরি
ভুলয়লু হায়!
ছুটিয়া ভইলু সারা,—কই?—নাহি গেল ধরা,
অব্ কি উপায়?
মরমে লাগল ব্যথা গিরলু ভূতলে হায়!
মিছা শ্রম পিপাসায় এহি প্রাণ বাহিরায়!—
যায় প্রাণ!—কই যায়? যাবে যদি অপি তবে
কে সহবে দুঃখ?
নির্লজ্জ পাষাণ প্রাণ নাহি হোয় অবসান,
সহে অবহেলে!
লো রজনি—তমোময়ি ঢাক তমোজালে মুখ
—ঢাকে যদি তমোজালে হেন অভাগীর দুঃখ!
সর্ব্বভুক হে অনল! তব পরশনে হায়
শেখর ভসম হোয়!
জ্বলতাহি হৃদি মাঝে অবিরাম তব কাঁহে
সহস্র শিখায়
ভসমিতে পাপ দেহ শকতহি নাহি হায়?
স্ব স্বভাব ভাগ্যদোষে ভুললি কি বহ্নি হায়?
আয় মৃত্যু সাধি তোহে সাধিলে কি মান বাড়ে
—এত মান কাঁহে?
সর্ব্ব-দুঃখ-হর তোহে বিপন্নের বন্ধু শুধু
এক মাত্র কহে!

অভাগিনী স্থান পায়ে তবে নাহি দেও কাঁহে?

অভাগিনী জানি মোহে, তুহ কিও ছোঁও নাহে?
আজীবন তোর তীরে গোঁয়াইনুরে যমুনে
গোকুল বাহিনী!
এক ভিক মাঙি পদে রাখ যদি কহি তবে
তপন-নন্দিনি!
চলইতে শকত না হায় হম অভাগিনী—
তুই আয়ি গ্রাস মোহে এই ভিক তরঙ্গিণি!
কত যুগ সাধ্ইনু!—বিফল সাধন তোহে
ওলো গরবিনি!
আপনাকি মনে তুহি সিন্ধু পানে চলতাহি
দিবস যামিনী!
বুঝলতু নাহি নদি কাঁহে এত গরবিনী।
কি গুণে লো এগুমার দেখাও লো তরঙ্গিণি?
প্রেমের আদর্শ তুহি—এতোর গুমার বুঝি,
তাঁই ভাবি মনে?
সাধিলেও না বাতাও নিজ মনে চলি যাও
দূর সিন্ধু পানে।
আয় নদি আয় তবে দেখায়ব আজি তোয়—
মৃৎপিণ্ড মাঝে কত প্রেম তরঙ্গিণী বয়।
জোয়ারে উজান বহ ভাটায় সরিয়া যাও
নিদাঘে শুখাও।
পবন বহল যদি নাহি ঠিক, লক্ষ্য ভুলি
কোন দিকে ধাও!

ইহারি গৌরব নাকি তরঙ্গিণি লো দেখাও ?
এহি গরবমে নাকি ওলো নদি নাবাতাও ?
হ্রাস বৃদ্ধি নাহি ইহে অবিরাম সমগতি
একটানে বয় !
সহস্র সমীরে হায় লক্ষ্য ভুল নাহি হোয়
নিজ বাটে ধায় !
গত বর্ষা—নিদাঘমে শুখায়ল বারি হায়
ফাল্গু গঙ্গা সম এবে তবু অন্তঃশিলা বয় !
ভাগ বলে ওলো নদি উচ্চে-হঁতে জলনিধি—
বসতি তোহার,
গিরি বন ভাঙ্গি বলে তাই ওলো অবহেলে
মিলহ সাগরে !
দৈব বশে সিন্ধু উচ্চে অভাগিনী নিম্নে তার !
কিয়ব কি ?—নাহি মোর পরশিতে অধিকার!
(দুই তিনবার দীর্ঘনিশ্বাস)
হ'ক মৃত্যু !— সতী যদি কৃষ্ণ পদে আজীবন
অটল এমন !
সফল সতীর বাক বুঝি ভাগবলে ভেল,
ভইল সময় !
পাখান পরাণ মোর এহি ঠিক বাহিরায়—
হায় কৃষ্ণ !—হায় কৃষ্ণ !—হায় কৃষ্ণ !—
হায় হায় !—
(কৃষ্ণ কৃষ্ণ জপ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ ;—

প্রথম বিদ্যাধরীর অন্তর্দ্ধান ;—আকাশে কোমল বাদ্য।)

নারদ।—জলস্রোতে জলবিম্ব মিলিত হইল!—

(বিদ্যাধরীর প্রতি অঙ্গুলি সঙ্কেত করত বিষণ্ণ বদনে
অগ্রসর; শুষ্ক লতাপত্র বিরচিত শয্যায়
ক্ষীণদেহা মলিনবসনা রাধিকার প্রকাশ হওন;
পদমূলে শূন্যপ্রাণা বৃন্দা পতিতা)

প্রীতির কুসুম এটি!—হের, শুকাইছে
সঞ্জীবনী বসন্তের সমীর বিরহে!
নির্ব্বাণ-উন্মুখ দীপ!—মানবিনী বেশে
যাও তার সন্নিকটে!—উন্মত্তা সে এবে!—
স্মৃতির নিশান তার কল্পনা কাননে
ভ্রান্তির ঝটিকা ভরে আন্দোলিত এবে!—

রাধিকা।—(গাত্রোত্থান করিয়া)

সখিয়া!—
বনফুল তুলি রাখলি কাঁহা?
দে' মোহ—গাঁথব মোহন মালা!

(অসমর্থা হইয়া শয্যায় পতন।)

নারদ।—প্রলাপ এ—(দীর্ঘ নিশ্বাস)

এই যে হেরিছ বৎসে দু'এক তমাল
অবশিষ্ট এখনও,—প্রত্যেকটি এর
এক এক খানি কাব্য!

বিদ্যাধরী।—(বৃক্ষ সমীপে গমন করিয়া)

নখরে অঙ্কিত দেব!—

(পঠন)

"মোর আর কি সুভাগ ভেব ?
নাকি প্রাণেশ্বর রাজ রাজেশ্বর
দ্বাবিকা ভুবনে ভেল !
ত্যজি পীত ধড়া—(রাধার) মোহন চূড়া
ধরল রাজার বেশ !
(সাধের)—গুঞ্জহার স্থলে মণিমুক্তা গলে
শোভল নাকিলো বেশ !
গোপীর দীক্ষাগুরু নাকি মোহন বেণু
ত্যজল শ্যামের পাশ !
রাজদণ্ড করে !—আহা সাধ মোয়ে
(বারেক)—পেখই নিটাই আশ !
(নাকি) কিরীট কুণ্ডল কিয়ে ঝলমল
স্বর্ণ সিংহাসনে বসি !
রাজন্যমণ্ডল ঘেরই চৌদিকে,
(যেন)—নক্ষত্র বেষ্টিত শশী !
(কভু)—সুগ্রীবাদি রথে ঘোর সিংহনাদে
ধনু শর করে বসি,
(যেন) মধ্যাহ্ন-তপন প্রচণ্ড প্রতাপে
কটিতে বিশাল অসি ;
ভৈরব ঘর্ঘবে রথচক্র ঘোরে
(বুঝি) শ্যামাঙ্গে বেদনা পায় !—
রথের সামনে বুক পাতি সেই
বাসনা এইসন হোয় !
(কভু) শত রাজেন্দ্রাণী পরম যতনে
রতন বাসর রচি !
রাজ অন্তঃপুরে বিকচ অন্তরে
আশার লালসে বসি !

(হমার)—হেন হোয় আশ ত্যজি ব্রজবাস
হইগে তাদের দাসী!
ব্রজেতে কি কায?—দ্বারিকায় বাস
ত্যজব বঁধু কি দুঃখে?
রাধা মরে প্রাণে!—মরুক না কেনে
বঁধুত রহব সুখে।”

(অন্য আর একটি বৃক্ষ সমীপে গমন করিয়া পঠন।)

“হম কইসে পাসরি তাহে?—
বৃন্দা অভাগী পাগল ভইল
ন’হিলে কহব কাঁহে?
পলকে পলকে নিরখি তাহারে
বঁধু সে ভুবনময়।
পলকে পলকে পরাণ শিহরে
তারে কি পাসরা যায়।
(রাধার) এ দেহমন্দির শ্যাম সুন্দর
প্রতিম বিরাজে তাহে!
আজীবন—আঁখে বঁধুরে নিরখে
বিরহিণী সেত নহে!
পিরীতে অরুচি ভইল তাহার
তাই সে ত্যজল মোহে!
(হম্) কি লোভে পাসরি সেরূপ পাসরি?
ভাবই না পাই তাহে!
(এ)—হাড়ের কাঠামে মাটির ছাউনি
হায়রে য’দিন রহে।
আঁখি পূত জলে প্রেম-শতদলে
পূজব সতত তাহে।”

(অন্যত্র গমন করিয়া)

মহাকাব্য একখানি বৃন্দাবন প্রভো !

এক একটী তরু তার পরিচ্ছেদ নাকি ?

(পঠন)

"(রাধার)—সাধের কুঞ্জবন পার্থিব-নন্দন

বিজন শ্মশান এবে !

কুঞ্জ সুশোভন (সাধের) তমাল বন

শুথাই গয়িল কবে।

(রাধার) সুখের সহচর কোকিল ভ্রমব

নাইক গোকুলে আর।

(বাধার) হৃদয়নাথ সহ মলয় সমীর

ভইল যমুনা পার !

(রাধার) পাষাণে নির্ম্মাণ নির্লজ্জ পরাণ

অবসান নাহি হোয় !

(আশার) মোহন আশ্বাসে বিশ্বাস রাধার

তাই সে জীবিত রয় !

(রাধার) চিতের মাঝারে চিতার অনল

সদা ধূধূ ধূধূ জ্বলে !

(রাধার) কলঙ্কিনী নাম ঘুচল এবার

পাগলিনী সবাই বলে !

দিবসে নিশীথে ঘুমে কি জাগ্রতে

সতত স্বপনে হেরে

(কভু) আলু থালু বাসে নিধুবনে পশে

(যেন)—জাগিয়া বাঁশীর স্বরে !

শূন্য কুঞ্জ হেরে বজ্রাঘাত শিরে

উপজে সকল মনে !

নীরব—গম্ভীরে দীরঘ নিশ্বাসি

কৃষ্ণরূপ রহি ধ্যানে !

(কভু)—আপনার মনে যমুনা পুলিনে
কদম্বের মূলে যাই।
(বঁধুর)—চরণ পরশে পবিত যে রেণু
মাথায় তুলিয়া দেই।
(কভু)—'বঁধু বঁধু করি ফুকারি ফুকারি
বাসনা এইমন রোই!
বৃন্দা অভাগিনী নিন্দে নটবরে
পারি না কান্দিতে তাই।"

(রাধিকার পুনরায় গাত্রোত্থান।)

নারদ।—আহা!—মলিন সুধাংশু মুখ!—
মানবিনীর বেশে বৎসে
যাও তার সন্নিকটে—

(মানবিনীর বেশে বিদ্যাধরীর অগ্রসর হওন)

রাধিকা।—(বিদ্যাধরীর প্রতি)

সখিয়া!—তু' কিয়তু কা?—
মাধব আয়ব আবহি!—
তু' চন্দন ছিটাও দুয়ারে
বিশাখে!—বিশাখে!—
বিশাখা গয়িল কাঁহা?

(চতুর্দ্দিক দর্শন)

নারদ।—(স্বগত)

সে দেশে—যে দেশে মর গেলে পুন আর
নাহি ফিরে!—মানবিনি ভুলিয়াছ তুমি!—

রাধিকা।—হের হের !—

(গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া)

কুশ অঙ্কুরত কুঞ্জ দুয়ারে

বিঁধব চরণে তার—

(কুশ উৎপাটন করিবার চেষ্টা ;—
মূর্চ্ছিত হইয়া পতন ;—নারদ কর্ত্তৃক শয্যায় স্থাপন ;—
কিছুকাল পরে সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া)

সখি !—আজি—

ভাল করি নাহি বাসর বানাঁধলি ?

বোঁট ফুটত অঙমে হমারি !

(উত্থান—পুনরায় পতন)

উঃ—বিরচিক দংশত !—

(ক্ষণপরে)

বিরচও বাসর নব ফুল চয়ি—

নহে—নটবর অঙমে বিষম ফুটব !

(নারদের মুখপানে বিদ্যাধরীর দৃষ্টি)

নারদ।—চরমকাল ! — প্রলাপ এ !—

রাধিকা।—(অর্দ্ধ গাত্রোত্থান করিয়া)

বৃন্দে !— যা তুহি—

(পুনরায় পতন)

নিষেধ কিয়বি তাহে !—

যেন কপট কালিয়া কুঞ্জে না আয়ে।

(চক্ষু মুদ্রিত ; ক্ষণকাল পরে)

হরি আজি বিলম কিয়তু কাঁহে ?

(উত্থান ;—পদমূলে বৃন্দার মৃত দেহ দর্শন করিয়া)

বৃন্দে !—যা তুহি !—

কিয়তু কা ?—আবহি ঘুমায়লি তু' ?

উঠ বৃন্দে !—

তু' যা'—ঝট্ আন বনোয়ারী !—

তু' ঠাট না ছোড়ত তহু ?—

তোর মুড়মে আগ লাগাই !—

(মৃত দেহ প্রহার ও পুনরায় শয্যায় পতন ;—
পুনরায় উপবেশন ;—ক্ষণকাল পরে শুষ্ক
বনমালা গলদেশ হইতে ফেলাইয়া)

রাখব না গলে মোহন মালা !

শ্যাম সমাগমে বিরহ উপজত—

ছিঁড়ব আজি পাপ মোহন মালা

(ছিঁড়িবার চেষ্টা ;—পরিশ্রান্তা হইয়া পতন ;—
কিছুকাল পরে পুনরায় উত্থান)

বৃন্দে !—জানত ত তুহি কিয় পরকাশ !—

বুকে বুকে রাখি জনম কাটায়লু

তহু নাহি কাঁহে মিটল আশ ?

(পতন ও ক্ষণকাল পরে)

দূর যমুনা পুলিনে বাঁশরী বাজতহি অহি !

সখি !—

চন্দন কুঙ্কুম নাহি ছিটায়লি

কুঞ্জ দুয়ারে ?

মদনমোহন আয়ব আবহি?

(গাত্রোত্থান করিয়া পুনরায় পতন ও চক্ষু মুদ্রিত করণ;—ক্ষণকাল পরে)

সখিয়া—

সাজাই দে মোহে নব ফুল চয়ি
হম্ শ্যাম দরশনে যায়ব!—

(নাবদের পানে বিদ্যাধরীব দৃষ্টি;—নারদের আকাশ পানে দৃষ্টি;—শূন্য হইতে পুষ্প বর্ষণ;—পুষ্প দিয়া রাধিকাকে বিদ্যাধরীর সাজান;—রাধিকার গাত্রোত্থান,—দাঁড়াইয়া)

হরি হরি কহ সব কই—
হম্ শ্যাম দরশনে চলত আবহি!—

(আকাশে "হরি হরি" শব্দ ও কোমল বাদ্য, রাধিকাব মৃতদেহ ভূতলে পতন; নারদ মুনিকে প্রণাম করিয়া বিদ্যাধরীর প্রস্থান)

নারদ।—(দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া)

রহ বীণ—বৃন্দাবন শূন্যনরযোনি!
দেব হস্তে মর কার্য্য সমাধিব আগে
পরে দ্বারিকায় যাত্রা।

যবনিকা পতন।

সমাপ্ত।

জি, সি, বসু এণ্ড কোং কর্ত্তৃক বহুবাজার ষ্ট্রীট্ ৩০৯ নং ভবনে বসু প্রেসে মুদ্রিত।

শুদ্ধিপত্র।

দ্বিতীয় স্তবক। দ্বিতীয় দৃশ্য—রাধিকাকুঞ্জ।

দ্বিতীয় স্তবক। তৃতীয় দৃশ্য—গোবর্দ্ধন-শেখরে—সময় নিশীথ।

পৃষ্ঠা।	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
৪	৮	বনয়ারী	বনোয়ারি
১৯	৩	কঙ্কন	কঙ্কণ
২৯	২	ভিষককে	ভিষকক
৩৫	১৫	বঙশী	বঙশি
,,	১৯	বংশী	বংশি
৩৯	১২,১৪,১৬, ১৮, এবং ২২	বংশী	বংশি
৪৪	২০	িনারে	কিনারে
৪	১	দয়াবতী	দয়াবতি
৫০	৯,১০	"মাথা খাও রাধে মাথা খাও মোর মোর কিরা লাগে তোয়ও!"	"মাথা খাও রাধে মাথা খাও মোর মোর কিরা লাগে তোয়ও!"
৫২	৭	সুধু	শুধু
৫৩	৬	বনোয়ায়ী	বনোয়ারি
,,	১০	বনোয়ারী	বনোয়ারি
৫৬	২০	মুখচন্দ্রে	নখচন্দ্রে
৫৮	১৯	বনোয়ারী	বনোয়ারি
৭০	১৪	অশীষ	আশীষ
৭৯	৯৭	"মিটল জনম কি সাধ!"	"সেই দিন গয়িল পিয়াস ফুরায়ল মিটল জনম কি সাধ!"
৮০	২২	"আসল পছান দায়!"	,, ,, ,, ,,
৮৭	১৩	বঙশী	বঙশি
৮৯	৫	সুধু	শুধু
৯৩	১৫	করি	ক'রি
৯৪	৬	আশীস	আশীষ
১০৯	৮	দেখিলে	দেখিলাম
১১৬	১৫	"আমি ওপদ প্রসাদে"	"আমিও পদপ্রসাদে"
১৩৭	২১	তাহ'ল	তাহ'লে
১৮২	১১	অয়ল	আয়ল
২০৬	২০	পাথান	পাথাণ
২০৮	২২	সেই	দেই